

প্রকাশকের নিকট নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি পাওয়া যায়—

১। **শ্রীশ্রীবিদ্যুৎপ্রকাশঃ**

প্রভু শ্রীশ্রীশ্যামানন্দদেবের

সংক্ষিপ্ত লীলাকাহিনী

মূল্য—১০

২। **শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল**

প্রভু শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেবের জীবনচরিত

মূল্য—১০

এতদ্ব্যতীত

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর ও
শ্রীপাটের গোস্বামিগণের আলেখ্য

পাওয়া যায়।

आस्तिक्य-दर्शनम्

द्वितीयः पादः

(सुदर्शनभाष्योपेतं बङ्गविश्रुतिसमेतञ्च)

श्रीपट्टगोपीवल्लभपुरे श्रीश्रीराधागोविन्द-सेवाप्रकाशक-श्रीमद् रसिकानन्द-वंशावतस-
विश्ववैष्णवदुग्मणिना 'वेदार्थतत्त्वदौपिका-सुविज्ञानरत्नमाला-
हरिमक्तिसर्वस्व-गोविन्दपरिचर्या'दि-ग्रन्थप्रणेत्या

श्रीश्रीविश्वम्भरानन्द-देवगोस्वामिना

विरचितम्

श्रीग्रन्थकारात्मज-

श्रीगोपीवल्लभानन्द-देवगोस्वामिना

प्रकाशितम्

आस्तिक्य-दर्शनम्

द्वितीयः पादः

(सुदर्शनभाष्योपेतं वङ्गविवृत्तिसमेतञ्च)

श्रीपट्टगोपीवल्लभपुरे श्रीश्रीराधागोविन्द-सेवाप्रकाशक-श्रीमद् रसिकानन्द-वंशावतंस-
विश्ववैष्णवदुग्धमणिना 'वेदार्थतत्त्वदीपिका-सुविज्ञानरत्नमाला-
हरिभक्तिसर्वस्व-गोविन्दपरिचर्या'दि-ग्रन्थप्रणेत्या

श्रीश्रीविश्वम्भरानन्द-देवगोस्वामिना
विरचितम्

श्रीग्रन्थकारात्मज-
श्रीगोपीवल्लभानन्द-देवगोस्वामिना
प्रकाशितम्

प्रथमं मुद्रणम्

[सर्वस्त्वं सुरक्षितम्]

[मूल्यम्—सम्पादरूप्यकम्]

ग्रन्थप्राप्तिस्थानम्—
श्रीगोपौवल्लभानन्द देवगोस्वामौ
ग्रामः—गोपौवल्लभपुरम्
पत्रव्यवहारालयः—तथैव
जिला—मेदिनीपुरम्

३७ए, कलेज रो, कलिकातास्थ-
मौरवहराख्य-मुद्रणालयतः
श्रीउपेन्द्रनाथ राय इत्यभिधेयेन मुद्राकरेण
मुद्रितम्

নিবেদন

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীয় মাধুরী বিতরণ করিতে অবতীর্ণ হইয়া নিজের অপ্রকটলীলার পর তদীয় স্বজনগণকর্তৃক তন্মহিমা শাস্ত্ররূপে প্রকট রাখিয়াছেন। বোড়শ শকশতাব্দীতে প্রকটিত শ্রীরাধানিজজন শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর প্রধানতম শিষ্য শ্রীরসিকানন্দাশ্রমায়ের শেষ গৌরবরবি শ্রীপাদ গোস্বামিবর্ষা ‘আস্তিক্য-দর্শনম্’ নামে যে মহারত্ন-বিশেষ সংগ্রহ পূর্বক সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই সদভিপ্রায়ের অনুসরণে তাহার প্রথম কিরণপ্রভা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থকৃদাবির্ভাববাসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। তদনন্তর পুনরায় এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষের অন্তে তাহার দ্বিতীয় পাদরূপ একটি রশ্মি লোকলোচনের সুখসম্পাদনার্থ প্রকাশিত হইল। সমুদয় গোস্বামি-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-প্রপুটিত তৃতীয় পাদ অতীব সুবহুৎ। প্রভুর অভিলাষ হইলে কোনও সৌভাগ্যবান তাহা প্রকাশ করিয়া জগৎকে ধন্য করিতে পারিবেন।

এই অংশ প্রকাশ বিষয়ে মেদিনীপুরস্থ কাশীঘোড়া পরগণাভূগত চাকদহ-গ্রামবাস্তব্য পরমভাগবত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুণধর ভক্তিতীর্থ বহুলভাবে এবং মহিষাদল পরগণাস্থ কামারদা-গ্রামবাসী ভাগবতবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত কানাইলাল অধিকারী এইচ. এম্ বি. মহাশয় আংশিকভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রীতি অর্জন করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা নির্বাহিত হইয়াছে।

দেবান্দ্র ও বঙ্গান্দ্র মিশ্রিত থাকায় এবং বর্তমানে কাগজের মূল্য চতুঃপুণিত হওয়ায় মুদ্রণব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক মনে হইতে পারে, কিন্তু আকারের দ্বারা বস্তুর মূল্য নিরূপিত হয় না, তদীয় উপাদেয়তাই মহাবর্তার একমাত্র হেতু। আশা করি, পাঠকবর্গ এই বিচারে সাদরে এই গ্রন্থ সংগ্রহে যত্ন করিবেন। যাহাদের প্রতি কৃপাপারবশ্যে এই গ্রন্থরাজের আবির্ভাব, তাঁহারা কিছু উপকৃত হইলে আমাদের শ্রমের সাফল্য হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরঙ্গদ্ব্যবাসর
সন ১৩৬৩ চৈত্র

}

বিনীত—
শ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেবগোস্বামী
প্রকাশক।

आस्तिक्य-दर्शनम्

द्वितीयः पादः

तत्त्वसूची

(गान्धिकाक्रमेण)

विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
अन्तःकरणानि	८	पञ्चविंशतितत्त्वानि	१२
अप्राकृतचित्तम्	२९	परमेशचित्तम्	३५
अभौतिकम्	३३	प्रवृत्तचित्तम्	२९
अशुद्धचित्तम्	३१	प्राकृतचित्तम्	३०
आश्रय-परिणामः	६	प्राकृतनिदर्शनम्	७
आश्रयशक्तिः	४	बहुशक्तिकम्	३६
आश्रयांशः	५	भौतिकम्	३३
आश्रिताश्रयभेदः	२	योगप्रभावाः	२६
चित्तभेदः	२९	विशुद्धचित्तम्	३१
जीवप्रकाराः	१५	संयमः	२५
ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि	९	सबलचित्तम्	३२
दुर्बलचित्तम्	३२	समाधिः	२५
निवृत्तचित्तम्	३०	सौरविश्रम	१६
निर्विशेषनिष्ठम्	३०	स्थूलसूक्ष्मभूतानि	११

सूत्रसूची

संख्या	सूत्रम्	पृष्ठाङ्कः	संख्या	सूत्रम्	पृष्ठाङ्कः
१३	अतः सर्गाश्रयः	२२	४	तदंशत्वात्	५
७	अन्तःकरणं पञ्चधा	८	८	तदन्तर्भूतानि	१०
१५	अन्यान्तःकरण-	२६	१२	तेषां तागतम्यं	२१
२	अभिन्नत्वं तस्य	३	९	देहान्तर्गतानि	११
२६	अप्राकृतं सदा	३५	१९	निर्विशेषनिष्ठम्	३०
२३	अभौतिक-विषय-	३३	१८	परं निवृत्तं	३०
१७	आद्यं परस्पर-	२९	२१	परानुग्रहमात्म-	३२
१	आश्रितादाश्रयस्य	२	२८	बहुधा तच्छक्तयः	३६
१०	एवं पञ्चविंशतिः	१२	२४	भौतिकनिष्ठम्	३३
१६	चित्तमप्राकृतम्	२९	१४	योगश्चित्तवृत्ति-	२३
५	तत्परिणामात्	६	११	वशीकृतान्तःकरणः	२०
३	तच्छक्तित्वात्	४	१५	वि ना भौतिक-	३४
२७	तत्तद्गोचरश्च	३६	२०	विशुद्धमशुद्धश्च	३१
६	तथा दर्शनात्	६	२२	सबलं दुर्बलश्च	३२

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ত:

আস্তিক্যদর্শনম্

দ্বিতীয়পাদ:

স প্রসৌদতু ত্রিভবাত্মা নিরুপাধিকৃপাম্বুধি: ।

অচিন্ত্যাদ্ভুতশক্তৌনামাকরো বিশ্বপোষক: ॥

সূত্রৈ: বসুকরৈরস্মিস্তত্বানাং পঞ্চবিংশতি: ।

শক্তিভেদো জগৎকর্তৃদ্বিতীয়ে দিশ্যতে স্ফুটম্ ॥

অথ দ্বিতীয়ে পাদেঃ স্মিন্নপাট্রাবিংশত্যা সূত্রৈরাশ্রিতাদা-
শ্রয়স্য মিন্ত্বমাশ্রয়াশ্রিতাভেদ:, অন্ত:করণ-জ্ঞান-
কর্মেন্দ্রিয়-স্থূলসূক্ষ্মভূতভেদা ইশালক্ষণাতারতম্যং, পরমেশ-
পরিচয়া যোগলক্ষণং তত্প্রভাবাশ্রিতভেদা: পরমেশ-
চিত্তত্বাশ্রিতত্বমন্যচিত্তাগোচরত্বং চিত্তশক্তিভেদাশ্চ
সিদ্ধান্তৈ: প্রতিপাদয়িষ্যন্তে ।

অথাব্যপাদসিদ্ধান্তানানাকরণ্য নাস্তিকানাং পূর্বপক্ষ:
—অস্মাभि: প্রাম্বদিদানীং পরমেশাস্তিত্বং বিশ্বসৃষ্টাদি-
কর্তৃত্বং চ স্বীকৃতম্ । স্বত:সিদ্ধশক্ত্যা জড়শক্ত্যা
বা ন সৃষ্টাদিকার্য্যমেতদপ্যস্মাকম্পনুমতম্ । ভবতাং
দর্শনশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যন্তু ভেদাভেদয়োস্তত্বং ন বুধ্যামহে ।
প্রথমাদ্ভিতীয়স্য পৃথক্ কথং দ্বিতীয়াত্ পুনরভেদ:
প্রথমস্য সঙ্গচ্ছতে ? যদি পারমেশ্বর্য্যা: শক্তেস্তত্-
স্বরূপস্য মিন্ত্বং সিদ্ধং কথং পুনস্তস্মাত্তচ্ছক্তে: পুন-
রভেদ: সম্ভবেত্ ? জীবস্বরূপাত্ পরমেশস্য বৈলক্ষ্যণ্যে-
ঽপি কথং বা তস্মাজীবস্য ভেদাভাব: ? কিংবা

দ্বিতীয়পাদে অষ্টাবিংশতি সূত্র দ্বারা আশ্রিত
হইতে আশ্রয়ের ভিন্নত্ব, আশ্রয় হইতে আশ্রিতের
অভিন্নত্ব, অন্ত:করণভেদ, জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়ভেদ,
স্থূলসূক্ষ্মভূতভেদ, ঈশ্বরলক্ষণ, ঈশ্বরতারতম্য, পরমে-
শ্বরপরিচয়, যোগলক্ষণ, যোগপ্রভাব, নানাবিধচিত্ত-
ভেদ, পরমেশচিন্তের অপ্রাকৃতত্ব, অন্যচিন্তাগোচরতা
ও চিত্তশক্তিভেদ, এই সকল বিষয় সিদ্ধান্তক্রমে
প্রতিপাদিত হইবে ।

প্রথমপাদোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিয়া
নাস্তিকগণ পূর্বপক্ষ করিতেছেন—মহোদয়! আমরা
পূর্বোক্ত বিষয়গুলির ন্যায় এক্ষণে পরমেশ্বরের

অস্তিত্ব ও বিশ্বসৃষ্টাদিকর্তৃত্ব স্বীকার করিলাম ।
স্বত:সিদ্ধশক্তিবলে বা কেবল জড়রূপা শক্তির বলে
বিশ্বসৃষ্টাদি হইতে পারে না, ইহাও স্বীকার
করিলাম ; কিন্তু আপনাদের দর্শনশাস্ত্রোক্ত-সিদ্ধান্ত-
প্রতিপাদিত ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্বের তত্ত্ব কিছুই বোধ
করিতে পারিতেছি না । প্রথমোক্ত বস্তু হইতে
দ্বিতীয়োক্ত বস্তু যদি ভিন্ন হইল, তবে পুনর্ববার
দ্বিতীয়বস্তু হইতে প্রথমবস্তুর অভেদ কি প্রকারে
হইতে পারে ? যদি জীবস্বরূপ হইতে পরমেশ্বর-
স্বরূপ ভিন্ন হয়, তবে পরমেশ্বরস্বরূপ হইতে জীব-
স্বরূপ কিরূপে অভিন্ন হইতে পারে ? উহার

ব্যবহারিক দর্শনং পারমার্থিকং বা ? এতেষাং তত্বানি
নাঙ্গম্-বুদ্ধিগোচরাণি ।

সূত্রকৃদাশ্রিতাশ্রয়স্যান্যত্বং দর্শয়তি—

আশ্রিতাশ্রয়স্য ভিন্নত্বম্ ॥১॥

যেনাপ্রীয়তে স আশ্রিতঃ, যমাশ্রয়তি স এবাশ্রয়
উচ্যতে । যো জনো যদ্বস্তু বা পরাধীনং তদাশ্রিতম্ ।
ইত্থমাশ্রিতাশ্রয়সম্বন্ধেনাশ্রিতাশ্রয়স্য ভেদঃ । তদন্য-
থৈকস্যাশ্রয়ত্বমিতরস্য চাশ্রিতত্বমসঙ্গতম্ । মহোদয় !
তর্হি গ্রন্থেঽস্মিন্ভাদৌ আশ্রিতাশ্রয়স্য ভেদমাখ্যায়
দেহাদন্তঃকরণস্য, অন্তঃকরণজীবস্য, জীবাশ্র
পরমেশস্য ভেদা বর্ণিতাঃ । যথাশ্রিতাঐহাদাশ্রয়স্যা-
ন্তঃকরণস্য, তথাশ্রিতাদন্তঃকরণাশ্রয়স্য জীবস্য,
এবমাশ্রিতাজীবাশ্রয়স্য পরমেশস্য ভেদ ইতি । তথা

পরমেশান্তঃকরণমপি সিদ্ধম্ । তস্মাদপি পরমেশস্য
ভেদঃ নিশ্চিতঃ, যত্ তদন্তঃকরণমাশ্রিতম্, স এবাশ্রয়ঃ
অত আশ্রিতাশ্রয়স্য ভেদো নিঃসংশয়িতএব । সর্বত্রৈ-
বেদগব্যবহারো লভ্যতে । এতদেব ব্যবহারিকদর্শনমুচ্যতে ।
তেনৈব সিদ্ধান্তেন সাংখ্যযোগদর্শনয়োর্দেহান্তঃকরণরূপায়াঃ
প্রকৃতের্জীবস্বরূপস্য পৃথক্ বিশ্বনিমিত্তকায়াশ্রয় ভগবদ-
ন্তঃকরণরূপায়াঃ প্রকৃতের্মোখাখ্যায়া বা তচ্ছক্টেস্ত-
স্বরূপস্ব ভেদঃ প্রতিপাদিতঃ । জীবো দেহদ্রষ্টা,
তত্প্রেকশ্চ, পরমেশস্তু বিশ্বদ্রষ্টা বিশ্বপ্রেকশ্চ । অতো
জীব আশ্রিতঃ পরমেশাশ্রয়ঃ । অতোহেতোরেব জীব-
স্বরূপাত্ পরমেশ্বরস্বরূপস্য ভেদঃ প্রতিপাদিতঃ ॥১॥

নাস্তিকঃ— আশ্রিতাশ্রয়স্য পার্থক্যম্ বুদ্ধম্ ।

পুনঃ তয়োঃ ভেদঃ কথং সম্ভবেত্ ? সোঽসঙ্গতঃ ।

সূত্রকারঃ— তদপি পারমার্থিক-দৃষ্ট্যা সম্ভবেদিতি
সূত্রয়তি ।

ব্যবহারিক দৃষ্টিই বা কি এবং পারমার্থিক দৃষ্টিই
বা কি ? এই সকলের তত্ত্ব আমরা কিছুই
বুঝিতেছি না ।

সূত্রকার আশ্রিত হইতে আশ্রয়ের ভিন্নত্ব
প্রদর্শন করিতেছেন ;—

যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তু অপর কোন ব্যক্তি
বা বস্তুকে আশ্রয় করে, তবে শেষোক্ত ব্যক্তি
বা বস্তুকে 'আশ্রয়' বলা যায়, এবং যে ব্যক্তি বা
বস্তু অপরের অধীন থাকে, সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে
'আশ্রিত' বলা হয় । এইরূপ আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধের
স্থলে আশ্রিত ব্যক্তি হইতে আশ্রয় ব্যক্তির এবং
আশ্রিত বস্তু হইতে আশ্রয় বস্তুর ভিন্নত্ব হইয়া
থাকে । অন্যথা, এই ব্যক্তি আশ্রিত ও এই
ব্যক্তি আশ্রয়, অথবা এই বস্তু আশ্রিত ও এই
বস্তু আশ্রয় ইত্যাদি ভেদ হইতে পারে না । হে
মহোদয় ! এইহেতু এই গ্রন্থের প্রথমই দেহ
হইতে অন্তঃকরণের ভিন্নত্ব কথিত হইয়াছে, যেহেতু

দেহ আশ্রিত ও অন্তঃকরণ আশ্রয়, ইহা প্রতিপাদিত
হইয়াছে । অন্তঃকরণ হইতে জীবের ভিন্নত্ব উক্ত
হইয়াছে, যেহেতু অন্তঃকরণ আশ্রিত ও জীব আশ্রয়,
ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে । ঐরূপ জীব হইতে
পরমেশ্বরের ভিন্নত্ব অভিহিত হইয়াছে, যেহেতু,
জীব আশ্রিত ও পরমেশ্বর আশ্রয়, ইহাও স্থিরীকৃত
করা হইয়াছে । পরমেশ্বরের অন্তঃকরণেরও অস্তিত্ব
সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব তদীয় অন্তঃকরণ হইতে
তাঁহার ভিন্নত্ব নিশ্চিত হইয়াছে, যেহেতু তদীয়
অন্তঃকরণ আশ্রিত ও পরমেশ্বর আশ্রয় । অতএব
আশ্রিত হইতে আশ্রয় অবশ্যই ভিন্ন, ইহাতে
কোন সংশয়ই নাই । এইরূপ ব্যবহার সর্বত্রই
দেখা যায়, অতএব ইহাকে ব্যবহারিক দৃষ্টি বলা
হয় । উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে সাংখ্যদর্শনে ও যোগ-
দর্শনে দেহান্তঃকরণরূপ প্রকৃতি হইতে জীবস্বরূপের
ভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে এবং বিশ্বের মূল-
কারণ পরমেশ্বরান্তঃকরণরূপা প্রকৃতি বা মায়াখ্যা

অভিন্নত্বং তস্য তস্মাৎ ॥২॥

পারমার্থিকদৃষ্ট্যা পুনস্তদাশ্রিতত্যাশ্রয়াদভিন্নত্বমপি সিধ্যতি। মহোদয়! তজ্জ্ঞানাত্মাদৌ সর্গবিধানং শ্রোতব্যম্। প্রলয়ে পরমেশোঽখিলশক্ত্যাশ্রয়ং বিশুদ্ধা-
ন্তঃকরণং স্বস্বরূপে বিলীনং বিধায় তিষ্ঠতি। সর্গপ্রারম্ভে
আদৌ অভিজ্ঞাবোধ্যস্ততঃ কৌশলবোধোঽথ বিশ্বাকা-
র-ধ্যানশ্চোদগচ্ছতি। ধ্যেয়াভিমানিনি ভগবতি তদ্ব্যগ-
মেবানুভূতবিশ্বাকাং দধাতি। জীবা ভগবত্বস্বরূপাৎ
পৃথগ্ব্যক্তৌভূতাঃ স্বেষু স্বেষ্মিমন্তব্যেষ্মিমানিনো
বিচরন্তি। নির্দিষ্টকালং যাবদ্ভগবদ্ব্যগানেন সহ বিশ্বং
প্রকাশমানং সত্ অন্তে তদন্তঃকরণে বিলীয়তে। তদ-

ন্তঃকরণমপি তত্বস্বরূপে লয়ং লভতে। পরমেশান্তঃকরণ-
গতেচ্ছা-জ্ঞান-ধ্যানাভিগান-ধ্যানাবস্থান-ধ্যানবিরামা-
দ্ব্যাপারৈঃ পরিলক্ষিতা শক্তিরেব মায়া প্রকৃতির্বা কথ্যতে।
সা শক্তিরেব বিশ্বাশ্রয়ঃ, পরমেশস্তচ্ছক্ত্যাশ্রয়ঃ।
জীবাঃ কদাচিচ্ জগদীশে, কদাপি বা মায়াশক্তৌ
বিতৃষ্ণতে, কচিচ্চ তচ্ছক্তিপরিণতবিশ্বে বিচরন্তি।
অতো জীবা অপি জগদীশশক্তিবিশেষাঃ, পরমেশস্বরূপশ্চ
জীবানাশ্রয়ঃ। অতো মহোদয়! বিচার্য্যতাং যানি
বস্তুনিয়াদৌ পরমেশোঽবস্থিতানি আসন্, পরিণামেঽপি
তলৈব স্থাস্যন্তি, অন্তরা তু পৃথগ্ভূতানি বিচরন্তি,
তানি কথং পরমেশস্বরূপাদ্ ভিন্নানি? তদ্ব্যাশ্রয়া-
দাশ্রিতত্যাভিন্নত্বম্। এষৈব পারমার্থিকৌ দৃষ্টিঃ ॥২॥

পারমেশ্বরী শক্তি হইতে পরমেশ্বরস্বরূপেরও
ভিন্নত্ব কথিত হইয়া থাকে। জীব দেহমাত্রের
দ্রষ্টা ও প্রেরক, আবার পরমেশ্বর বিশ্বের দ্রষ্টা ও
প্রেরক। অতএব জীব আশ্রিত ও পরমেশ্বর
আশ্রয় এবং এই কারণেই জীবস্বরূপ হইতে
পরমেশ্বর-স্বরূপের ভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হয়। ১।

নাস্তিক—আশ্রিত হইতে আশ্রয় ভিন্ন, ইহা
বুঝা গেল; কিন্তু পুনরায় উহাদের অভেদ কিরূপে
হইতে পারে? কদাচ হইতে পারে না।

সূত্রকার—তাহাও পারমার্থিক দৃষ্টিতে হইয়া
থাকে, এইজন্য সূত্র করিতেছেন।

পুনর্বার পারমার্থিক দৃষ্টিতে সেই আশ্রয় হইতে
সেই আশ্রিতের অভিন্নতাও হয়। হে মহোদয়!
অভিন্নতা-জ্ঞানলাভের জন্য অগ্রে সৃষ্টিাদিপ্রক্রিয়া
শ্রবণ করুন। বিশ্ব-প্রলয়কালে পরমেশ্বর সর্বশক্তির
আশ্রয় স্বকীয় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণকে নিজস্বরূপে
বিলীন করিয়া অবস্থান করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভকালে
সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছার উদয় হয়। পরে সৃষ্টিকৌশল-
জ্ঞানের ও তদনন্তর বিশ্বাকারধানের উদগমন
হইয়া থাকে। পরমেশ্বর ধোয়াভিমानी হইলে

উক্ত ধ্যান অনুভূত বিশ্বাকারে পরিণত হয়।
জীবসকল পরমেশ্বরস্বরূপ হইতে পৃথক্ ব্যক্ত
হইয়া উক্ত বিশ্বমধ্যে নিজ নিজ অভিন্নত্ব বিষয়ে
অভিমानी হইয়া বিচরণ করেন। নির্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত
পরমেশ্বরের ধ্যানের সহিত বিশ্ব বিচরমান থাকিয়া
পরে উক্ত পরমেশান্তঃকরণে বিলয় প্রাপ্ত হয়
এবং উক্ত অন্তঃকরণ তৎস্বরূপে বিলয় লাভ করে।
পরমেশ্বরের অন্তঃকরণগত এই ইচ্ছা, জ্ঞান, ধ্যান,
অভিমান, ধ্যানাবস্থান ও ধ্যানবিরাম প্রভৃতি
ব্যাপারসমূহ দ্বারা পরিলক্ষিত যে শক্তিবিশেষ,
তাহাকেই মায়াশক্তি বা প্রকৃতি বলা হইয়া থাকে।
ঐ শক্তিই বিশ্বের আশ্রয় এবং পরমেশ্বরস্বরূপ
ঐ শক্তির আশ্রয়। জীবসকল কোন কালে
পরমেশ্বরস্বরূপে, কোন কালে উক্ত শক্তি মধ্যে
অবস্থিতি করে, কোন কালে বা উক্ত শক্তিবিস্তৃত
বিশ্বমধ্যে বিচরণ করে, অতএব জীবসকলও পরমে-
শ্বরের শক্তিবিশেষ। পরমেশ্বরস্বরূপ জীবসকলেরও
আশ্রয় হইতেছেন। অতএব মহোদয়! বিচার
করিয়া দেখুন—যে সকল বস্তু পূর্বের পরমেশ্বরস্বরূপে
ছিল, পরেও পরমেশ্বরস্বরূপে থাকিবে, মধ্যে কেবল

নাস্তিকঃ—নরপশুবিহগাদিজীবা রাত্নৌ গৃহাদিপু
বসন্তি, পুনর্দিবাবসানে তথৈবাবতিষ্ঠন্তে, অন্তরা
দিবামাগে তু ততঃ পৃথগ্ভূতা নানাস্থানেষু চরন্তি। তে
তু গৃহাদিতো নোঃসমিভাঃ। পথ্যানি রজন্যামাধারেণু
রক্তিতানি ভবন্তি, পুনর্দিনান্তে তথৈব স্থাপিতানি
সন্তি, অন্তরা তু দিবসে বিমিন্নাধারেণু সজিতানি
তিষ্ঠন্তি। তান্যপি আধারাভিহ্যো নামিভানি। বিদ্বৎ
পূর্বাপরকালয়োঃ পরমেশ্বররূপে তিষ্ঠদপি কথং ততোঃসমিভতা
ভজেত ? তন্ন।

সূত্রকৃদাশ্রয়াদাশ্রিতত্বাভিন্বয়ে কারণং দর্শয়তি।

তচ্ছক্তিত্বাৎ ॥৩॥

আশ্রিতমাশ্রয়শক্তিরেব, তর্হি তদভিন্বনম্। মহোদয়,
বিশ্বেঃস্মিন্ সর্বত্র সততমেব প্রত্যক্ষৌক্রিয়তে শক্তি-
শক্তিमतোরভেদঃ। যথা—দাহিকাশক্তির্নলাদভিন্বনা,

প্লাবনৌশক্তির্জলাৎ, শোষণৌ পবনাৎ, ঋকশক্তি-
র্গগনাৎ, ধারণৌশক্তির্ধরায়াঃ। তথেষ্টরাণ্যপি বস্তুনি
ন তচ্ছক্তিত্বাৎ পৃথক্। বস্তুবস্তিত্বৈঃ তচ্ছক্ত্যস্তিত্বাৎ,
তদনস্তিত্বৈঃ তদগতশক্তিরপ্যনস্তিত্বম্। एवं জীবানামন্তঃ-
করণরূপা শক্তির্জীবস্বরূপান্ন পৃথক্, যতো
জীবাবিদ্যমানতায়াং তদন্তঃকরণাবিদ্যমানতা ভবতি।
তথৈব পরমেশস্য বিশ্বসৃষ্টাদিশক্তির্পরি পরমেশ্বররূপা
ন মিন্বনা, বিশ্বংপি তচ্ছক্তিত্বাৎ নান্যত্। জীববৃত্তয়ঃ
পরমেশস্যাত্মন্তাধীনাঃ, জীবস্বরূপাণি পরমেশ্বররূপ
ব্যাপ্যানি। পরমেশ্বররূপে তচ্ছক্তৌ তচ্ছক্তিকার্য্যং বিদ্যে
বা তানি বিদ্যন্তে। অতঃ পরমেশশক্তৌনাং জীবানাং
তত্স্বরূপাভেদঃ। জীবান্তঃকরণগতাবিদ্যয়া, অজ্ঞানে
বা, সংসারো জন্মমৃত্যুপ্রবাহো বা ভবতি। তদগতবিদ্যয়া
জ্ঞানে বা তন্নিবৃত্তিরূপা মুক্তিঃ। অতো জ্ঞানা-
জ্ঞানে মোক্ষসংসারৌ জীবান্তঃকরণান্ন পৃথক্। এবঞ্চ

পৃথগ্ৰূপে বিচরণ করিতেছে, সে সকল বস্তু পরমে-
শ্বর স্বরূপ হইতে কি প্রকারে ভিন্ন হইতে পারে ?
এইহেতু আশ্রয় বস্তু হইতে আশ্রিত বস্তু ভিন্ন নয়,
ইহাকে পারমার্থিক দৃষ্টি বলা হয় ॥২॥

নাস্তিক—মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি রাজিকালে
গৃহাদি বাসস্থানে থাকে, দিবসের পরে রাজিকালে
পুনর্ব্বার ঐ বাসস্থানে অবস্থিতি করে, মধ্যকালে
দিবসে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নানাস্থানে বিচরণ করে,
কিন্তু উক্ত মনুষ্য প্রভৃতি গৃহাদি বাসস্থান হইতে
ভিন্ন হয় না। পণ্যদ্রব্যগুলি রজনীতে নিজ নিজ
আধারে থাকে, দিবসের অন্তেও পুনর্ব্বার ঐ
আধারে প্রবেশ করে, মধ্যসময়ে দিবসে ভিন্ন
ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্তম্ভিত হয়,
কিন্তু পণ্যসমূহ আধার হইতে ভিন্ন হয় না।
বিশ্ব যদি পূর্ব্বকালে ও পরকালে পরমেশ্বরে থাকিল,
তবে এই বিশ্ব পরমেশ্বর স্বরূপ হইতে কেন ভিন্ন
হইবে ? তাহা হইতে পারে না।

সূত্রকার—আশ্রয় হইতে আশ্রিতের অভিন্নতার
কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।

আশ্রিত বস্তু আশ্রয় বস্তুর শক্তি হইতেছে।
অতএব আশ্রয় হইতে আশ্রিতের অভিন্নতা
হয়। হে মহোদয় ! এই বিশ্বমধ্যে সর্বত্র প্রত্যক্ষ
করিতেছেন—যে বস্তু যাহার শক্তিস্থানীয়, সে-বস্তু
অবশ্য তাহা হইতে অভিন্ন হয়। অগ্নিতে যে
দাহিকা শক্তি আছে, তাহা অগ্নি হইতে ভিন্ন নয়।
ঐরূপ জলের প্লাবনী শক্তি জল হইতে ভিন্ন নয়,
বায়ুর শোষণী শক্তি বায়ু হইতে ভিন্ন নয়,
আকাশের অবকাশ শক্তি আকাশ হইতে ভিন্ন
নয়, পৃথিবীর আধার শক্তি পৃথিবী হইতে ভিন্ন নয়।
ঐরূপ অন্যান্য বস্তুগত শক্তিও সেই সেই বস্তু
হইতে ভিন্ন নয়। বস্তুর বিদ্যমানতায় সেই বস্তুগত
শক্তির বিদ্যমানতা ও বস্তুর অবিদ্যমানতায় তদগত
শক্তির অবিদ্যমানতা হয়। ঐ প্রকার জীবের
অন্তঃকরণরূপা শক্তিও জীবস্বরূপ হইতে ভিন্ন

বিশ্বপদার্থানাং পরমেশ্বরূপাদভিন্নত্বম্ । মানবাদয়ো
গৃহাদিষ্বেব তিষ্ঠন্তি, ন তু তে গৃহাদীনাং শক্তয়ঃ ।
অন্যত্র তত্সিদ্ধান্তযোজনং ন যুক্তিসহম্ । আধার-
পণ্যয়োরপি তথৈব মন্তব্যম্ ॥১৥

নাস্তিকঃ—দণ্ডাদিভিলোকাঃ প্রহরন্তি, অন্যৈশ্চ
বিবিধানি কার্য্যান্তরাণ্যনুতিষ্ঠন্তি । তর্হি দণ্ডাদয়ঃ
শক্তিস্থানীয়া अपि नाभिन्নাः । तत् कथं परमे-
शाद्विश्वपदार्थानामवैशिष्ट्यम् ? तन्न ।

সুলকারস্তল প্রমাণং দর্শয়তি ।

तदंशत्वात् ॥४॥

प्रागुक्तमाश्रितं न केवलमाश्रयशक्तिस्तदंशश्च ।
वस्तुनामेकदेशस्यांशाख्यानम् । तद्वदङ्गस्थानीयं भवति ।

অত আশ্রয়াশ্রিতয়োরভেদঃ । সত্যং, যানি প্রহারসাধনানি
দণ্ডাদীনি শক্তিস্থানীয়ানি, কিন্তু ত্যাগসহানি, ন চ
স্বীয়াঙ্গস্বরূপাণি । অত্র প্রাগুক্তশক্তয়স্তু দণ্ডাদি-
বস্ত্র কদাপি গ্রাহ্যাঃ, যতঃ স্বাঙ্গবন্নিত্যসহগামিন্যঃ ।
অতঃ প্রাগুক্তাঃ শক্তয়স্তত্কার্য্যাণি विश्वादीनि तदाश्रय-
परमेश्वररूपान्न भिन्नानि, परमभिन्नान्येव ॥४॥

নাস্তিকঃ—विश्वसर्गादिकर्त्ता माया पारमेश्वरौ
शक्तिः, अतस्तदंशः, तदेकदेशस्थानीया वा भवेत् ।
जीवाश्च तच्छक्तित्वान् तदंशास्तदेकदेशतुल्या भवेयुः ।
जीवान्तःकरणमपि जीवशक्तित्वात् जीवांशस्तदेकदेश-
स्थानीयं वा । ततस्तेस्वभिन्नतादृष्टिरपि सङ्गच्छते ।
परं पारमेश्वर्या शक्त्या ये सर्गादयो भवन्ति, जीवा-
विद्याशक्त्या या च संसृतिः, तद्विद्याशक्त्या यो मोक्षः,

নয়, যেহেতু জীবের বিদ্যমানতা না থাকিলে
অন্তঃকরণেরও বিদ্যমানতা থাকে না । ঐরূপ
পরমেশ্বরের বিশ্বস্রষ্টাদি-শক্তিও পরমেশ্বরস্বরূপ
হইতে ভিন্ন নয়, বিশ্বও উক্তশক্তি হইতে ভিন্ন নয় ।
জীবসমূহের বৃত্তিগুলি পরমেশ্বরের অত্যন্ত অধীন এবং
জীবস্বরূপ পরমেশ্বরস্বরূপ দ্বারা ব্যাপ্য । পরমেশ্বর-
স্বরূপে বা তদীয় শক্তিতে বা তদীয় শক্তিকার্য্য
বিশ্বে জীবসমূহ বিদ্যমান থাকে । অতএব জীব
সমূহও পরমেশ্বরের শক্তিস্থানীয় হইতেছে, এই
হেতু জীবসকলও পরমেশ্বরস্বরূপ হইতে ভিন্ন নয় ।
জীবের অন্তঃকরণগত অবিদ্যা শক্তি বা অজ্ঞান
দ্বারা সংসার বা জন্মমৃত্যু প্রবাহ হইয়া থাকে ।
তদগতবিদ্যাশক্তি বা জ্ঞান দ্বারা তন্নিবৃত্তিরূপা মুক্তি
হইয়া থাকে । অতএব অজ্ঞান, জ্ঞান, সংসারাবস্থা
ও মুক্তাবস্থা জীবান্তঃকরণ হইতে ভিন্ন নয় । এই
হেতু বিশ্বগত সমুদয় বস্তু পরমেশ্বর স্বরূপ হইতে
অভিন্ন হইয়া থাকে । মনুষ্য প্রভৃতি গৃহাদিতে
অবস্থিতি করে মাত্র, কিন্তু গৃহাদির শক্তিবিশেষ
নয় । অতএব সে স্থলে একরূপ সিক্কান্তের যোজনা

যুক্তিসঙ্গত নয় । আধার-পণ্যদ্রব্য প্রভৃতি বিষয়েও
ঐরূপ দ্রষ্টব্য ॥১৥

নাস্তিক—দণ্ডাদি দ্বারা লোকসকল প্রহার
করিয়া থাকে এবং অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা অপরাপর
কার্য্য করে । অতএব উক্ত দণ্ডাদি শক্তিস্থানীয়
হইতেছে । কিন্তু মনুষ্য হইতে দণ্ডাদি অভিন্ন
হয় না । তবে পরমেশ্বর হইতে বিশ্বগত পদার্থগুলি
কি প্রকারে অভিন্ন হইতে পারে ? তাহা হইতে
পারে না ।

সূত্রকার উক্ত বিষয়ে অন্য প্রমাণ দেখাইতেছেন ।

পূর্বোক্ত আশ্রিত বস্তু কেবল শক্তিরূপ নহে,
পরন্তু আশ্রয় বস্তুর অংশরূপও বটে । বস্তুর এক-
দেশকে অংশ বলা হয় । তদ্বৎ অঙ্গস্থানীয় হয় ।
অতএব আশ্রয় বস্তু হইতে আশ্রিত বস্তু ভিন্ন
নয় । মনুষ্যগণ দণ্ডাদি দ্বারা প্রহারাদি করে, এই
হেতু দণ্ডাদি শক্তিস্থানীয় হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু
দণ্ডাদিকে ত্যাগ করিতে পারে, অতএব দণ্ডাদি
শক্তিস্থানীয় হইলেও স্বকীয় অঙ্গস্বরূপ হয় না ।
এস্থলে পূর্বোক্ত শক্তিসমূহ দণ্ডাদিবৎ কদাচিত্

তত্র শক্তিশব্দো'শশব্দৌ বা ন প্রযোজ্যঃ । অতস্ত-
ত্রাভেদদ্বয়ত্রিণি ন সংঘটেত ।

সূত্রকৃত্ব তদাচ্চৈপ সমাধত্তে ।

তত্পরিণামাত্ ॥৫॥

যামিৰ্য্যামিরাশ্রয়শক্তিভিৰ্যে য আশ্রিতব্যাপারাঃ
সম্পাদ্যন্তে তে ত এবাশ্রয়বিপরিণামাঃ, রূপান্তরাণি বা ।
অতস্তে ত আশ্রিতব্যাপারা আশ্রয়রূপশক্তিভ্যো'নন্যাঃ ।

মহোদয় ! ত্রিচার্য্যতামিদম্, পরমেশান্তঃকরণশক্ত্যা
ইচ্ছা-জ্ঞান-ধ্যানাভিক্রমেণ বিশ্বমিদং সমুদ্ভাবিতম্ ।
অতো জগদীশস্য তদন্তঃকরণশক্তির্হি এতদ্বিশ্বাকারে

পরিণতা রূপান্তরিতা বা । ততো বিশ্বমিদং পারমেশ্যা
মায়াস্বাখ্যা অন্তঃকরণশক্তেরভিন্ধনম্, পয়ো যথা-
বস্থান্তরং প্রাপ্য দধি পরিণতং ভবতি । সত্যেব দুগ্ধে
তত্পরিণামদধি রাম্ভাব্যতে, অসতি পয়সি কুতস্তত্-
পরিণামো দধি ? পৃথগিব প্রতীয়মানমপি দধি
পারমার্থিকদর্শনেন দুগ্ধান্ন পৃথক্ । দধি তু ভগব-
দ্বিধানেন পুনর্দুগ্ধজননে শক্তির্নাস্তি । বিশ্বন্তু তদ্-
ধ্যানমাত্রং, ধ্যানবিরামে তন্মায়াশক্তৌ বিলীয়তে । সা
শক্তিরপি পরমেশে বিলীনা তিষ্ঠতি । তস্মাদ্বিশ্বমিদং
পরমেশশক্ত্যা ন ভিন্ধনম্ । সা চ পুনস্তত্स्वरূপান্ন
ভিন্ধনম্ । তথৈব জীবান্তঃকরণশক্তিরজ্ঞানজ্ঞানরূপেণা-

গ্রাহ্য নহে, কিন্তু নিজের অন্তঃকরণে নিত্য সহগামিনী
হইতেছে । অতএব মহোদয় ! পূর্বোক্ত শক্তি-
সমূহ এবং তৎকার্য্য বিষয়প্রভৃতি উক্ত আশ্রয়বস্তুভূত
পরমেশ্বর-স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না,
সুতরাং অভিন্ন ॥ ৪ ॥

নাস্তিক—বিশ্ব-সৃষ্টাদিকারিণী মায়াশক্তি পার-
মেশ্বরী বলিয়া তাঁহার অংশ বা একদেশ-স্থানীয়
হইতে পারে, জীবগণও তচ্ছক্তিস্থানীয়হেতু তদংশ
বা তদেকদেশস্থানীয় হইতে পারে, জীবের অন্তঃ-
করণও জীবশক্তি হওয়ায় জীবের অংশ বা একদেশ-
স্থানীয় হইতে পারে । এই হেতু এই সকল
উদাহরণে অভিন্নতাদৃষ্টিও হইতে পারে । কিন্তু
পারমেশ্বরী শক্তিদ্বারা যে বিশ্বসৃষ্টাদি হইতেছে এবং
জীবের অবিজ্ঞা শক্তিদ্বারা যে সংসার ও বিজ্ঞা-
শক্তিদ্বারা যে মুক্তাবস্থা হইতেছে, এই সকল স্থলে
শক্তি শব্দের বা অংশ শব্দের প্রয়োগ হইতে
পারে না । অতএব এই সকল স্থলে অভিন্নতা-
দৃষ্টিও হইতে পারে না ।

উক্ত আক্ষেপের সমাধানার্থ সূত্রকার সূত্র
করিতেছেন ।

যে আশ্রয়রূপ শক্তিদ্বারা যে যে আশ্রিতরূপ
ব্যাপারাদি হইতেছে, সেই সেই আশ্রিতরূপ

ব্যাপারাদি সেই আশ্রয়রূপ শক্তির পরিণাম অর্থাৎ
রূপান্তর হইতেছে । অতএব সেই সেই আশ্রিত-
রূপ ব্যাপারাদি সেই আশ্রয়রূপ শক্তি হইতে অভিন্ন
হইতেছে । হে মহোদয় ! বিচার করিয়া দেখুন
—পরমেশ্বরের অন্তঃকরণ-রূপ শক্তি দ্বারা ইচ্ছা,
জ্ঞান, ধ্যানক্রমে এই বিশ্ব উদ্ভাবিত হয় । এই
হেতু পরমেশ্বরের সেই অন্তঃকরণরূপা শক্তিই এই
বিশ্বাकारে পরিণত বা রূপান্তরপ্রাপ্ত হইতেছে ।
অতএব এই বিশ্ব সেই পরমেশ্বরের মায়াখ্যা অন্তঃ-
করণরূপা শক্তি হইতে অভিন্ন হইতেছে । যেমন
দুগ্ধ হইতে দধি হইয়া থাকে, দুগ্ধই অবস্থান্তর-
প্রাপ্ত হইয়া দধিরূপে পরিণত বা রূপান্তরপ্রাপ্ত
হয় । দুগ্ধ আছে, এই হেতু ঐ দুগ্ধ অবস্থান্তর-
প্রাপ্ত হইয়া দধিরূপে পরিণত হয়, দুগ্ধ না থাকিলে
দধি হইতে পারে না ; এই হেতু দধি দুগ্ধ হইতে
ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও পারমার্থিকদৃষ্টিতে দধি
দুগ্ধ হইতে ভিন্ন নয় । দধিতে পরমেশ্বর-কৃত বিধান-
মতে পুনর্বীর দুগ্ধ হইবার শক্তি নাই । কিন্তু
এই বিশ্ব পরমেশ্বরের ধ্যান মাত্র ; ধ্যানের বিরামে
এই বিশ্ব পরমেশ্বরের সেই মায়াখ্যা অন্তঃকরণ-
রূপা শক্তিতে বিলীন হইয়া যায় । মায়াখ্যা শক্তিও

বস্থাভেদং লভতে। অজ্ঞানাজননমরণাদিপ্রবাহরূপ-
সংসৃতিজ্ঞানাত্তনিত্বত্বৌ মুক্তিঃ। তদজ্ঞানপরিণাম এব
সংসারঃ, মুক্তিश्च কেवलं জ্ঞানস্য রূপান্তরম্। অজ্ঞান-
জ্ঞানে জীবান্তঃকরণাবস্থাविशेषौ এব তর্হি সংসৃতিমোक्षৌ
জীবান্তঃকরণরূপাজ্ঞানজ্ঞানশক্তিभ्यां ন ভিন্নৌ। সা
জীবান্তঃকরণশক্তিৰপি জীবান্তেতরা। জীবস্বরূপাণা-
মপি পরমেশশক্তিত্বান্ন তস্মাদিতরত্বম্। অতো বিশ্ব-
গতাঃ শক্তয়স্তত্কার্য্যাণি তথৈব সশক্তিকা জীবাश्च
ন জগদৌশাद्भिन्नाः। তস্মাদেব হেতো বেদান্তশাস্ত্রে
চিন্তাভাসকং বিশ্বমিদং ব্রহ্মাत्मकमुच्यते ॥ ৫ ॥

নাস্তিকঃ—আশ্রিতাশ্রয়স্য পার্থক্যং তথাপ্যা-
শ্রয়াশ্রিতয়োরভেদश्चेति जड़जगति अदृष्टत्वान्न स
सिद्धान्तोऽङ्गीकार्यः।

সূত্রকৃত—তদপি প্রত্যক্ষমিতি সূত্রয়তি।

পরমেশ্বরের স্বরূপে বিনীনা হয়। অতএব এই বিশ্ব
পারমেশ্বরী শক্তি হইতে ভিন্ন নয়, পারমেশ্বরী শক্তিও
পরমেশ্বর-স্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়। ঐরূপ জীবের
অন্তঃকরণরূপা শক্তিই অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপে অবস্থা-
ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞান হইতে জন্ম-
মৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসার হয়, জ্ঞান হইতে সংসার
নিবৃত্তি ও মুক্তাবস্থার লাভ হয়, এই হেতু সংসার
অজ্ঞানের পরিণামমাত্র, মুক্তাবস্থাও জ্ঞানের রূপান্তর
মাত্র। অজ্ঞান ও জ্ঞান জীবের অন্তঃকরণরূপা
শক্তির অবস্থাভেদমাত্র। অতএব সংসার, মুক্তাবস্থা
অজ্ঞান ও জ্ঞান জীবের অন্তঃকরণরূপা শক্তি
হইতে ভিন্ন নয়। জীবের অন্তঃকরণরূপা শক্তি
জীবের স্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়। অতএব আবার
জীবস্বরূপ পরমেশ্বরশক্তি হওয়ায় জীবগণ পরমেশ
হইতে ভিন্ন নয়। বিশ্বগত সকল শক্তি, সকল-
কার্য্য এবং সশক্তিক জীবসমূহ পরমেশ্বরস্বরূপ হইতে
ভিন্ন নয়। অতএব বেদান্তদর্শনে চিহ্নভাঙ্গক
নিখিল বিশ্বকেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়াছেন ॥৫॥

তথা দর্শনাৎ ॥৬॥

আশ্রিতাশ্রয়ো ভিন্নস্তথাশ্রয়াশ্রিতমভিন্নমিতি
দৃশ্যত এবাত ইদৃক্সিद्ভান্তা অবশ্বং স্বৌকার্য্যাঃ।

মহোদয় ! সমুদ্রমবলোক্য বিচার্য্য তাম্—সমুদ্রস্ত-
রজ্জ্বাद्ভিঘ্যতে, তরঙ্গস্তু সমুদ্রাদভিন্নঃ। প্রতিक्षणं तरङ्गो
जायते लीयते च, तरङ्गेण सह तु न सागरोत्पत्ति-
विनाशौ। अनस्तरज्ज्वात् सागरो नूनं भिन्नः। विद्यमाने
जलधौ तरङ्गसम्भवः, नान्यथा। अतो जलनिधेस्तरङ्गो
न भिद्यते। तथैव पत्नान्महौरुहः पृथगपि पत्नं वृक्षाद-
भिन्नम्। पत्नाणामुद्भववृद्धिक्षयपरिणतिविनाशा भवन्ति,
न तु पत्नेण सह वृक्षाणां तादृक्त्वम्। अतः पर्णाद्बृक्षो-
ऽवश्यमेव भिन्नः। वृक्षेऽसति पर्णानामसङ्गतिर्विनाशे
च विनाशः। तस्मात् पत्नं वृक्षान्न भिद्यते। तथा

নাস্তিক—আশ্রিত হইতে আশ্রয় ভিন্ন অথচ
আশ্রয় হইতে আশ্রিত অভিন্ন; ঐরূপ ব্যাপার
এই বিশ্বমধ্যে দেখা যায় না। অতএব আমরা
এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করি না।

সূত্রকার—তাহাও প্রত্যক্ষে দেখা যাইতেছে,
এই অভিপ্রায়ে সূত্র করিতেছেন।

আশ্রিত হইতে আশ্রয় ভিন্ন, অথচ আশ্রয়
হইতে আশ্রিত অভিন্ন; ইহা দেখা যাইতেছে।
সুতরাং ঐরূপ সিদ্ধান্ত আপনার অবশ্য স্বীকার্য্য।
হে মহোদয় ! আপনি সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত
করুন। বিচার করিয়া দেখুন—তরঙ্গ সমুদ্র ভিন্ন
এবং সমুদ্র হইতে তরঙ্গ অভিন্ন। ক্ষণে ক্ষণে
তরঙ্গের উৎপত্তি হয় ও বিনাশ হয়; কিন্তু তরঙ্গের
সহিত সমুদ্রের উৎপত্তি হয় না, বিনাশও হয় না।
অতএব তরঙ্গ হইতে সমুদ্র অবশ্যই ভিন্ন। যে-
স্থলে সমুদ্র দেখা যায়, সে-স্থানেই তরঙ্গও দেখা
যায়। যে-স্থানে সমুদ্র নাই, সে-স্থানে - তরঙ্গও
থাকে না। সমুদ্র আছে, এইহেতু তরঙ্গ আছে;

দাহিকাশক্ত্যেভেদোঃলাচ্ছাংকশক্তিমদুক্তিতঃ। তথা চ শক্ত্যাবির্ভাবো ন সাতত্যঃ, শক্তিমাংস্তু সর্বদৈব বর্ততে। শক্তিমতো নিয়তাস্তিত্তেঃপি ন শক্তিরনারতমেবাবলোবয়তে। শক্তিমতোঃপ্রদাহিকাশক্ত্যেৰ্ণ পৃথক্, যত্নমির্দাহিকাপি তত্র। নিরগ্নিস্থলং ন দাহিকান্যাপ্যম্। পবনস্য শোষণী, গগনস্যাবকাশিকা, তীয়স্য প্লাবনী, চিত্তেরাধারিকাপি তথৈব বিবেচনৌয়া। তস্মান্মহোদয়! আশ্রিতাশ্রয়স্য ভেদস্তথাশ্রয়াদাশ্রিতস্যাভেদো ভবদ্বিঃ প্রত্যক্ষীভূতঃ ॥৬॥

নাস্তিক্যঃ—অধুনাশ্রিতাশ্রয়ভেদাভেদৌ অসংশয়িতৌ, পরমত্র সন্দেহো যত্ন ভবত্সূত্রেণ দেহান্তঃকরণোভ্যে

এব দৃষ্টঃ। ভবদৌয়ানাং দর্শনশাস্ত্রেণ গৃহীতানি মনোবুদ্ধাদৌনি কিং ন ভবতাঙ্কীকৃতানি ?

সূত্রকৃত—তান্যন্তঃকরণাঙ্কানীতি সূত্রয়তি।

অন্তঃকরণং পঞ্চধা ॥৩॥

মূলপ্রকৃতি - চিত্তাহঙ্কার-বুদ্ধি - মনাসীত্যন্তঃকরণং পঞ্চধা ভিद्यতে। মহাশয়! যদা ভবতো নিখিল-বিধ্যবিস্মৃতির্নাস্তি কোঃপ্যনুভবস্তদা দারুপাষণবৎ কেবলা স্থিতিঃ। ভবদন্তঃকরণশক্ত্যেৰ্ণ ভেদেনৈববিধ-ব্যাপারো জায়তে, সা এব মূলপ্রকৃতিস্চ্যতে। তথৈব ভবতা সুপ্তিসুখমনুভূয়তে। তদ্বন্মূর্চ্ছাশিশোঃপি

সমুদ্র না থাকিলে তরঙ্গও থাকে না। এইহেতু সমুদ্র হইতে ভিন্ন নয়। ঐরূপ মনে করুন—বৃক্ষ হইতে পত্র ভিন্ন নয়, কিন্তু পত্র হইতে বৃক্ষ অবশ্য ভিন্ন। পত্রের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, পরিণাম ও বিনাশ হয়, কিন্তু পত্র সহিত বৃক্ষের এইগুলি হয় না। এইহেতু পত্র হইতে বৃক্ষ অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু যে-স্থানে বৃক্ষ থাকে না, তথায় পত্রও থাকে না। বৃক্ষের বিনাশে পত্রসমূহেরও বিনাশ হয়। এইহেতু বৃক্ষ হইতে পত্রসকল অভিন্ন, ঐরূপ অগ্নিতে যে দাহিকা শক্তি দেখা যায়, সেই দাহিকাশক্তি হইতে অবশ্যই অগ্নি ভিন্ন। নতুবা শক্তি ও শক্তিমান এইরূপ পৃথক্ভুক্তি হইতে পারে না। এবং শক্তির আবির্ভাব সর্বদা হয় না, শক্তিমান সর্বদা আবির্ভূত থাকে। কিন্তু শক্তিমান অগ্নি হইতে শক্তি দাহিকা ভিন্ন নয়। যেহেতু অগ্নি না থাকিলে দাহিকাশক্তি থাকিতে পারে না। যে-স্থানে অগ্নি থাকে সেই স্থানেই দাহিকাশক্তি থাকে, যে-স্থানে অগ্নি থাকে না, সে-স্থলে দাহিকাশক্তিও থাকে না। বায়ুর শোষণীশক্তি, আকাশের অবকাশিকা শক্তি, জলের প্লাবনীশক্তি, পৃথিবীর আধারিকাশক্তি ইত্যাদি স্থলেও

ঐরূপ বিচার কর্তব্য। অতএব মহোদয়! আশ্রিত হইতে যে আশ্রয় ভিন্ন এবং আশ্রয় হইতে যে আশ্রিত অভিন্ন, ইহা আপনি প্রত্যক্ষও দেখিতেছেন ॥৬॥

নাস্তিক্য—আশ্রিত হইতে আশ্রয় ভিন্ন এবং আশ্রয় হইতে আশ্রিত অভিন্ন, এই বিষয়ে আমাদের আর আপত্তি নাই, কিন্তু সংশয় এই যে, আপনার সূত্রে কেবল দেহ এবং অন্তঃকরণ, এই দুই পদার্থের উল্লেখ দেখিলাম। আপনাদিগের দর্শনশাস্ত্রে যে মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতির নাম শ্রবণ করা যায়, সেগুলি কি আপনি স্বীকার করেন না ?

সূত্রকার—মনঃ, বুদ্ধিপ্রভৃতি এই অন্তঃকরণেরই অন্তর্ভুক্ত; ইহা দেখাইয়া সূত্র করিতেছেন।

মূল-প্রকৃতি, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনঃ, অন্তঃকরণের এই পঞ্চপ্রকার ভেদ। হে মহোদয়! আপনার যে কালে সকল বিষয়ের বিস্মরণ হইয়া যায়, আপনি কোন বিষয়েরই অনুভব করিতে পারেন না, কেবল কাষ্ঠ-পাষণবৎ অবস্থান করিয়া থাকেন, আপনার অন্তঃকরণ শক্তির যে ভেদ দ্বারা এইরূপ ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই মূলপ্রকৃতি বলা যায়। অন্তঃকরণের এই মূলপ্রকৃতিরূপ ভেদ দ্বারা

জায়তে। জীবো যদা স্বকর্মণা স্থাবরাদিদেহং লভতে, তদাপি মূলপ্রকৃত্যাম্ভূতস্তিষ্টি। বিশ্বপ্রলয়েऽপি তদংশিন্যাং মহাশক্ত্যামস্য বিলয়ঃ। যদ্যন্তঃকরণ-মেদশক্ত্যা পরমেশঃ সর্বং বিস্মারয়তি, সৈব জীবগতমূল-প্রকৃত্যংশিনী মহাশক্তিঃ।

শক্ত্যা যথা ভবানন্তঃকরণমধ্যে স্বত এব বিষয়াননুभवতি, সান্তঃকরণমেদরূপা শক্তিরেব চিত্তমুচ্যতে। পুনরনুভূতেশ্বমীষু স্থাবরজঙ্গমদেহাকার-বিশেষে ভবতো যঃ ‘অহমীদৃগ্দেহবান্’ ইत्याত্মামিমানো ভবতি শক্ত্যা যথা, সাহঙ্কারায়াং লভতে। তদাত্ম-জ্ঞানাজ্জীকৃতবপুশা ভবতা যথা চ বহির্বিষয়া গৃহ্যন্তে,

ততস্তেষামনুভবস্মরণালোচনাদিকঞ্চ বিধীয়তে, সৈব বুদ্ধিঃ। সংশৌতি-বিপর্যয়-নিশ্চয়পূর্বকমেদাদ্বিষয়গ্রহণং তেধা। শুকৌ রজতং বেত্যনিশ্চয়েন গ্রহণং সংশয়ঃ, শুক্রেবে রজতত্বেন স্বীকারো বিপর্যয়ঃ। শুক্তিরিতি সিদ্ধান্তানন্তরং গ্রহণমেব নিশ্চয়ঃ। প্রোক্তাসু তিস্তৃষু যस्याং বহির্বিষয়াদানং তত্সমালোচনঞ্চ সা জাগ্রদবস্থা। যस्याং বহির্বিষয়গ্রহণং নাস্তি, কেবলং সমালোচনং সা স্বপ্নদশা। যত্র চোভয়াभावঃ সা সুषুপ্তিঃ। সুषুম্নৌ বুদ্ধিঃ মূলপ্রকৃতৌ পরিণতিং লভতে। তস্মাদ্দেশ্যং বুদ্ধিবিহিতা মূলপ্রকৃতিনির্মিতা চ কথ্যতে। অতএব সংশয় বিপর্যয়-নিশ্চয়-পূর্বক-স্মরণ-বিস্মরণাভ্যাং দশালিকस्याনুभवো

আপনি স্মৃপ্তিরূপা নিদ্রার অনুভব করিয়া থাকেন, তৎ এক প্রকার মূর্ছারও অনুভব করেন। যেকালে স্বকর্মাধীন হইয়া জীব বৃক্ষাদি স্থাবরদেহ লাভ করে, সে-কালেও এই শক্তি দ্বারা অভিভূত থাকে। বিশ্বের প্রলয়কালেও এই মূলপ্রকৃতির অংশিনী মহাশক্তিতে জীব বিলীন থাকে। পরমেশ্বর যে অন্তঃকরণভেদরূপা শক্তিদ্বারা সর্ববিস্মরণ করাইতেছেন, সেই শক্তিকেই এই জীবগত মূল-প্রকৃতির অংশিনী মহাশক্তি বলা যায়।

যে-শক্তিবলে আপনি অন্তঃকরণ-মধ্যে স্বতঃই বিষয় সকলের অনুভব করাইয়া থাকেন, সেই অন্তঃকরণভেদরূপা শক্তিকেই চিত্ত বলা হয়। ঐ অনুভবপ্রাপ্ত বিষয় সকলের মধ্যে যে স্থাবরজঙ্গমরূপ দেহাকার বিষয়বিশেষে ‘আমি এই দেহস্বরূপ,’ এইরূপ আপনি আত্মবুদ্ধি করেন, সেই আত্মবুদ্ধি-করণ, অন্তঃকরণগত যে শক্তি বলে হইয়া থাকে, সেই শক্তিকেই অহঙ্কার বলা যায়। ঐ আত্মজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত দেহদ্বারা যে শক্তিবলে বহির্বিষয়গুলি গ্রহণ করেন, এবং তদনন্তর ঐ বিষয় সকলের অনুভব বা স্মরণ কিংবা সমালোচনা করেন, অন্তঃকরণের ঐ শক্তিবিশেষকে বুদ্ধি বলা যায়।

বিষয়গ্রহণ তিনপ্রকারে হয়। সংশয়পূর্বকগ্রহণ, বিপর্যয়পূর্বকগ্রহণ ও নিশ্চয়পূর্বকগ্রহণ। শুক্তি দেখিয়া ইহা শুক্তি কি রজত? এইরূপ অনিশ্চিতভাবে গ্রহণকে সংশয়পূর্বক গ্রহণ বলা যায়। শুক্তি দেখিয়া তাহাকে রজতরূপে গ্রহণকে বিপর্যয়পূর্বক গ্রহণ বলা যায়। শুক্তি দেখিয়া ইহা নিশ্চয় শুক্তি, এইরূপ গ্রহণকে নিশ্চয়পূর্বক গ্রহণ বলা হইয়া থাকে। উক্ত ত্রিবিধ গ্রহণের মধ্যে বহির্বিষয়গ্রহণ এবং বিষয়-সমালোচন যে অবস্থাতে হয়, ঐ অবস্থাকে জাগ্রদবস্থা বলে। যে অবস্থাতে বহির্বিষয়ের গ্রহণ হয় না, কেবল গৃহীত বিষয়ের সমালোচন হইয়া থাকে, সেই অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। যে অবস্থাতে বহির্বিষয় গ্রহণ হয় না এবং বিষয়ের সমালোচনাও হয় না, সেই অবস্থাই স্মৃপ্ত্যবস্থা। এই শেষোক্ত অবস্থাতে বুদ্ধি মূলপ্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অতএব এই অবস্থাকে বুদ্ধিকৃতা এবং মূলপ্রকৃতিকৃতা বলা যায়। অতএব সংশয়বিপর্যয়-নিশ্চয়পূর্বক স্মরণ ও বিস্মরণরূপ অবস্থাত্রয়ের অনুভব অন্তঃকরণগত যে শক্তির বলে ঘটে, ঐ শক্তিকে বুদ্ধি বলা যায়। ‘আমি এইরূপ করিব’

যযান্তঃকরণশক্তিঃ সম্পাদ্যতে সা বুদ্ধিঃ। ইদং করিষ্য
ইতি বিষয়গ্রহণেচ্ছা সঙ্কল্পঃ, এবং করিষ্য অন্যত্বা
কিঞ্চিদিতি বিকল্পঃ, ইত্যন্তঃকরণস্থিতা যযা শক্ত্যা
এতৌ সংকল্পবিকল্পৌ ভবতঃ সা শক্তিঃ মনঃ সংজায়তে।
অতোऽন্তঃকরণং মূলপ্রকৃত্যাভিভেদেন পञ্চবিধম্ ॥৩৥

নাস্তিকঃ—শ্রুয়ন্তে ভবচ্ছাস্ত্রেণ জ্ঞানকর্মেन्द्रিয়াণি,
অপৌমানি ভবতাঙ্কৌকৃতানি, ন বা ?

সূত্রকারঃ—তান্যন্তঃকরণাঙ্কানৌতি সূত্রয়তি।

তদন্তর্ভূতানি জ্ঞানকর্মেन्द्रিয়াণি ॥৮॥

শাস্ত্রোক্তানি শ্রোতব্ধক্চক্ষুর্জিহ্বানাসারূপাণি জ্ঞানে-
न्द्रিয়াণি তথা বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থরূপাণি কর্মে-
न्द्रিয়াণি তদন্তঃকরণবর্ত্তন্যেব।

মহোদয়, জীবশ্রুতেন দেহাকারবিষয়মনুষ্যাহঙ্কারেণ
তদেহমাत्मত্বেনাঙ্কৌকরোতি। তাহংদেহাভিমানবাঁস্ততো
বহির্বর্ত্তিনঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্ মনসা জিঘৃৎসুর্বুদ্ধ্যা-
ত্মসাদ্বিধতে। বুদ্ধিরেকাপি গ্রাহ্যবিষয়ভেদাৎ পञ্চধা
প্রকাশতে। বৃদ্ধেঃ শব্দগ্রহণশক্তিঃ শ্রোত্রেन्द्रিয়ম্,
দেহস্থকর্ণভাগৌ তদধিষ্ঠানম্। স্পর্শগ্রাহিকা শক্তিঃ স্তব-
গিन्द्रিয়ম্, চর্ম্ম তদধিষ্ঠানম্। রূপগ্রাহিণী শক্তি-
লোচনেन्द्रিয়ম্, চক্ষুস্তদধিষ্ঠানম্। রসগ্রাহিকা
শক্তিঃ রসেন্দ্রিয়ম্, জিহ্বা তদধিকরণম্। গন্ধগ্রাহিণী
শক্তিঃ শ্রোত্রেन्द्रিয়ম্, নাসা তদধিষ্ঠানম্। অতো
বুদ্ধিরেকৈব শক্তিভেদাৎ জ্ঞানেन्द्रিয়পञ্চকত্বেন ভাতি।
জ্ঞানেन्द्रিয়াণি বিবৃতানি। অথ কর্মেन्द्रিয়াণি। শরীর-
ন্তর্গতব্যানবায়ুং প্রেরয়ন্তৌ বুদ্ধিস্তদ্বাৱেণ পञ্চবিধানি

এই প্রকার বিষয়গ্রহণেচ্ছারূপ সঙ্কল্প এবং ‘আমি
এইরূপ করিব, কি অন্যরূপ করিব’ ইত্যাকার
ইচ্ছারূপ বিকল্প, অন্তঃকরণগত যে শক্তি বলে
হইয়া থাকে, সেই শক্তিকে মন বলা যায়। অতএব
হে মহোদয়! একমাত্র অন্তঃকরণই চিত্ত-প্রভৃতি
ভেদে পঞ্চ প্রকার হয় ॥৭॥

নাস্তিক—আরও আপনার শাস্ত্রে জ্ঞানেन्द्रিয়
ও কর্মেन्द्रিয়ার উল্লেখ শ্রবণ করা যায়, তাহা
আপনার স্বীকৃত কিনা?

সূত্রকার—জ্ঞানেन्द्रিয় ও কর্মেन्द्रিয়, উভয়ই
এই অন্তঃকরণের অন্তর্ভুক্ত; অতএব সূত্র—

আমাদের শাস্ত্রে শ্রোত্র, ত্বক্ চক্ষু, জিহ্বা, ভ্রূণ
নামক পঞ্চ জ্ঞানেन्द्रিয়ার এবং বাক্, পাণি, পাদ,
পায়ু, উপস্থ নামক কর্মেन्द्रিয়ার উল্লেখ আছে।
তদুভয়ই উক্ত অন্তঃকরণের অন্তর্ভুক্ত। হে মহোদয়!
জীব চিত্ত দ্বারা দেহাকার বিষয়ের অনুভব করিয়া
অহঙ্কার দ্বারা ঐ দেহকে আত্মরূপে স্বীকার করে।
ঐরূপ দেহাভিমানী হইয়া উক্তদেহের বহিঃপ্রদেশে
বিদ্যমান শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ

বিষয়কে মন দ্বারা গ্রহণেচ্ছা-পূর্বক বুদ্ধিদ্বারা
আত্মসাৎ করে। সেই বুদ্ধি এক হইলেও পঞ্চ
বিষয়ের গ্রহণহেতু পঞ্চভাগে বিভক্ত হয়। বুদ্ধি
যে শক্তিবলে শব্দ গ্রহণ করে ঐ শক্তি শ্রোত্রেन्द्रিয়,
এবং শরীরের কর্ণরূপ বিভাগ এই ইন্দ্রিয়ার
অধিষ্ঠান। যে শক্তিবলে স্পর্শ গ্রহণ করে, তাহা
স্তবগিन्द्रিয়, চর্ম্ম তাহার অধিষ্ঠান। যে শক্তিবলে রূপ
গ্রহণ করে, তাহা চক্ষুরিन्द्रিয়, নেত্র তাহার অধিষ্ঠান।
যে শক্তি দ্বারা রস গ্রহণ করে, তাহা রসেন্দ্রিয়।
জিহ্বা তাহার অধিষ্ঠান। যে শক্তি দ্বারা গন্ধ
গ্রহণ করে, তাহা শ্রোত্রেन्द्रিয়, নাসিকা তাহার
অধিষ্ঠান। অতএব একমাত্র বুদ্ধিই শক্তিভেদে পঞ্চ
জ্ঞানেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় বর্ণিত হইল,
এক্ষণে কর্মেन्द्रিয় বিবৃত হইতেছে। বুদ্ধি শরীরমধ্যগত
ব্যান নামক বায়ুকে প্রেরণ করে। ঐ ব্যান বায়ু
শরীর মধ্যে পঞ্চবিধ ক্রিয়ার নির্বাহ করিয়া থাকে।
ব্যানবায়ুর আকৃষ্ট ও প্রসারণদ্বারা এক এক
ক্রিয়া-নির্বাহিকা শক্তিকে এক এক কর্মেन्द्रিয় বলা
হয়। কর্মেन्द्रিয় পাঁচটি; যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু

কর্মাণি সাধয়তি। ব্যানস্যাশ্বনপ্রসারণাভ্যামেকৈকা
কার্যনির্বাহিকা শক্তিরেব কর্মেন্দ্রিয়তয়াখ্যায়তে। বাক্-
পাণি-পাদ-পায়ুপস্থনামভ্যাজি তানি পঞ্চ। কণ্ঠনালি-
কাস্থবাগ্যন্থস্যাশ্বন-প্রসারণাভ্যাম্। বর্ণসমুচ্চয়-
রূপাণাং বাক্যানাং ব্যজ্জিকা শক্তির্বাগিন্দ্রিয়ম্।
অধিষ্ঠানবিশেষয়োরাশ্বনপ্রসারণাভ্যাম্। গ্রহণনির্বাহিকা
শক্তিঃ পাণৌন্দ্রিয়ম্। তথৈবাধিষ্ঠানবিশেষয়োরাশ্বন-
প্রসারণাভ্যাম্। গমনসম্পাদিকা শক্তিঃ পাদেন্দ্রিয়ম্।
প্রণালিকাশ্বনপ্রসারণাভ্যাম্। পুরীষোৎসর্জনকারিণী
শক্তিঃ পায়্বিন্দ্রিয়ম্। এতং স্বাধিষ্ঠানবিশেষস্যাশ্বন-
প্রসারণাভ্যাম্। মূত্রশুক্ৰত্যাজিকা শক্তিঃ পস্থেন্দ্রিয়ম্।
যতো বুদ্ধিপ্রেম্যমাণাঃ প্রাণাঃ কর্মপঞ্চকনির্বাহিকাस्तর্হি
কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি বুদ্ধেরন্তঃকরণস্য বান্ধবভূতানি ॥৮॥

নাস্তিকঃ—এতে জ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয়া মবচ্ছাস্থখ্যাতানি
পঞ্চ মহাভূতানি চ কথং ত্বয়া ন সূত্রিতানি ?

সূত্রকৃত—দেহা-তমূতানি তানীতি সূত্রয়তি।

দেহান্তর্গতানি স্থূলসূক্ষ্মভূতানি ॥৯॥

ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্রোমানি পঞ্চ স্থূলভূতানি মহা-
ভূতাভিধেয়ানি, তথা গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দাশ্চ সূক্ষ্ম-
ভূতানি তন্মাত্রাখ্যানি চ দেহান্তর্গতানি। তত্রাস্থি-
চর্মাদৌনি কঠিনবস্তূনি ক্ষিত্যংশাঃ, শোণিতশ্লেষ্মাঘা-
স্তরলাংশা জলীয়াঃ, পিত্তজাঠরতাপাদুর্গুণপদার্থা অন-
লাংশাঃ, দৃশ্যমানানি বলরূপাণি মরুদংশাঃ। বায়ুরপি
দশভিন্ভামভিবিখ্যাতো দশবিধানি কর্মমাণি সম্পা-
দয়তি। নাসারন্ধ্রেণ বহির্গমনশীলো বায়ুঃ প্রাণঃ,

ও উপস্থ। যে শক্তিবলে কণ্ঠনালিকাস্থিত বাগ্যন্ত্রের
আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা বর্ণসমষ্টিরূপ বাক্যের উৎপত্তি
হয়, ঐ শক্তিকে বাগিন্দ্রিয় বলে। যে শক্তিবলে
অধিষ্ঠানরূপ হস্তদ্বয়ের আকুঞ্চন ও প্রসারণদ্বারা
গ্রহণ ক্রিয়ার নির্বাহ হয়, সেই শক্তি পাণিন্দ্রিয়;
যে শক্তিবলে অধিষ্ঠানরূপ পাদদ্বয়ের আকুঞ্চন ও
প্রসারণ দ্বারা গমন ক্রিয়া নির্বাহিত হয়, তাহা
পাদেন্দ্রিয়; যে শক্তিবলে মলনির্গমন-প্রণালিকার
আকুঞ্চন ও প্রসারণদ্বারা মলত্যাগরূপ ব্যাপার নিষ্পন্ন
হয়, সেই শক্তি পায়ু নামক ইন্দ্রিয়; এবং যে শক্তি
বলে মূত্র ও শুক্রের নির্গমদ্বারের আকুঞ্চন ও
প্রসারণ দ্বারা মূত্র ও শুক্রের ত্যাগ হয়, তাহাকে
উপস্থেন্দ্রিয় বলা হয়। অতএব যেহেতু বুদ্ধিই
প্রাণকে প্রেরণ করিয়া তদ্বারা এই পঞ্চবিধ
কার্য নির্বাহিত করিয়া থাকে, সেইহেতু পঞ্চকর্মে-
ন্দ্রিয়ও ঐ বুদ্ধির বা অন্তঃকরণেরই অন্তর্ভূত
হয় ॥৮॥

নাস্তিক—এই যে জ্ঞানেন্দ্রিয়প্রসঙ্গে পঞ্চ-
বিষয়ের উল্লেখ হইল এবং আপনার শাস্ত্রে যে

পঞ্চ মহাভূতের নাম উক্ত আছে, এই সকলেরও
উল্লেখ আপনার সূত্রে নাই কেন ?

সূত্রকার—পঞ্চমহাভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র ঐ
দেহেরই অন্তর্ভূত, এই অভিপ্রায়ে সূত্র করিতেছেন।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই
পঞ্চ স্থূলভূত বা মহাভূত এবং গন্ধ, রস, রূপ,
স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র উক্ত
দেহেরই মধ্যগত। হে মহোদয়! এই দেহমধ্যে
অস্থি, চর্ম প্রভৃতি যে-সকল কঠিন পদার্থ দেখা
যায় সেইগুলি পৃথিবীর অংশ; রক্ত, শ্লেষ্মা প্রভৃতি
যে-সকল তরল বস্তু দৃষ্ট হয়, তাহা জলের অংশ;
শরীর মধ্যে পিত্ত, জাঠরাগ্নিরূপে যে সকল উষ্ণ
পদার্থ অনুভূত হয় সেগুলি অগ্নির অংশ; যাহা
বলস্বরূপ দেখা যায়, তাহা বায়ুর অংশ এবং
দেহান্তর্গত অবকাশসমূহ আকাশের অংশ।

বায়ু এই দেহমধ্যে দশ নামে খ্যাত হইয়া
দশবিধ কার্য সম্পাদন করিতেছে।—যে বায়ু
নাসারন্ধ্র দিয়া বাহিরে গমন করে, তাহার নাম
প্রাণ, যে বায়ু নাসাবিবর দ্বারা অভ্যন্তরে গমন

অন্তর্গামী যো বায়ুঃ পায়ুদ্বারা বহিরেতি সোঃপানঃ, হস্তপদাদৌনামাকুশ্চনপ্রসারণকারকো বায়ুর্ব্যানঃ। এষ এব পশ্চকর্মেন্দ্রিয়রূপধৃক্। মুক্তদ্রব্যানাং জঠরে প্রেরয়িতা উদানঃ। বায়ুনা যেনোদরগতানাং সারাংশ-রসানাং চর্মরক্তমাংসাস্থিমেদমজ্জাশুক্রাদিরূপেণ পরিণতি-স্তেপাং বৃদ্ধিশ্চ ক্রিয়তে, স সমান উচ্যতে। উদগিরণ-কৃত্তায়ুর্নাগনামা, উন্মোলননিমীলনসম্পাদকো বায়ুঃ কূর্মাক্ষ্যঃ, ক্রুতকৃত্ত ক্রুতরাভিধঃ, জৃম্ভণসাধকো দেবদন্ত-স্তথা মৃতদেহাত্ম্যগৌ বায়ুর্ধনজয়শাব্দিভূতঃ। প্রাণাপানৌ তেষামধ্যস্থৌ। দেহান্তর্বর্তিচ্ছিদ্ৰাণি ব্যোমাংশাঃ। एवं ভূতপশ্চকং দেহান্তর্গতম্। তদ্ভূতগুণাস্তন্মাত্রাণি চ দেহগতানি। কণোন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ শব্দঃ, ত্বচা গ্রাহ্যঃ স্পর্শঃ, লোচননেত্র্যং রূপম্, রসনাস্বাদো রসঃ, ঘ্রাণগ্রহণৌযশ্চ

গন্ধ উচ্যত। এক এব শব্দ আকাশস্য, শব্দ-স্পর্শৌ দ্বৌ মরুতঃ, শব্দস্পর্শরূপাণি তেজসঃ, শব্দস্পর্শ-রূপরসা জলস্য, শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ ভুবো গুণাঃ। এতানি দশ স্থূলসূক্ষ্মভূতানি দেহান্তর্বর্তিন্যেব ॥৭॥

নাস্তিকঃ—ভবতুপত্তাঃ শাস্ত্রজ্ঞা মায়াস্বাখ্যা-ভাগবত্যাঃ শাক্তেঃ প্রকৃতের্ভেদান্ পশ্চবিশতিং বদন্তি। কিম্ভূতানি তানি? আপে চ ভবচ্ছাস্ত্রাণামপ্যনৈক্যং দৃশ্যতে। অতএব তত্র সত্যাসত্যयोर्নির্ণয়ো দুঃশকঃ।

সূত্রকারঃ—পশ্চবিশতির্ভেদা এব প্রকৃतेरिति সূত্রয়তি।

এবং পশ্চবিশতিঃ ॥১০॥

পারমেশ্বা মায়াস্ব্যপ্রকৃতের্ভেদা এব মূলপ্রকৃতি-চিন্তা-হঙ্কার-বুদ্ধি-মনঃ-শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-জিহ্বা-ঘ্রাণ-বাক্-পাণি

করে এবং মলবার পথে বাহিরে গমন করে, তাহার নাম অপান। যে বায়ুর সাহায্যে হস্তপদাদির আকুঞ্চনও প্রসারণ সম্পাদিত হয়, তাহা ব্যান। ঐ ব্যান বায়ুই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়রূপ ধারণ করে। যে বায়ুর সাহায্যে ভুক্ত অন্ন প্রভৃতি উদরগত হয়, তাহার নাম উদান এবং যে বায়ুর বলে ঐ উদরগত অন্নাতির সারাংশ রস, রক্ত, চর্ম, মাংস, মেদ, অস্থি মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্ত ধাতুতে প্রবেশ করিয়া এই সকলের বৃদ্ধি করে, তাহাকে সমান বলা যায়। যে বায়ুর সাহায্যে উদগার উঠে তাহার নাম নাগ; যাহার সাহায্যে উন্মীলন ও নিমীলন হয়, তাহার নাম কূর্ম; যাহা দ্বারা হাঁচি হয়, তাহা ক্রকর; যাহা দ্বারা জৃম্ভণ হয়, তাহা দেবদন্ত এবং যে বায়ু মৃতশরীরকেও পরিত্যাগ করে না, তাহাকে ধনঞ্জয় বলে।

এই দশবিধ বায়ু মধ্যে প্রাণ ও অপানই অধ্যক্ষস্বরূপ হইয়া থাকে। এই প্রকারে এই দেহ-মধ্যে পঞ্চ মহাভূত বিद्यমান এবং পঞ্চ স্থূলভূতের গুণরূপে পঞ্চ তন্মাত্রাও দেহমধ্যগত হইয়া থাকে।

যে বস্তু কণোন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহাকে শব্দ বলা যায়; ঐরূপে যাহা জগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহা স্পর্শ; যাহা নেত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা রূপ; যাহা রসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা রস এবং যে-পদার্থ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাকে গন্ধ বলা হয়। আকাশের একমাত্র গুণ—শব্দ। বায়ুর দুইগুণ—শব্দ ও স্পর্শ। অগ্নির তিন গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। জলের চারিগুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। পৃথিবীর পঞ্চগুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। অতএব হে মহোদয়, পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র দেহমধ্যেই বিद्यমান আছে ॥৯॥

নাস্তিক—আপনাদের শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পারমে-শ্বরী শক্তি মায়াখ্যা প্রকৃতির ভেদ পঞ্চবিশতি প্রকার বলিয়াছেন, তাহা কি প্রকার? আবার আপনাদিগের শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে সত্য বা মিথ্যার নির্ণয় দুষ্কর।

সূত্রকার—উক্ত পঞ্চবিশতি ভেদই প্রকৃতির হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়ে সূত্র করিতেছেন।

পারমেশ্বরী শক্তি মায়াখ্যা প্রকৃতির ভেদ পূর্বোক্ত মূলপ্রকৃতি, চিন্তা, অহংকার, বুদ্ধি, মনঃ,

পাদ-পায়ু-পৃষ্ঠ-শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধা-কাশ-বায়ু-প্র-
জল-ত্রিতিরুপা: পঞ্চবিংশতি: । আদৌ পারমেশ্বরী
প্রকৃতি গ্রাহক-গ্রাহ্যভেদাদ্বিধা । গ্রাহকৌ দ্বৌ, অন্তঃকরণং
বাহ্যকরণং চ । অন্তঃকরণং পঞ্চধা, মূলপ্রকৃতি-চিত্তা-
হৃদ্ধার-বুদ্ধি-মনাসি । বাহ্যকরণং জ্ঞান-কর্মভেদাদ্বিধা ।
জ্ঞানেन्द्रিয়াণি পঞ্চ, শ্রোত-ত্বক্-চক্ষু-জিহ্বা-গ্রাণানি ।
তথৈব কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-পৃষ্ঠা: ।
গ্রাহ্যমাণি প্রথমত: দ্বিধা, স্থূলানি সূক্ষমাণি চ ।
স্থূলানি মহাভূতানি পঞ্চ, ব্যোম-মহদ-প্র-বারি-
দ্বিতয়: । সূক্ষমাণি তন্মাত্রাণি চ পঞ্চ, শব্দ-স্পর্শ-
রূপ-রস-গন্ধা: । एवं সা পঞ্চবিংশতি ভেদানাপ্রোতি ।

প্রলয়ে সজীবং বিশ্বং নিখিলং মূলপ্রকৃতৌ বিলীনং
তিষ্ঠতি । তথা শক্ত্যা পরমেশো জীবান্ সর্ব-
বিষ্ণুয়তি, জীবা अपि विष्णुतारितृणति । सा
पारमेशी शक्तिस्त्रिगुणात्मिका । सत्त्व-रजस्तमांसौति
गुणत्रयम् । त्रिगुणसाम्यात् प्रलय: । रजस आधिक्ये
सर्ग: , सत्त्वाधिक्ये स्थितिस्तथा तमस आधिक्ये संहार: ।
फलतो यावद्विश्वसज्जनेच्छापूर्वकं भगवद्भयानं तावत्
सृष्टिर्भवति, सृष्टानां यावत्पर्यन्तं पोषणं तावत्
स्थिति:, अथ तेषां तच्चित्तादन्तर्धाने च संहति: ।
अत्यन्तविष्णुतौ च प्रलय: ।

आदित: सर्गारम्भे भगवच्चित्ते विश्वसज्जनेच्छा जायते,

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, গ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ,
পায়ু, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আকাশ
বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী ।

প্রথমতঃ পারমেশ্বরী প্রকৃতি দুইটি ভেদ প্রাপ্ত
হয় ; যথা—গ্রাহক ও গ্রাহ্য । গ্রাহক বিবিধ—অন্তঃ-
করণ ও বহিঃকরণ । অন্তঃকরণ পঞ্চবিধ—মূলপ্রকৃতি,
চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মনঃ । বহিঃকরণও দুই-
প্রকার—জ্ঞানেन्द्रিয় ও কর্মেন্দ্রিয় । জ্ঞানেन्द्रিয়
পঞ্চ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও গ্রাণ । কর্মেন্দ্রিয়
পঞ্চ—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ । গ্রাহ্যও
বিবিধ—স্থূল ও সূক্ষম । স্থূলগ্রাহ্যই মহাভূত এবং
সূক্ষ্মগ্রাহ্য তন্মাত্র । মহাভূত পাঁচটি—আকাশ, বায়ু,
অগ্নি, জল ও পৃথিবী । তন্মাত্র পাঁচটি—শব্দ, স্পর্শ,
রূপ, রস ও গন্ধ । এই প্রকারে পারমেশ্বরী শক্তি
প্রকৃতিই পঞ্চবিংশতি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে ।

প্রলয়কালে উক্ত মূল প্রকৃতিতে সমগ্র বিশ্ব
ও সকল জীব বিলীন হয় । উক্ত শক্তিদ্বারা
পরমেশ্বর জীবগণের সর্ববিস্মরণ ঘটাইয়া থাকেন,
জীবগণও সর্ববিষয় বিস্মৃত হয় । পারমেশ্বরী
প্রকৃতি ত্রিবিধগুণে বিভক্ত—নব, রজঃ ও তমঃ ।
যে কালে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, সেই কালে প্রলয় ।

রজোগুণের আধিক্যে সৃষ্টি, মহোগুণের আধিক্যে
সৃষ্ট বিষয় সকলের পালন এবং তমোগুণের আধিক্যে
বিষয় সমূহের সংহার হয় । আবার ত্রিগুণের
সাম্যে প্রলয় হয় । ফলতঃ যে-কালে পরমেশ্বর বিশ্ব-
গত বিষয়সমূহের উদ্ভাবনেচ্ছাপূর্বক ধ্যান করেন,
সেইকালে সৃষ্টি হয় ; যে-কাল পর্য্যন্ত উক্তবিষয়
সকলকে সৃষ্টি মধ্য সংস্থাপিত রাখেন, সেইকাল
পর্য্যন্ত পালন হয় ; আবার যে-কালে, উক্ত বিষয়
সকল সৃষ্টি মধ্য অন্তর্হিত অর্থাৎ বিস্মৃতবৎ হয়,
সেইকালে সংহার হয় । অত্যন্ত বিস্মৃতবৎ হইলে
প্রলয় হইয়া থাকে ।

সৃষ্টির আরম্ভে পরমেশ্বরের চিত্তমধ্যে অগ্রে
বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশিত হয় । এই ইচ্ছাকেই
মহত্ত্ব বলা যায় । পরে সৃষ্টির বিষয় এইরূপ করা
উচিত, ইত্যাকার বিচারের উদয় হয়, ঐ বিচারকে
সূত্র বলা হয় । পরমেশ্বরের চিত্ত মহত্ত্ব ও সূত্ররূপে
দ্বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হয় । উক্ত প্রকারে উদ্ভাবনেচ্ছা
এবং উদ্ভাবনের পরে উদ্ভাবিত বিশ্বাকারে আমি
এইরূপ ইত্যাকার অহংভাবের উদয় হয়, ইহাকেই
অহঙ্কার বলা যায় । ঐ অহঙ্কার ত্রিবিধ—সাদৃশ্য, রাজস
ও তামস । পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিমাত্রী দেবগণেরও

তদেব মহত্ত্বম্। ততস্তদ্বিষয়কো বিচারঃ সমুদেতি, তত্ সূত্রমুচ্যতে। एवं तच्चित्तं द्विभेदं प्राप्नोति, महत्तत्त्वं सूत्रञ्च। तथोद्भावेनेच्छा तदनन्तरञ्च 'अहमौह' इत्यहमात्मिका भावना उदेति, स एवाहङ्कारः। स विधा, सात्त्विक-রাজস তামসভেদাত। পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বাভিমানিষু দেবেষু মনাসি চাহঙ্কারঃ সাচ্চিকঃ। বুদ্ধি-প্রাণ-জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়েষ্বহঙ্কারো রাজসঃ। তন্মাত্রেষু মহামূতেষু চাহঙ্কারস্তামসঃ। অহঙ্কারোত্পত্যনন্তরমনু-প্ৰবলব্ধবিশ্বমিদং পরমেশ্বরূপাদ্ব্যাক্তমুদ্ভাসিতুং সমর্থং স্যাৎ।

তামসাহঙ্কারাচ্ছব্দো জায়তে, স স্থূলত্বং মজ্জনা-কাশো भवति। अत आकाशगुणत्वे शब्दास्तित्वम्। शब्दात् स्पर्शोत्पत्तिः, शब्द-स्पर्शाकाशानां मेलनात्तडि-च्छक्तिरूपस्य वायोरुद्भवः। स्पर्शाद्रूपस्य सम्भूतिः। शब्द-

स्पर्श-रूप-वायूनां सङ्घाताद्वैदुताग्निः। ततोऽस्मत्सेव्यः समीरणस्तप्तजलीयवाष्पवान्, व्यवहार्यान्लोऽपि तादृगेव। रूपाद्रसः सञ्जायते। शब्द-स्पर्श-रूप-रस-वह्नीनां मेलनेन वारिसमुद्भूतिः। रसाद्गन्धो भवति। शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-जलानां संमिश्रणात् चित्तिरुद्भवति। तस्माद-निले गुणानां द्वयम्, अनले त्रयम्, अप्सु चतुष्टयम्, पृথ्वाञ्च पञ्चकं विद्यते।

তন্মাত্রেষু মহামূতেষু চ দেহাकारेण परिणमत्सु तत्र जीवात्मान्तःकरणैर्ज्ञानकर्मेन्द्रियैश्च सार्द्धं प्रवेशं लभते, परमात्मापि तत्त्वाभिमानिभिर्देवैः सह प्रविशति। यतः सृष्टितः प्राक् परमेशचित्ते व्यष्टिरूपेण जीवचित्तं तदहङ्कारे च जीवाहङ्कारो विराजते। तत्त्व-पञ्चविंशतिः जीवानां कोषपञ्चकदेहत्यरूपेण विभक्ता तिष्ठति। महाभूतानि तन्मात्राणि च अन्नमयकोषः,

মনে যে অহঙ্কার, তাহা সাত্ত্বিক; বুদ্ধি, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চকে যে অহঙ্কার, তাহা রাজস এবং পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চ মহাভূতে যে অহঙ্কার, তাহা তামস কথিত হয়। অহঙ্কারের উৎপত্তির পরে অনুভবপ্রাপ্ত এই বিশ্ব পরমেশ্বরস্বরূপ হইতে ব্যক্তরূপে উদ্ভাসিত হইতে সমর্থ হয়। তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়; শব্দ স্থূল-ভাব প্রাপ্ত হইয়া আকাশে পরিণত হয়। অতএব আকাশে গুণরূপে শব্দ বিद्यমান থাকে। শব্দ হইতে স্পর্শের উৎপত্তি; পরে শব্দ, স্পর্শ ও আকাশ মিলিত হইয়া বৈদ্যুতিক শক্তিরূপ বায়ুর উৎপত্তি হয়। পরে স্পর্শ হইতে রূপের উদ্ভব হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও বৈদ্যুতিকশক্তিরূপ বায়ু একত্র মিলিত হইয়া বৈদ্যুতিক অগ্নির উদগম হয়। সেই-হেতু অম্মাদির সেব্য বায়ু উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প মিশ্রিত এবং ব্যবহার্য অগ্নিও বাষ্প-মিশ্রিত। রূপ হইতে রসের জন্ম; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও অগ্নি একত্র মিলিত হইয়া জলের উৎপত্তি

হয়। রস হইতে গন্ধের উদ্ভব; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। পূর্বেবাক্ত কারণে বায়ুতে দুইগুণ, অগ্নিতে তিন গুণ, জলে চারি গুণ ও পৃথিবীতে পাঁচ গুণ বিদ্যমান থাকে।

এই পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত দেহাकारे परिणत হইলেই পঞ্চবিধ অন্তঃকরণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত জীবাত্মা তাহাতে প্রবেশ করে এবং তত্ত্বাভিমানী দেবগণের সহিত পরমাত্মাও প্রবেশ করেন। যেহেতু সৃষ্টিকালে পরমেশ্বরের চিত্ত মধ্যে ব্যষ্টিরূপে জীবগণের চিত্ত এবং অহঙ্কারের মধ্যে ব্যষ্টিরূপে জীবগণের অহঙ্কার বিদ্যমান থাকে।

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব জীবগণের পঞ্চকোষ এবং দেহত্রয়রূপে বিভক্ত হয়। পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র অন্নময় কোষ নামে খ্যাত। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণ প্রাণময়কোষ, পঞ্চ জ্ঞানে-ন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি ও মন মনোময়কোষ, চিত্ত ও অহঙ্কার বিজ্ঞানময়কোষ এবং প্রকৃতি আনন্দময়-

সপ্রাণকর্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণময়কোষঃ, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধি-
মনসৌ চ মনোময়কোষঃ, চিত্তাহংকারৌ বিজ্ঞানময়কোষঃ।
প্রকৃতিরেবানন্দময়কোষঃ। অন্নপ্রাণময়কোষৌ স্থূলদেহঃ,
মনোবিজ্ঞানময়কোষৌ লিঙ্গদেহঃ, আনন্দময়কোষশ্চ
কারণদেহ উচ্যতে।

জীবশরীর্যাণি স্থাবর-জঙ্গমমেদাতৃ দ্বিধা। জঙ্গম-
জীবাস্তিপ্রকারাঃ—জরায়ুজাঃ, অণ্ডজাঃ, স্বেদজা
ইতি। নিখিলং বিশ্বমেব পারমেশশরীরম্। তর্হি
জীবানাং সমগ্রীভূতা বুদ্ধির্মনোজ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণি
পারমেশ্বর এব। দেহাকারতয়া পরিণতানি জীবশরীরা-
ধারত্বে ব্যবহার্য্যাণি মহাভূতানি চতুর্দশভুবনৈঃ সহ
ব্রহ্মাণ্ডানি চ পারমেশ্বরতনুস্থানীযানি, যতশ্চতুর্দশমি-

ভুবনৈঃ সহ কৃতানি ব্রহ্মাণ্ডানি তন্মাতা কার্যমহাভূতা-
দি-রচিতানি। ব্রহ্মাণ্ডাদীনাং বিস্তারোঃ প্রোক্তব্যতে। অধুনা
প্রলয়প্রকারো ব্যর্থ্যতে। সর্গব্যুৎক্রমেণ প্রলয়ব্যবস্থা।
নিবৃत्তে তামসাহংকারে গন্ধগুণান্তর্ধানে চিত্তির্জলত্বে
পরিণম্যতে। জলস্য রসগুণনাশে তদপি বহ্নিত্বং,
অনলস্য রূপগুণসংহতৌ স বায়ুত্বং, মরুতঃ স্পর্শ-
গুণবিলয়ে স আকাশত্বং তথা গগনস্ত্যপি শব্দগুণে
বিনষ্টে তদপি পারমেশতামসাহংকারত্বং গচ্ছতি। রাজসা-
হংকারে বিলীনে বুদ্ধিপ্রাণজ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণি তত্বেব রাজ-
সাহংকরণশক্তৌ লয়ং প্রাপ্নুবন্তি। সাত্ত্বিকাংকারনিবৃत्তৌ
মনো দেবশ্চ তত্র সাত্ত্বিকাংকরণশক্তৌ প্রবেশং লভন্তে।
ততোহহংকারবিকং চিত্তে, চিত্তশ্চ মূলপ্রকৃতৌ বিলীনং

কোষ নামে অভিহিত। অন্নময় ও প্রাণময় কোষকে
স্থূলদেহ, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষকে লিঙ্গদেহ
এবং আনন্দময়কোষকে কারণদেহ নাম দেওয়া হয়।

সমস্ত জীবদেহ স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ।
জঙ্গমদেহও জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজরূপে ত্রিবিধ।
সমগ্র বিশ্ব পরমেশ্বরের দেহ। অতএব জীবসকলের
সমষ্টি-বুদ্ধি পরমেশ্বরের বুদ্ধিস্থানীয়; জীবগণের
সমষ্টি মন পরমেশ্বরের মনস্থানীয়; জীবগণের সমষ্টি
জ্ঞানেন্দ্রিয় পরমেশ্বরের জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং জীবগণের
সমষ্টি কর্মেন্দ্রিয় পরমেশ্বরের কর্মেন্দ্রিয় হইয়া থাকে।
দেহাকারে অপরিণত জীবদেহের আধারাদিরূপে
ব্যবহার্য্য মহাভূতসকল ও চতুর্দশ ভুবনসহ ব্রহ্মাণ্ড-
সকলও পরমেশ্বরের দেহস্থানীয় হয়। যেহেতু
চতুর্দশ ভুবনের সহিত ব্রহ্মাণ্ডকুলও মায়াক্রিয়া
মহাভূতাদিরচিত। ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতির বিস্তারের বর্ণন
পরে হইবে, এক্ষণে প্রলয়প্রকার বর্ণিত হইতেছে।
যে প্রকারে সৃষ্টি হয়, তাহার বিপরীতক্রমে প্রলয়
হয়। তামসাহংকার নিবৃত্ত হইলে পৃথিবীর গন্ধগুণ
অন্তর্হিত হয় এবং পৃথিবী জলে পরিণত হয়।
পরে জলের রসগুণ বিলীন হইলে জল অগ্নিতে

পরিণতি লাভ করে। তদনন্তর অগ্নির গুণ রূপ বিলীন
হইলে অগ্নি বায়ুতে পরিণাম পায়। ক্রমে বায়ুর
স্পর্শগুণের লয়ে বায়ুর আকাশে পরিণাম এবং
আকাশের শব্দগুণের লয়ে তাহার পরমেশ্বরের
তামস অহংকারে পরিণতি হয়। রাজস অহংকার
নিবৃত্ত হইলে বুদ্ধি, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়
ঐ রাজসাহংকরণশক্তিতে বিলয় লাভ করে। সাত্ত্বিক
অহংকারের নিবৃত্তিতে মন ও দেবগণ ঐ সাত্ত্বিক
অহংকরণশক্তিতে প্রলীন হয়। ত্রিবিধ অহংকরণ-
শক্তি চিৎ, ও চিৎ মূলপ্রকৃতিতে বিলীন হয়।
ক্রমে মূলপ্রকৃতি পরমেশ্বরস্বরূপে বিলয় প্রাপ্ত
হইলেই প্রলয় কাল হইয়া থাকে। সেইকালে
পরমেশ্বর স্বকীয় মায়াক্রিয়ারও স্রবণ না করিয়া
কেবল স্বরূপানুভবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। স্বজন
পালন ও সংহারের সময়ও যদিও পরমেশ্বর স্বরূপা-
নুভবানন্দে নিমগ্ন থাকেন, তথাপি, সেই সেই
কালে অনাসক্তভাবে স্রীয় মায়াক্রিয়ার সেই সেই
গুণ স্রবণ ও অভিমানাদি করেন। প্রলয় কালে
কেবল আনন্দতৃপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, সৃষ্টিাদি
বিষয় সকল স্রবণ অনুভব করেন না এবং জীবগণকে

भवति । मूलप्रकृतौ च परमेश्वरस्वरूपे प्रलीनायां प्रलय-
कालः सञ्जायते । तदा परमेशो नैर्जी मायाशक्ति-
मपि विस्मृत्य केवलं स्वरूपानुभवानन्दे निमग्नस्तिष्ठति ।
सर्गादिकालेष्वपि यद्यपि परमेशस्तथैव विराजते, तथापि
तत्तदवसरे अनासक्तः स्वीयमायायास्तत्तद्गुणानां स्मरण-
मभिमननादिकं च विदधाति । प्रलये तु केवलं स्वानु-
भवानन्दमनुभूतिरस्ति, सर्गादिकं स्वयं नानुभवति, नापि
जीवाननुभावयति । तदा तु कयापि स्वान्तरङ्गशक्त्या
तस्य केचित् अन्तरङ्गव्यापारा जायन्ते, अमौ अन्तरङ्ग-
भक्तगोचरा एव, न तु बहिरङ्गाधिकारिणां अक्षविषयी-
भूताः । अतः परमेतत् प्रकाशयते । मायिकविश्वे अस्मदाद्य-
गोचरविषयाश्चातः परं वर्णयिष्यन्ते । प्राकृतचर्मनेत्र-
गोचरसृष्टिप्रकारा एवान्न कथिताः ।

अस्मदादीनां करणगोचरं विश्वं हि सौरजग-
दुच्यते । प्रलयेऽस्याकाशत्वम् । तदास्य परमेशचित्तेऽ-

ननुभूतत्वादस्यापि प्रलयः स्वीकृतः । सर्गादौ वैद্য-
शक्तेर्वায়ोरুদ্ধवः, तस्य गतिशीलत्वाद् वामাবर्त्तपरि-
भ्रमणाच्च वैद্যतानলস্য সমুদ্ভূতিঃ । স চ ভ্রমণ-
বেগাৎ কেন্দ্রস্থানীয়ো ভূত্বা সূর্য্যনাম্নাভিধীয়তে । অথ
পরিভ্রমণবেগাৎ তং সর্বতো দন্দহ্যমানবাষ্পোত্পত্তিঃ ।
বাষ্পাণ্যপি কালেণ সূর্য্যাদ্বিভ্রষ্টানি মণ্ডলাকারেণৈ-
কৈকশো ভ্রমন্তি, সূর্য্যাদ্দূরগতানি শীতলানি চ
भवन्ति । क्रमेण सुदूरप्राप्तानि वाष्पमण्डलानि शैत्याति-
शयं लब्ध्वा जलमण्डलेषु परिणतिं यान्ति । तथैव क्रमत-
स्तन्मध्ये स्थलभागः तत्तद्गताः स्थावरजङ्गमजीवाश्च
जायन्ते । तत्तन्मण्डलानि पुनस्तारकाकारेण दृश्यानि रवि-
मभितो भ्राम्यन्ति । अस्मदधिष्ठानं पृथिव्यपि तारकाविशेषः ।
चन्द्रोऽपि जल-मृन्मयमण्डलविशेषोऽल्पदूरवर्त्तित्वाद्-
वृहत्तरो दृश्यते । चन्द्रमण्डलं स्वावयवं सव्येन भ्रामयन्
क्षितिमभितो मार्गकेन्द्रं वामभागे संरक्ष्य वामावर्त्तन

অনুভব করান না। পরমেশ্বরের স্বরূপানন্দে
নিমগ্নকালে কোন অন্তরঙ্গশক্তি দ্বারা কোন
অন্তরঙ্গ ব্যাপার চলিতে থাকে। তাহা কেবল
অন্তরঙ্গ অধিকারীর গোচর হয়, বহিরঙ্গ অধিকারীর
গোচর হয় না। এতদ্বিষয় পরে প্রকাশিত হইবে।

মায়াশক্তিকল্পিত বিশ্বमध्ये याहा अस्मदादिर
गोचर नय, ताहाओ परे वर्णित हईवे। याहा
केवल चर्मनेत्रेण विषयीभूत ताहारई सृष्टि प्रकार
अश्वले कथित हईतेछे। अस्मदादिर नेत्रगोचर
विश्व सौरजगत् नामे अभिहित हय। एलये এই
सौरजगत् आकाशरूपे परिणत हय। एलये এই
दृशमान आकाशओ परमेश्वरेण चिन्तमध्ये
अनुभूत ना थाकाय आकाशेणओ एलय स्वीकार
करा याय। सृष्टि आदिते अग्रे वैद्युतिक-
शक्तिरूपे वायुर उद्भव हय। ऐ शक्तिर गति-
शीलतावशतः उहा वामावर्त्ते परिभ्रमण करे, ऐ
परिभ्रमण बले वैद्युतिक अग्निर उत्पत्ति हय। ऐ

অগ্নি পরিভ্রমণ বেগে কেন্দ্রস্থানীয় হইয়া সূর্য্য নাম
ধারণ করে। তদনন্তর ঐ পরিভ্রমণ বেগে সূর্য্যের
সর্বদিকে দন্দহ্যমান বাষ্পের জন্ম হয়। ঐ বাষ্প-
সমূহ কালে সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক একটা
মণ্ডলাকারে ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে
সূর্য্য হইতে দূরবর্তী ও অতিশীতল হইয়া যায়।
ক্রমশঃ ঐ বাষ্পীয় মণ্ডলসমূহ জলীয়মণ্ডলাকারে
পরিণত হয়। ক্রমে ঐ সকল জলীয়মণ্ডলের মধ্যে
যুতিকার সঞ্চার হয়, জলভাগ ও স্থলভাগ হয়,
এবং জলীয় ও স্থলীয় স্থাবর ও জঙ্গম জীবদেহ-
সমূহেরও উৎপত্তি হয়। ঐ মণ্ডলসমূহই এক
একটি তারকাকারে দৃশ্য হইয়া সূর্য্যের চতুর্দিকে
পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা
পৃথিবীও একটা তারকা বিশেষ। চন্দ্রও একটি
জলযুতিকাময় মণ্ডলবিশেষ, নিকটে অবস্থানহেতু
বৃহৎ দৃষ্ট হইতেছে। চন্দ্র নিজ মণ্ডলকার শরীরকে
বামাবর্তে পরিভ্রমণ করাইয়া আমাদের অধিষ্ঠিত

সচ্চিত্তলং সূর্য্যং পরিক্রামতি। সৌরকরালোকিতশ্চন্দ্রঃ পৃথিবীং সবিতারশ্চান্তরাবতিষ্ঠমানো যাবদালোকময়ভাগং পার্থিবান্ ন দর্শয়তি, তদামান্তম্। সমরেখাগতেষু পৃথিবীচন্দ্রসবিতৃষু সৌরগ্রহণং ভবেৎ। স্বগত্যা সূর্য্যাদ্-দ্বাদশাংশান্তরিতে নিশাকরে তিথিরেকা ভবতি। ক্রমেণালোকিতাধিকভাগশ্চন্দ্রস্য দৃশ্যতে। তথাশীতল্যধিক-শতাংশান্তে সূর্য্যচন্দ্রমসৌ অন্তরা মেদিন্যা বিদ্যমান-তায়াং পূর্ণালোকিতভাগশ্চন্দ্রস্য গোচরীভবতি। সৈব পৌর্ণমাসৌ তিথিঃ। সমসূত্রস্থেষু ক্রমেণ সূর্য্য-ব্ধা-চন্দ্রেণ ভূচ্ছায়াবরণাচ্চন্দ্রগ্রহণং জায়তে। ততশ্চ ক্রমেণ শুক্লপক্ষান্তে কৃষ্ণপক্ষে প্রাদুর্ভূতে চন্দ্রমণ্ডলত্যা-

লোকিতভাগস্য দর্শনমার্গাৎ। তিরোভাবঃ সম্পদ্যতে। ইতরাণি নক্তত্রায়ণ্যপি সৌরকরৈরালোকবন্তি দৃশ্যন্তে। তানি সূর্য্যং পরিতো ভ্রমন্তি, ন তু ভুবম্। অতস্তেষামা-লোকিতারতম্যং নানুভূয়তে। সর্ব্বদিক্চবতিষ্ঠমানাস্তারকাঃ সবিতাশ্চক্রাভিধানম্। তাসামেব জ্যোতিশ্চক্রাভিধানম্। তাসু শীঘ্রগতৌনামেব বেগমানম্ শাস্ত্রেণ নির্ণীতম্। অপরেণাং গতিনির্ণয়ে মানবশক্তির-সমর্থ্য। তাস্তরকা এষ নিশ্চলো উচ্যন্তে। তাভিরেব জ্যোতিশ্চক্রং বিভাজিতম্। তস্য দ্বাদশানাং ভাগানাং প্রত্যেকং রাশিনাম্ভা পরিচিতম্। ত্রিশতাংশৈ রাশিঃ। ষষ্ট্যা কলাভিরংশঃ, তথৈব বিকলানুকলে।

পৃথিবীর চতুর্পার্শ্বস্থ মার্গকেন্দ্রকে বামে রাখিয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের চতুর্দিকে বামাবর্তে ঘূর্ণমান হইতেছে। চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যকিরণ দ্বারাই আলোকিত হয়, অতএব পৃথিবীও সূর্য্যের মধ্যে থাকিলে আলোকিত ভাগ দৃশ্য হয় না। সেই সময় অমাবস্তার অন্ন হয়। পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রে অবস্থান করিলে সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয়। চন্দ্র নিজ গতিদ্বারা সূর্য্য হইতে প্রতি-দ্বাদশ অংশ অন্তরিত হইলে এক এক তিথি হয় এবং ক্রমে আলোকিত ভাগের অধিকাংশ দৃশ্য হয়। ঐ প্রকারে ১৮০ অংশ অন্তরিত হইলে অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রের অন্তরে পৃথিবী থাকিলে চন্দ্রের আলোকিত ভাগ সম্পূর্ণরূপে দৃশ্য হয়, উহাই পূর্ণিমার অন্তকাল। একদিকে সূর্য্য, মধ্যে পৃথিবী এবং বিপরীত দিকে চন্দ্র থাকিয়া সমসূত্রে অবস্থিত হইলে সূর্য্যকিরণ দ্বারা পাতিত পৃথিবীর ছায়ার মধ্য দিয়া চন্দ্রের গমনে চন্দ্রগ্রহণ উপস্থিত হয়। সাংস্কৃতিকালে যে পক্ষে চন্দ্র দৃষ্ট হয়, তাহা শুক্ল এবং তাহার বিপরীত পক্ষে কৃষ্ণ নামে পরিচিত। পূর্ণিমাতে শুক্লপক্ষের শেষ হইয়া ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের আরম্ভে যে সকল তিথি হয়,

তাহাতে চন্দ্রের আলোকিতাংশ অদৃশ্য হইতে থাকে। অতএব অমাবস্তা বা কৃষ্ণপক্ষের অন্তিম-তিথিতে সমগ্র আলোকিতভাগ অদৃশ্য হয়।

অপর তারকাসমূহও সূর্য্যকিরণদ্বারা আলোকিত হয়, তবে তাহাদের কেবল সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ আছে, পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ নাই। অতএব তাহাদের দৃশ্যাদৃশ্যের তারতম্য হয় না। তারকাসমূহ সূর্য্যের সর্ব্বদিকে থাকিয়া বামাবর্তে তাহাকে পরিভ্রমণ করিতেছে, ঐ তারকা-সকলই জ্যোতিশ্চক্র নামে খ্যাত। তন্মধ্যে শীঘ্র-গতি তারকাসমূহের বেগমান জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিরূপিত হয়, অপরগুলির গতিমান নির্ণয় করিবার সামর্থ্য না থাকায় তাহাদিগকে স্থির-তারকা বলা হয়। ঐ স্থির-তারকাসমূহ দ্বারা সমগ্র জ্যোতি-শ্চক্রকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগের নাম রাশি রাখা হইয়াছে। প্রতি রাশিতে ৩০ ভাগ করিয়া প্রতি ভাগকে অংশ বলা হয়। অংশের ৬০ ভাগের একভাগ কলা নামে পরিচিত। কলার ৬০ ভাগের একভাগ বিকলা ও বিকলার ৬০ ভাগের একভাগ অনুকলা।

শৌভ্রগাণাং মণ্ড্যে যेषাং ভূসমীপবর্তিনামাকর্ষণেন পার্থিবজীববস্তূনাং শক্তিগ্রহঃ, তে মঙ্গলবুধগুরুশুক্ৰশনয় ইতি পञ্চতারাকাঃ পञ্চ গ্রহা উচ্যন্তে। প্রাগুক্তাদ্বৈতো-
 শ্চন্দ্রঃ সূর্য্যস্তথা তয়োর্মার্গসন্নিধ্যশ্চ গ্রহনাম্না-
 মিধীয়তে। মার্গসন্নিধ্যুগলং রাহুশ্চ কেতুশ্চেতি নাম
 বহতি। ক্রিতিমার্গে এব সৌরমার্গঃ ক্রান্তিবৃত্তং বা
 কথ্যতে। পার্থিবমধ্যরেখা তৎসমান্তরালগতাকাশ-
 গতমধ্যরেখা চ বিষুবদ্বৃত্তাখ্যয়া পরিচীযতে। ক্রান্তি-
 বৃত্তেন সহান্যেবাং গ্রহাণাং মার্গপাতস্থানন্তথৈব চলশ্চ।
 সূর্য্যাদূরো বুধঃ, ততঃ ক্রমেণারান্ শুক্র-পৃথিবী-মঙ্গল-
 বৃহস্পতি-শনৈশ্চরা বিরাজন্তে। বুধাদয়ো বামাবর্তন
 স্বীয়মণ্ডলাবয়বং পরাবর্ত্য স্বমার্গবৃত্তং ভ্রমিত্বা
 সূর্য্যমভিত্য আবর্ত্ততে। তস্মাত্তেবাং গতিতারতম্যং
 রাশিনক্ষত্রমোগপার্থক্যশ্চ। রাশিবত্ সপ্তবিংশতি-

সংখ্যকানাং নক্ষত্রাণাং তত্পাদানাশ্চ বিভাগঃ। জ্যোতি-
 ষ্কাণাং গতিবিষয়কং সর্বং তচ্ছাস্ত্রাদবগন্তব্যম্।
 যথাব্যাপার-যথাপ্রতীতিভেদাজ্জ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞানস্য দ্বৈধম্।
 আচ্যমবৈদিকসমাজগ্রাহ্যম্, দ্বিতীয়ন্তু বৈদিকৈর্মান্যম্।
 তর্হি ক্রিতের্নিশ্চলত্বং সূর্য্যস্যচলত্বং চ দ্বিতীয়ৈরঙ্কীকৃতম্।
 তচ্চ সুকরম্। পৃথিব্যাস্তদ্বিভাগানাশ্চ মানাদিকং
 তদুগতানাশ্চ তত্বমর্থশাস্ত্রাজ্ জ্ঞাতব্যম্। ইতি
 সৌরজগতঃ সর্গস্থিতিবিষয়ৌ সমাसेনোক্তৌ।

অথ প্রলয়ঃ। তৎকালে পরমেশেচ্ছয়া বৈদুতবেগস্য
 নিশ্চলত্বং জায়তে। ততো বায়ব্ধিবারিক্রিতিপরাণবৌ
 বিযোজিতা আকাশে লীয়ন্তে, যেষামেব মেলনান্মরুদাদীনাং
 সমুদ্রব আসীত্। এবং সৌরজগদ্বিলয়ঃ। পুনঃ কালে ন
 তদিচ্ছাবশাত্ পূর্ব্বত্ সৌরজগদুত্পত্তিঃ। চর্ম্মনেত্র-
 গোচরা অন্তর্বিষ্টিতাঃ। মনোহ্রগোচরা যোগনেত্র-

পূর্ব্বকথিত শীঘ্রগতি তারকাগগনমধ্যে বাহারা
 পৃথিবীর নিকটে আছে, বাহাদের আকর্ষণশক্তি
 দ্বারা পৃথিবীস্থ ব্যক্তিগণের বা বস্তুসমূহের শক্তির
 গ্রহণ হইয়া থাকে, সেই মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র
 ও শনি নামক পঞ্চ তারকাকে গ্রহ বলা হয়।
 পূর্ব্বোক্ত কারণে চন্দ্র, সূর্য্য ও এই উভয়ের মার্গদ্বয়ের
 সন্ধিস্থানযুগলকেও গ্রহ বলা হয়। উক্ত মার্গসন্ধি-
 যুগল রাহু ও কেতু নামে পরিচিত। পৃথিবীর
 ভ্রমণমার্গই সূর্য্যমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্ত। পৃথিবীর
 মধ্যের রেখা এবং তৎসমসূত্রস্থ আকাশের মধ্যরেখা
 বিষুবদ্বৃত্ত নামে অভিহিত। ক্রান্তিবৃত্তের সহিত
 অন্যান্য গ্রহমার্গের পাতস্থানও ঐপ্রকার। পাত-
 স্থানগুলি চল। সূর্য্যের নিকটে বুধ, ক্রমে দূরে
 শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি ইত্যাদির
 অবস্থান। বুধাদি বামাবর্ত্তে নিজ নিজ মণ্ডলাকার
 শরীর পরিবর্তন করিয়া নিজমার্গ কেন্দ্রকে পরিভ্রমণ
 পূর্ব্বক সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। ঐ
 পরিভ্রমণহেতু ইহাদের গতির তারতম্য এবং

রাশিনক্ষত্রের ভোগ হইয়া থাকে। জ্যোতিষ্চক্রের
 রাশিবিভাগবৎ, সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও তৎপাদ
 বিভাগ হয়। জ্যোতিষ্ক সকলের গতিমানাদি
 জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে জানিবে। জ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞান
 দুই প্রকার—যথাব্যাপারজ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞান ও যথা-
 প্রতীতিজ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞান। অবৈদিক সমাজ প্রথম
 প্রকারকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৈদিক সমাজ
 দ্বিতীয় প্রকার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা
 পৃথিবীর স্থিরতা ও সূর্য্যের পরিভ্রমণ স্বীকার
 করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রকার পন্থাই স্মৃতিসাধ্য।
 পৃথিবীর ও তদুগত বস্তুসকলের বাথার্থ্যজ্ঞান,
 অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায়।

সৌরজগতের সৃষ্টি ও স্থিতির বিষয় সংক্ষেপে
 কথিত হইল; অতঃপর প্রলয়ের বিষয় কথিত
 হইতেছে। প্রলয়কালে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পূর্ব্বোক্ত
 বৈদ্যাতিক বেগের স্থিরতা হয়; বেগ স্থির হইলে
 বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর পরমাণুসমূহ বিযুক্ত
 হইয়া আকাশে বিলীন হয়। ঐরূপে সৌরজগতের

বিষয়া: প্রেমলোচনদৃশ্যাশ্চ বেদাদিষু বিস্তারিতা অত:পরং
বদ্যন্তে ।

তর্হি পারমেশ্বরৌ মায়াখ্যা প্রকৃতি: প্রাগ্‌বর্ণিতা:
পঞ্চবিংশতিপ্রকারা: । এभिरेव पञ्चावशत्या तत्त्वैर्व्यक्तं
सौरजगत् अव्यक्तानि ब्रह्माण्डानि तद्वर्त्तिभुवनचतुर्दश-
कानि च प्रकाशितानि भवन्ति । अतो व्यक्ताव्यक्त-
विश्वानां परमेशमायाशक्तिमयत्वात् तत्स्वरूपान्न पृथक् ।
यतोऽसावेव निखिलविश्वमूलाश्रय: । अतो ज्ञानदर्शने
वेदान्ते परमेश एव मायाशक्तेस्तत्कार्याणाञ्चाश्रयत्वेन
प्रतिपादित: । आश्रयो हि प्रवर्त्तक: साक्षी च ।
आश्रय: प्रवर्त्तक: साक्षी आश्रितात् प्रवर्त्तितात् दृश्याद्-
विलक्षण: भिन्नश्च । जीवो भगवद्वत्तशक्त्या देहान्त:-
करणमात्राश्रय: । योगदर्शने तस्याश्रयत्वं न लक्षितम् ।

परन्तु प्रवर्त्तकत्वं সাक्षিত্বং প্রবর্তিতাদৃ দৃশ্যাশ্চ বৈলক্ষণ্যং
भिन्नत्वञ्च समाहितम् । सांख्यदर्शनं प्रवर्त्तकत्वमप्य-
दृष्ट्वा साक्षित्वं ततो दृश्याश्च विलक्षणत्वं भेदञ्च
प्रतिपादयति । न्यायवैशिष्टकयोस्तु परात्मन: साक्षित्व-
मपि न लक्षितम् । केवलं वस्त्वन्तरेभ्यस्तस्य वैलक्षण्यं
भिन्नत्वञ्च दर्शितम् । कर्ममीमांसादर्शने अहंप्रत्यया-
त्मकात्मनो विलक्षणत्वमन्यत्वञ्च दृष्ट्वाऽपि शक्त्या तत्-
कार्यैश्च तादात्म्यमभिपश्यति । अतो दर्शनशास्त्रानां
नानैक्यम् । प्रोक्तहेतुभि: केवलोच्चावचसोपानत्वं तेषां
भवति । भक्तिदर्शनमत:परं वदयते ॥ १० ॥

नास्तिक:—भवान् भूयोभूय: परमेश्वर: परमेश्वर-
इत्युच्चार्य्य बह्वीश्वरास्तित्वं तेषां तारतम्यञ्च बोधयति ।
तदादौ ईश्वरलक्षणं ज्ञातव्यम् ।

বিলয় হয়। পুনর্বীর পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কাল-
বশে ঐ সৌরজগতের পূর্ববৎ উৎপত্তি হইয়া
থাকে। যে-সকল বিষয় চক্ষুনেত্রের, গোচর, তাহা
এস্থলে বর্ণিত হইল। যে সকল বিষয় মনোনেত্র-
গোচর, যোগ-জ্ঞান-প্রেমনেত্রগোচর বেদ-পুরাণাদি
শাস্ত্রে বিবৃত, সে সকল বিষয় পরে প্রকাশিত
হইবে।

অতএব পরমেশ্বরের মায়াখ্যা প্রকৃতি গূর্বোক্ত-
রূপে পঞ্চবিংশতি প্রকার। ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব
দ্বারা ব্যক্ত সৌরজগৎ, অব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ও
তদ্ব্যগত চতুর্দশ ভুবন প্রকাশিত হয়। সুতরাং
পরমেশ্বরের মায়াখ্যা শক্তিময়ত্বহেতু এই ব্যক্তাব্যক্ত
বিশ্ব পরমেশ্বর স্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়, কারণ
পরমেশ্বরই নিখিল বিশ্বের মূল কারণ। অতএব
বেদান্তদর্শনে বা জ্ঞানদর্শনে পরমেশ্বরকেই মায়াশক্তি
ও তৎকার্য্য বিশ্বের আশ্রয়রূপে প্রতিপাদিত
করিয়াছেন। যিনি আশ্রয় তিনিই প্রবর্তক ও
সাক্ষী। আশ্রয়, প্রবর্তক ও সাক্ষী অবশ্যই আশ্রিত,
প্রবর্তিত ও দৃশ্য হইতে বিলক্ষণ ও ভিন্ন হয়।

জীব কেবল পরমেশ্বর প্রদত্ত শক্তিবলে দেহমাত্রের
ও অন্তঃকরণমাত্রের আশ্রয়। যোগদর্শনে পরমে-
শ্বরের আশ্রয়ে দৃষ্টি করে না। কিন্তু প্রবর্তকত্ব,
সাক্ষিত্ব এবং প্রবর্তিত ও সাক্ষী হইতে বিলক্ষণত্ব
ও ভিন্নত্ব প্রতিপাদিত করে। সাংখ্যদর্শনে
প্রবর্তকত্বের প্রতিও দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু
সাক্ষিত্ব, দৃশ্য হইতে বিলক্ষণত্ব ও ভিন্নত্ব প্রতিপাদিত
করে। ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে পরমাত্মার
সাক্ষিত্বের প্রতিও দৃষ্টি নাই, কেবল অন্য পদার্থ
হইতে বিলক্ষণত্ব ও ভিন্নত্ব মাত্র প্রতিপাদিত
করে। কর্মমীমাংসাদর্শনে অহং-প্রত্যয়াত্মক আত্মার
বিলক্ষণত্ব ও ভিন্নত্ব দেখিয়াও শক্তি ও তৎকার্য্যের
সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি দেখে। অতএব দর্শন-
শাস্ত্রসমূহের মধ্যে কোন অনৈক্য নাই। পূর্বকারণে
কেবল উচ্চনীচ সোপানত্ব হইয়া থাকে। ভক্তি-
দর্শনের বিষয় পরে কথিত হইবে ॥ ১০ ॥

নাস্তিক—আপনি পরমেশ্বর, পরমেশ্বর পুনঃ
পুনঃ বলিতেছেন, তদ্বারা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে বুঝায়।
সুতরাং আরও বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপস্থিত করে।

সূত্রকৃত—‘ইশ্বরঃ বহবস্তেষাং তারতম্যচ্চ বিদ্যতে ।
তেষাং প্রধানতমস্যেশ্বরানাংমৌশ্বরস্য পরমেশ্বরামিধানম্ ।’
ইতীশ্বরস্বরূপং নিরূপয়ন্ সূত্রয়তি ।

বশীকৃতান্তঃকরণ ইশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

অন্তঃকরণস্য লক্ষণমেদৌ প্রাগ্বর্ণিতৌ । যেনান্তঃ-
করণানি বশীকৃতানি স एवेश্বরঃ । অপরে तु
অনীশ্বরাঃ । পরমেশমায়া পञ्चविंशतितत्त्वाकारা इत्यपि
প্রাগুক্তা । অমৌমিস্তত্বৈব্যক্তাব্যক্তাসিল-বিশ্বানাং
প্রকাশঃ । অতো মায়ৈব কৰ্ত্তৃ-কর্ম-করণ-সম্প্রদানাপাদনা-
ধিকরণ-ক্রিয়া-সম্বন্ধাদিরূপা । মায়া পরমেশ্বরৌ শক্তি-
রপি জড়স্বরূপত্বাদিসদৃশত্বাচ্চ তত্ৎস্বরূপান্নিকৃষ্টা । জীব-
শক্তিধ্বিদ্রূপা পরমেশ্বরস্বরূপত্বত্বাদুত্তমা । জীবমায়া-

শক্তিী পারমেশ্বরশক্তিত্বাচ্চ পরমেশাত্ মিচ্চে । তথাপি
পরমেশঃ স্বস্য স্বরূপস্য শক্তেস্তথা তৎকার্য্যার্থাং পরি-
দর্শনার্থং জীবেভ্যঃ স্বশক্তিগ্রশং প্রদদাতি । জীবা
অপি ন্যিত্যং তচ্ছক্তিগ্রশেন শক্তিমন্তস্তিষ্ঠন্তি । তাশ্চ
শক্তয়ো জীবানাং বহিরন্তরিন্দ্ৰিয়াণি উচ্যন্তে । তদ্বলে
জীবাঃ পরমেশ্বরস্য স্বরূপশক্তিং তৎকার্য্যার্থাণি চ পরি-
পদ্যন্তি । জীবেন্দ্ৰিয়াগোচরমপি পরমেশ্বরস্বরূপন্তদনু-
भवाम्यम् । ये तु जीवाः परमेशशक्तिमायाकार्यं
विश्वमनुभूयापि तज्जड़रूपं पश्यन्ति तथा चिद्रूपमात्मानं
च ततो भिन्नं निशाम्यन्ति विश्वञ्च मायाकार्यत्वात्ततोऽ-
भिन्नमवलोकन्ते, प्रोक्तकारणादपि मायाशक्तिकार्यं विश्वं
मायाञ्च परमेशस्वरूपात् अभिन्नं विचारयन्ति, त एव
मुक्ताः । तेषामिन्द्रियान्तःकरणानि स्ववशीभूतानि,

বহু ঈশ্বর থাকিলে তাহাদের মধ্যে তারতম্যও থাকা
সম্ভব । অতএব ঈশ্বর কাহাকে বলা হয়, ইহা
জানিতে প্রথমেই বাসনা ।

সূত্রকার—ঈশ্বর বহুসংখ্যক ; তাহাদের মধ্যে
তারতম্যও আছে । তন্মধ্যে যিনি সর্বোৎকৃষ্ট,
ঈশ্বরগণের ঈশ্বর, তিনিই পরমেশ্বর । তাহার তত্ত্ব
জানিবার জন্য প্রথমে ঈশ্বরের লক্ষণ শ্রবণ করুন ।
এই অভিপ্রায়ে সূত্র করিলেন ।

অন্তঃকরণের লক্ষণ ও ভেদ বর্ণিত হইয়াছে ।
যিনি আপনার অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছেন,
তাহাকেই ঈশ্বর বলা হয় । অতএব যিনি নিজের
অন্তঃকরণকে বশ করিতে অসমর্থ, তিনিই অনীশ্বর ।

মহোদয়! পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে,
পরমেশ্বরের মায়াশক্তি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আকারে
পরিণত হইয়াছে । সেই তত্ত্বসমূহ দ্বারা ব্যক্তাব্যক্ত
অখিল বিশ্ব প্রকাশিত । অতএব একমাত্র মায়া-
শক্তিই কৰ্ত্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান,
অধিকরণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ প্রভৃতি সর্বরূপ
হইয়াছে । ইহা পরমেশ্বরের শক্তি হইয়াও

জড়রূপা এবং পরমেশ্বর স্বরূপ হইতে বিস-
দৃশ্যহেতু নিকৃষ্টা । জীবশক্তি চিত্রপা ও পর-
মেশ্বর-স্বরূপের সদৃশী হওয়ায় উৎকৃষ্টা । কিন্তু
পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়া জীবশক্তি বা মায়াশক্তি
পরমেশ্বর স্বরূপ হইতে ভিন্ন নয় । এইরূপ হইয়াও
পরমেশ্বর স্বকীয় স্বরূপ, শক্তি ও তৎকার্য্য পরিদর্শনের
জন্য জীবসকলকে স্বশক্ত্যাংশ প্রদান করিয়াছেন ।
জীবসমূহ নিত্যরূপে সেই শক্তি লাভ করিয়া তদ্বলে
শক্তিমান হইয়া আছে । জীবগণের সেই শক্তিকেই
অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় বলা হয় । সেই শক্তিবলে
জীবগণ পরমেশ্বরের স্বরূপ, শক্তি ও তৎকার্য্য-
সমূহের পরিদর্শন করিতেছে । যদিও পরমেশ্বর-
স্বরূপ জীবের গোচরযোগ্য নহে, তথাপি অনুভূতি
দ্বারা কথঞ্চিৎ গম্য হইয়া থাকে । যে সকল জীব
পরমেশ্বরের মায়াশক্তিকার্য্য বিশ্বের অনুভব করিয়াও
ঐ বিশ্বকে জড়রূপে দেখেন, অতএব ঐ বিশ্ব হইতে
চিত্রপ আপনাকে ভিন্ন দর্শন করেন, ঐ বিশ্বকে
মায়াশক্তির কার্য্য বলিয়া মায়াশক্তি হইতে অভিন্ন
ধারণা করেন এবং মায়াশক্তির কার্য্য বিশ্ব ও

যতস্তেপাং মাধব্যং তেপু ন বিদ্যতে । অতস্তে মুক্তা বশৌ-
কৃতান্তঃকরণা ইশ্বর্য্য অমিধৌযন্তে । যে তু জৌবাস্ত-
চ্ছক্তিকার্য্যং বিশ্বমনুভূয় তদংশমূতং কিমপি শরীরং
অহংবুদ্ধ্যা গৃহ্ণন্তি ইন্দ্রিয়েষ্বন্তঃকরণেষ্বপ্যহংবুদ্ধিং বিদধতি
তত্শদনুগতাশ্চ সুখিনো বয়ং দুঃখিনশ্চ পশ্যামঃ শৃণু-
মো জিঘ্রামঃ স্বদামো বদামঃ শৈত্যাদিকমনুभवामঃ কুর্মো
গচ্ছামো মূলপুৰৌষাদিকমুত্শৃজামঃ, বয়মেব প্রহৃতাঃ,
অস্মাকমেব পৌড়া, জন্ম, মৃত্যুর্বা এবমাদিকং জানন্তি,
বিশ্বং তথা বিশ্বগতানি সর্বাণি চ স্বতন্ত্রাণি পারমা-
র্থিকানি ইত্যনুभवন্তি, পরমেশস্য তচ্ছক্তিসমূহানাশ্চা-
স্তিত্বং ন চিন্তাস্পদমানয়ন্তি, অতো ভগবতঃ শাসন-
শক্তিপ্রভাবেণ তে স্বস্বকর্মবশাঃ বিমিশ্রদেহেপু পরিভ্রমন্তি,
কচিদ্ দিবি কচিদ্ধা নিরয়ে গচ্ছন্তি, ত এব বদ্ধজীবা

ইত্যাখ্যামাজো ভবন্তি । তেযামন্তঃকরণানি ন
স্ববশানি, তর্হি তে অন্তঃকরণানুগতাস্তিষ্ঠন্তি । ত
এবানৌশ্বর্য্যঃ ॥১১॥

নাস্তিকঃ—ইশ্বরানৌশ্বর্য্যাবগতৌ, তয়োস্তু তার-
তম্যকারণমবগন্তুমিচ্ছামি ।

সূত্রকারঃ—ইশ্বরায়ামপি স্বশক্তিপ্রভাবপৃথক্যাত
তারতম্যং জায়তে ইতি সূত্রয়তি ।

তেষাং তারতম্যং যোগতারতম্যেন ॥১২॥

যোগপ্রভাবভেদাত্তেপামৌশ্বর্য্যণামুক্তানাং বা বৈলক্ষণ্যং
জায়তে । মহোদয় ! মুক্তা জীবা দ্বিভেদং গতাঃ জীবন্মুক্তাঃ
পরমমুক্তাশ্চ । কর্মাধীনদেহে বিদ্যমানা অপি মুক্তিভাজো

মায়াশক্তিকে পূর্বকথিত কারণে পরমেশ্বরস্বরূপ
হইতে অভিন্ন বোধ করেন, সেই সকল জীবই মুক্ত ।
ঐ মুক্তজীবগণের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ স্বীয় বশীভূত,
যেহেতু তাহাদের সমক্ষে অন্তঃকরণ প্রভৃতির প্রাবল্য
নাই । অতএব ঐ সকল মুক্তজীবকে বশীকৃতান্তঃ-
করণ ও ঈশ্বর বলা হয় ।

যে সকল জীব পরমেশ্বরের মায়াশক্তির কার্য্য
বিশ্বের অনুভব করিয়া ঐ বিশ্বের অংশরূপ কোন
শরীরে, ‘আমি এই শরীরমাত্র’ এইরূপ অহংবুদ্ধি
করিয়া থাকে, স্বকীয় ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে অহং-
বুদ্ধি করে, সেই সেই ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও শরীরের
অনুগত হইয়া “আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি
দেখিতেছি, শুনিতেছি, ঘ্রাণ লইতেছি, আশ্বাদন
করিতেছি, শীতোষ্ণ অনুভব করিতেছি, বাক্য
বলিতেছি, কার্য্য করিতেছি, গমন করিতেছি, মল-
মূত্রশূক্ৰ ত্যাগ করিতেছি, আমাকে গ্রাহ্য করিল,
আমার রোগ হইয়াছে, আমার জন্ম হইয়াছে ও
মৃত্যু হইবে, ইত্যাদি জ্ঞান করে, বিশ্ব ও বিশ্বগত
পদার্থ সকলকে স্বতন্ত্র পারমার্থিক বস্তুরূপে অনুভব

করিয়া থাকে, পরমেশ্বর ও তৎশক্তিসমূহের অস্তিত্বও
অনুভব করিতে পারে না, অতএব পরমেশ্বরের
শাসনশক্তিপ্রভাবে নিজ নিজ কর্মানুসারে নানা-
দেহে পরিভ্রমণ করে, কখনও নরকে, কখনও স্বর্গে
গমন করে, এই সকল জীবকে বদ্ধজীব আখ্যা
দেওয়া হয় । ঐ সকল জীবের অন্তঃকরণাদি নিজ-
বশীভূত নয়, সেই জন্য ইহারা অন্তঃকরণাদির
অনুগত হয় । অতএব উহারা অবশীকৃতান্তঃকরণ ও
অনীশ্বর ॥ ১১ ॥

নাস্তিক—ঈশ্বর ও অনীশ্বর কাহাকে বলে, তাহা
জানা গেল ; কিন্তু ঈশ্বরগণের মধ্যে তারতম্যের
কারণ অবগত হইতে চাই ।

সূত্রকার—ঈশ্বরসমূহের মধ্যেও স্বশক্তিপ্রভাব-
তারতম্যে পার্থক্য হয়, এই অভিপ্রায়ে সূত্র
করিতেছেন ।

যোগপ্রভাবের তারতম্য দ্বারা সেই সকল ঈশ্বর
বা মুক্তজীবের পরস্পরমধ্যে তারতম্য হয় ।

মহোদয় ! উক্ত ঈশ্বর বা মুক্তজীবগণ জীবন্মুক্ত
ও পরমমুক্তভেদে দুই প্রকার । যে সকল জীব

জীবন্মুক্তাঃ, যে তু কর্মবপুর্বিহায় স্বৈরং দেহং প্রকটয়ন্তি, তান্ পরমমুক্তান্ বদন্তি। এতयो: পুনর্নানাৎবম্। একে নৈকর্ম্যসাংখ্যধ্যানযোগৈর্জ্ঞানযোগমনুতিষ্ঠন্তি, অপরে সাংখ্যধ্যানাভ্যাং জ্ঞানমভ্যস্যন্তি, ইতরে চ কেবলধ্যানেন জ্ঞানং সেবন্তে, কতিপয়ে কেবলং জ্ঞানমনুশীলগন্তি। চতুর্ণামেতেষাং পুনর্মুক্তিমিশ্রণামিশ্রণভেদাদ্বৈধম্। ইমে চতুর্বিধা যোগিন: পরমমুক্তদশায়াং ক্রমেণ মহর্জনতপ:সত্যলোকেণ বাসং লভন্তে। কেবলমুক্তিযোগিনোঽপি জীবন্মুক্তা: পরমমুক্তাশ্চেতি দ্বিবিধা:। পরমমুক্তদশায়াং তে স্বেচ্ছয়া সালোক্যসামীপ্য-সারূপ্য-সাপ্তিমুক্তিং প্রাপ্য বৈকুণ্ঠমধিবসন্তি। চত্বারস্তে মক্তিযোগিনোঽপি সেবারাহিত্যসাহিত্যভেদাদ্বিধা ভবন্তি। উপাস্যভেদাদপি তেষাং বহুধাত্বম্। পরমমুক্তদশায়াং স্বদেহপ্রকাশোচ্ছারহিতা

এব সাযুজ্যমুক্তা:। তেষাং ব্রহ্মেশ্বরভগবদ্বক্তিস-সাযুজ্যভেদাচ্ছাতুর্বিধম্। তেষাং সাধনপ্রকারা অত:পরং ব্যঞ্জয়িষ্যন্তে। অতো মুক্তানামপি যোগপ্রভাব-বৈশিষ্ট্যাত্তারতম্যং ভবতি ॥১২॥

নাস্তিক:—যদীশ্বরানাং বহুত্বং যোগপ্রভাবভেদা-ত্বাত্তারতম্যং চ, তর্হি কোঽসৌ পরমেশ্বর: ?

সূত্রকার:—সর্বাধীশ এব পরমেশ্বর ইত্যভিপ্রেত্য মুক্তং রচয়তি।

অত: সর্বাশ্রয়: পরমেশ্বর: ॥১৩॥

অবশীকৃতান্ত:করণা অনীশ্বরাস্তথা বশীকৃতা-ন্ত:করণগুণা ইশ্বর ইতি প্রাগুক্তিখিতা:। য এবৈষামুভয়েষাং জীবানাং তথা তেষাং হিতায় প্রকটীকৃতানাং

কর্মাধীন শরীরে থাকিয়াও মুক্তাবস্থায় জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। যাঁহারা কর্মাধীন দেহ ত্যাগ করিয়া, মুক্তাবস্থায় থাকিয়া স্বেচ্ছাময় দেহ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে পরমমুক্ত বলা যায়। এই দ্বিবিধ মুক্তজীব প্রত্যেকে নানাভেদ প্রাপ্ত হ'ন। কেহবা নিকাম কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ ও ধ্যানযোগের সহিত জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করেন, কেহ বা সাংখ্যযোগ ও ধ্যানযোগের সহিত জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করেন, কেহ বা ধ্যানযোগের সহিত জ্ঞানযোগের সেবন করেন এবং কেহ কেবল জ্ঞানযোগের সেবন করেন। এই চতুর্বিধ যোগী আবার ভক্তিযোগ মিশ্রিত ও তদ্রহিত ভেদে দুই প্রকার। পরমমুক্তাবস্থায় ইঁহারা ক্রমে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ও সত্যলোকে বাস করেন। যাঁহারা কেবল ভক্তিযোগের সেবন করেন, তাঁহারাও জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত ভেদে দ্বিবিধ। পরমমুক্তাবস্থায় তাঁহারা ইচ্ছানুসারে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাপ্তিভেদে চতুর্বিধ মুক্তির অধিকারে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে বাস করেন। উক্ত চতুর্বিধ ভক্তি-

যোগীও সেবাসহিত ও সেবারহিতভেদে দ্বিবিধ প্রাপ্ত হ'ন। আবার তাঁহারা উপাস্য ভেদেও বহুবিধ হন। যাঁহারা পরমমুক্তাবস্থায় দেহপ্রকাশের ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা সাযুজ্যমুক্ত হন। সাযুজ্যমুক্তগণ ত্রুক্ষসাযুজ্য, ঈশ্বরসাযুজ্য, ভগবৎসাযুজ্য ও ভক্তিরস-সাযুজ্যভেদে চতুর্বিধ হন। ইঁহাদের সাধনাদি পরে ব্যক্ত হইবে। এই মুক্ত জীব বা ঈশ্বরগণের মধ্যে যোগপ্রভাবের তারতম্যে বিবিধ হয় ॥ ১২ ॥

নাস্তিক—যদি ঈশ্বর বহুসংখ্যক হইলেন, যদি যোগপ্রভাবতারতম্যে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিল, তবে পরমেশ্বর কাহাকে বলে ?

সূত্রকার—যিনি সকলের অধীশ্বর, তিনি পরমেশ্বর, এই অভিপ্রায়ে সূত্র করিতেছেন।

যেহেতু যে-সকল জীব আপনার অন্ত:করণকে বশীভূত করিতে পারে না, তাহারা অনীশ্বর, যাঁহারা আপনার অন্ত:করণকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই সকল জীব ঈশ্বর, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব যিনি এই অবশীকৃতান্ত:করণ ও বশীকৃতান্ত:করণ জীবসমূহের তত্ত্বার্থে প্রকটীকৃত

ব্রহ্মাণ্ডানাং শ্রীবৈকুণ্ঠধাম্মাশ্রয়ঃ, স এব পর-
মেশ্বরঃ ।

মহোদয় ! স্বীয়চিত্তগতভাবনাব্যাপারেণানুভূতানাং
নিত্যানিত্যপ্রকটীকৃতবিশ্বানাং তত্তদুগতমুক্তামুক্তজীবানাং
চ য এক এবাশ্রয়ঃ, যং কর্মযোগিন ইন্দ্রাদি-
নামমির্নানাদেবরূপেণ যজন্তে, সাংখ্যাঃ পরমপুরুষরূপেণ
নিরীক্ন্তে, ধ্যানযোগিনঃ পরমাत्मরূপেণ ধ্যায়ন্তি,
জ্ঞানিনঃ পরমব্রহ্মবুদ্ধোপাসতে, যুক্তিপরাস্তু স্বয়ং-
ভগবদ্রূপেণ ভজন্তি, যশ্চ নিখিলবিদ্বৎসর্গস্থিতিসংহার-
হেতুরপি বিদ্বামিমানবানপি ততো বিলক্ন্তরো মিত্রঃ
সাক্ষী প্রবর্তক আশ্রয়শ্চ ভবতি, অনিত্যবিশ্বাতীতোঽপি
ভক্তপ্রেমপারব্রহ্মান্নিত্যবিশ্বাকাশো ভবতি, স এব
পরমেশ্বরঃ ॥১৩॥

নাস্তিকঃ—যত্প্রমানানুক্তানাংপি পারস্পরিক-
বৈশিষ্ট্যং জায়তে তং যোগং বিবিদিষামি ।

সূত্রকারো যোগং নিরূপয়তি ।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ স্বাत्मনি ॥১৪॥

স্বকীয়ে পরমস্বরূপভূতে পরমাत्मনি, প্রাগ্‌বর্ণিত-
পরমেশে চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগ উচ্যতে ।

মহোদয় ! চিত্তং পঞ্চবিধম্—ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং,
বিক্টিম্, একাগ্রং, নিরুদ্ধশ্চ । বিষয়নিষ্ঠচিত্তমেব ক্ষিপ্তং,
বিষয়ং বিস্মৃত্য বিলীনং চিত্তং মূঢ়ং, কালেনৈকাগ্রতা
মুপলভ্যাপি পুনর্বিষয়ান্ প্রতি ধাবমানং চিত্তং বিক্টিম্,
একস্মিন্‌ইব নিশ্চলং চিত্তমেকাগ্রং, ধ্যেয়াকারাপন্নং চিত্তং
নিরুদ্ধমুচ্যতে । ইত্থং পরমেশস্বরূপে চিত্তে নিরুদ্ধে যোগো

ব্রহ্মাণ্ডসমূহের এবং বৈকুণ্ঠসকলের আশ্রয়,
তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলা হয় । ।

মহোদয় ! যিনি অচিৎগত ভাবনারূপ ব্যাপার
দ্বারা অনুভব প্রাপ্ত নিত্য প্রকটীকৃত এবং অনিত্য
প্রকটীকৃত বিশ্বের আশ্রয়, তত্তদ্বিশিষ্ট মুক্তাভ্যন্তরীণ
জীবসমূহেরও আশ্রয়, তাঁহাকে কর্মযোগিগণ
ইন্দ্রাদি নানা নামে নানা দেবরূপে যজ্ঞন করেন,
সাংখ্যযোগিগণ পরমপুরুষরূপে নিরীক্ষণ
করেন, পরমাত্মরূপে ধ্যান করেন, জ্ঞানযোগিগণ
পরমব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, ভক্তযোগিগণ
স্বয়ংভগবদ্রূপে ভজ্ঞন করেন, যিনি এই বিশ্বের
সৃষ্টি, পালন ও সংহারের কর্ত্তা হইয়াও, বিশ্বাভিমাত্রী
হইয়াও, বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ ও ভিন্ন, সাক্ষী,
প্রবর্তক ও আশ্রয় হন, অনিত্য বিশ্বের অতীত
হইয়াও ভক্তপ্রেমবশে নিত্য বিশ্বাকার হন, তিনিই
পরমেশ্বর নামে অভিহিত ॥১৩॥

নাস্তিক—যে যোগপ্রভাবে মুক্তজীবগণের
মধ্যেও তারতম্য দৃষ্ট হয়, তাহা অগ্রে জানিবার
প্রয়োজন ।

সূত্রকার—যোগের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন ।

স্বকীয় পরমস্বরূপভূত পরমাত্মাতে অর্থাৎ
পূর্বোক্ত পরমেশ্বরে যে স্বকীয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ,
তাঁহাকেই যোগ বলে ।

মহোদয় ! ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্টিম্, একাগ্র ও
নিরুদ্ধভেদে চিত্ত পঞ্চবিধ । বিষয়নিষ্ঠ চিত্তকে
ক্ষিপ্ত বলে । বিষয় বিস্মরণ পূর্বক বিলীন চিত্তই
মূঢ় । যে চিত্ত কালক্রমে একাগ্র হইয়াও পুনর্ব্যব-
বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তাঁহাকে বিক্টিম্ বলে ।
যে চিত্তকে কোনও এক বিষয়ে স্থির রাখিতে
পারা যায়, তাঁহাকে একাগ্র বলা হয় । যে চিত্ত
কোন ধ্যেয় বিষয়ের আকারে আকারিত হয়,
তাঁহাকে নিরুদ্ধ বলে । ঐ প্রকারে চিত্ত পরমেশ্বর-
স্বরূপে নিরুদ্ধ হইলে তাঁহা যোগ নামে অভিহিত ।
যদিও যে কোন ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তনিরোধই যোগ-
সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাঁহা গোণ বলিয়া গ্রহণ
তাঁহা গ্রহণীয় নহে । যোগের অঙ্গ যম, নিয়ম,
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণা ও
সমাধি—এই অষ্ট প্রকার । যোগের প্রতিবন্ধক

মবেত্। যद्यপি যত্র কুলাপি বিষয়ে চিত্তনিরোধো
যোগনান্নাভিহিতস্তথাপি গৌণত্বাৎ স এবাত্র পরিহৃতঃ।
যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমা-
ধয় ইতি যোগাঙ্গান্যষ্টৌ। তত্র যোগপ্রতিবন্ধব্যাপার-
ত্যাগো যমঃ। অহিসাঃস্তেয়-সত্য-সঙ্গ-হ্র-সংখ্যা-
স্তিক্য-ব্রহ্মচর্য্য-মৌন-স্থৈর্য্য-দ্যুমা-ভয়ানি দ্বাদশ যমাঃ।
যোগানুকূল্যানুপ্রানানি নিয়মাঃ। মৃজলাদিমির্বাছা
তথা পুণ্ডরীকস্মৃত্যান্তরং শোচম্, জপো হোমঃ, শাস্ত্র-
গুরুবাক্যেণ শ্রদ্ধা, আতিথেয়তা, পরমেশপূজনং, তীর্থাটনং
পরার্থচেষ্টা, সন্তোষঃ, আচার্য্যসেবেতি দ্বাদশৈতৈ। যথা
কথঞ্চিৎ শরীরস্থৈর্য্যমাসনম্ পদ্মস্বস্তিকবীরাদি-
ভেদাভিহিতম্। আয়ামে (বিস্তারেণ) প্রাণানাং
নিম্নলীকরণং প্রাণায়ামঃ। তত্র দক্ষিণনাসা ষোড়শ-
মাত্রিকো বায়ুত্যাগো রেচকঃ। সন্ধ্যাঘ্রাণেন দ্বাত্রিংশ-
ন্মাত্রিকা দানং পূরকঃ। ততো রুদ্ধনাসাপুট্যভ্যাং

চতুঃষষ্টিমাত্রিকং বায়ুস্তম্ভনং কুম্ভকঃ। তদ্বিপরীতোঃপি ;
প্রাণায়ামোঃপি জপগর্ভং নিগর্ভত্বাদ্বিধা। বিষয়েভ্য
ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ। যথা কর্ণদ্বা-
শব্দাৎ, ত্বচাম্ স্পর্শাৎ, চক্ষুশো রূপাৎ, রসনায়া
রসাৎ, নাসিকায়া গন্ধাৎ। যম-নিয়মাভ্যাং
কর্মণাম্, আসনেন কর্মেইন্দ্রিয়াণাং, প্রাণায়ামেন প্রাণানাং
প্রত্যাহারেণ চ জ্ঞানেইন্দ্রিয়াণাং নিয়মনং জায়তে।

অথানন্তঃকরণসংযমো লিখ্যতে। যথার্থযোগ-
শব্দেনোদ্दिष्टোऽন্তঃকরণসংযম এব কর্ম-তদিইন্দ্রিয়-দেহ-
প্রাণ-জ্ঞানকরণানাং সংযমং বিনা ন সিধ্যেদিতি আদাবেব
তেषাং নিগ্রহেণ প্রযোজনম্। বিবিধবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য
ध्येये मनसः सन्धारणमेव धारणा। ধারণায়া
চিত্তৈকাগ্রো সতি ধ্যেয়াঙ্গপ্রত্যঙ্গেণ চিত্তং সম্বাচ্য তত্র
তত্র স্থিরতা-পাদনং ধ্যানম্। ধ্যানবশীকৃতচিত্তস্য-
ধ্যেয়াকারতামাপাদ্যতো নিরোধনং সমাধিঃ। সমাধৌ

বাপার ত্যাগের নাম যম। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়,
অসঙ্গ, হ্রী, অসঞ্চয়, আশ্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য,
ক্ষমা ও ভয় এই দ্বাদশবিধ যম। যোগবিষয়ে,
আনুকূল্য বাপার সকলের অনুষ্ঠানকে নিয়ম বলে।
মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা বায়ুশোচ, পরমেশ্বরের স্মরণ
দ্বারা আভ্যন্তরশোচ, জপ, তপ, হোম, শাস্ত্র ও
গুরুর বাক্যে বিশ্বাস, অতিথি-সৎকার, পরমেশ্বর
পূজন, তীর্থাটন, পরার্থচেষ্টা, সন্তোষ ও আচার্য্য-
সেবা—এই দ্বাদশ প্রকার নিয়ম। যেকোন
উপায়ে দেহের স্থিরীকরণের নাম আসন। তাহা
পদ্ম, স্বস্তিক, বীরাদিভেদে বহুবিধ। প্রাণের
বিস্তার দ্বারা স্থিরীকরণের নাম প্রাণায়াম। সেই
হেতু অগ্রে দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ষোড়শ মাত্রা
কাল বায়ু ত্যাগরূপ রেচক, পরে বাম নাসাপুট-
যোগে দ্বাত্রিংশমাত্রাকাল বায়ুপূরণরূপ পূরক ও
শেষে নাসাপুটদ্বয় রুদ্ধ করিয়া চতুঃষষ্টিমাত্রাকাল
কুম্ভক করিতে হয়। তদ্বিপরীতভাবেও প্রাণায়াম

হয়। এ প্রাণায়াম সগর্ভ-নিগর্ভ ভেদে দুই
প্রকার।

ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ
করাকে প্রত্যাহার বলা হয়। যথা কর্ণকে শব্দ হইতে,
জ্ঞকে স্পর্শ হইতে, চক্ষুকে রূপ হইতে, রসনাকে
রস হইতে নাসিকাকে গন্ধ হইতে প্রত্যাহরণ।
যম ও নিয়ম দ্বারা কর্মসকলের সংযম, আসনদ্বারা
কর্মেইন্দ্রিয়সমূহের নিয়মন, প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ
বায়ুর এবং প্রত্যাহার দ্বারা জ্ঞানেইন্দ্রিয়সমূহের
নিয়মন করা হইল। অতঃপর অন্তঃকরণের সংযম
বিস্তৃত হইতেছে। যদিও প্রকৃত যোগ-শব্দে
অন্তঃকরণের সংযমকেই লক্ষ্য করে তথাপি কর্ম,
কর্মেইন্দ্রিয়, দেহ, প্রাণ ও জ্ঞানেইন্দ্রিয়ের সংযমন
ব্যতীত অন্তঃকরণের সংযম সম্ভব নহে বলিয়া অগ্রে
ঐগুলির নিয়মনের প্রয়োজন। নানা বিষয় হইতে
মনকে আকর্ষণ করিয়া ধোয় বিষয়বিশেষে সন্ধানকে
ধারণা বলে। ধারণা দ্বারা চিত্ত একাগ্রতা লাভ

দ্রষ্টা স্বরূপেঽবতিষ্ঠতে । অন্যদা চিত্তং সাক্ষ্যং লভতে ।
ধারণা-ধ্যান-সমাধয় ইতি যোগাঙ্গলিকমন্তঃকরণ্যম
উচ্যতে । ধ্যেয়ভেদাদস্য বহুধাত্বম্ । তর্হি যোগিনো
দেহান্তর্গতচক্রবৃক্স্য চক্রবিশেষে, তত্বভেদে, স্বেচ্ছস্বরূপে
বা এবং সংযমমধ্যস্থ্যন্তি । কর্মযোগিনঃ পরমেশং
বিশ্বাকারেণ তাদাত্ম্যপ্রাপ্তং বিভাব্য যজ্ঞাদিকর্মরূপিণং
ভাবয়ন্তি । সাংখ্যযোগিনঃ প্রকৃতিপুরুষবিবেকেন ব্যক্তাব্যক্ত-
সমাধিযুগলমनुশীলয়ন্তি । বিশ্ব-সর্গ-পালন-সংহারান্
বিভাব্য পুরুষস্য প্রকৃতিবিলম্বণত্বস্য প্রকৃতীকরণকর্তৃত্বস্য
চ চিন্তনং ব্যক্তপ্রকৃতিপুরুষবিবেকঃ । তদা পঞ্চবিংশতি-
তত্বাकारा विश्वस्वरूपा प्रकृतिश्चिन्त्यते । प्रलयं भावयन्
प्रकृतौ तत्प्रलयस्य, ततः प्रकृतितः पुरुषस्य भेदस्य,
तत्साक्षित्वस्य च चिन्तनमव्यक्तप्रकृतिपुरुषविवेकः ।

ধ্যানযোগবতাं সমাধিরপি द्वিधा । সংপ্রজ্ঞাতা-
সংপ্রজ্ঞাতৌ । পঞ্চবিংশতিতত্বাত্মকস্য প্রকৃতিকার্য্যস্য

विश्वस्य ध्यानेन सह महापुरुषध्यानपूर्वकः समाधिः
संप्रज्ञातनामा । केवलं महापुरुषध्यानपूर्वकस्तत्स्वरूप-
समाधिरेवासंप्रज्ञातसमाधिः । एते योगिनः प्रकृति-
प्रवर्त्तकत्वेन महापुरुषं पश्यन्ति ।

জ্ঞানযোগিনামপি সমাধেদ্বৈবিধ্যং, যথা জ্ঞাননিষ্ঠো
জ্ঞানসম্প্রজ্ঞাসম্ভবঃ । পরব্রহ্ম এব মায়াহ্মায়াঃ প্রকৃতেরাশ্রয়ঃ ।
অতো মাযারচিতং বিশ্বমিদং তত্বস্বরূপাদম্বিনম্ । এবং
জ্ঞানপূর্বকঃ স বিশ্বপরব্রহ্মস্বরূপানুভবো জ্ঞাননিষ্ঠ-
সমাধিরুচ্যতে । বিশ্বস্য নামরূপস্মরণং বিহা-
কেষাং পরব্রহ্মানুভবো জ্ঞানসম্প্রজ্ঞাসঃ ।

भक्तियोगिनां समाधेश्च द्वैधम् । यथा प्रकटा-
प्रकटलौलानुभवौ । ब्रह्माण्डावतरणरूपाणां भगवल्लीला-
नामनुभवः प्रकटलौलानुभूतिः । अथ परब्रह्मस्वरूप
वैकुण्ठलोके नित्यघटितभगवल्लीलानामभूतिः अप्रकट-
लौलानुभवः । विषया एते परतो व्यक्तौभविष्यन्ति ।

করিলে ধোয় বিষয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চিত্তকে সঞ্চালন
পূর্বক তত্তদঙ্গাদিতে স্থিরীকরণকে ধ্যান বলা হয় ।
ধ্যান দ্বারা চিত্ত বশীভূত হইয়া নিরোধযোগ্য হইলে
ধোয়াকারে চিত্তকে আকারিত করিয়া নিরুদ্ধ
করিতে হয়, ইহাই সমাধি নামে অভিহিত ।
সমাধিকালে দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থিতি করেন, অন্-
যময়ে চিত্তবৃত্তি সাক্ষ্য লাভ করে । ধারণা, ধ্যান
ও সমাধি এই ত্রিবিধ যোগাঙ্গকে অন্তঃকরণসংযম
বলা হয় । ধোয়ভেদে এই সংযম নানাবিধ । অতএব
যোগিগণ শরীরমধ্যগত ঘটচক্রের মধ্যে চক্রবিশেষে
অথবা তত্ত্ববিশেষে কিংবা ইচ্ছদেবরূপে এই সংযম
অভ্যাস করেন । কর্মযোগিগণ পরমেশ্বরকে
বিশ্বাকারে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ভাবনাপূর্বক যজ্ঞাদি
কর্মরূপে ভাবনা করেন । সাংখ্যযোগিগণ প্রকৃতি-
পুরুষবিবেকপূর্বক ব্যক্ত ও অব্যক্ত নামক সমাধিব্র-
্যবলম্বন করেন । বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহারের
ভাবনাপূর্বক পুরুষের প্রকৃতি হইতে ভিন্নত্ব এবং

প্রকৃতির দ্রষ্টৃত্ব চিন্তার নাম ব্যক্ত-প্রকৃতিপুরুষবিবেক ।
এই কালে প্রকৃতিকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আকারে
ভাবনা করিয়া বিশ্বকারে ধারণা করিতে হয় ।
প্রলয়কালের ভাবনাপূর্বক প্রকৃতিতে পঞ্চবিংশতি
তত্ত্বের লয়, এবং পরে প্রকৃতি হইতে পুরুষের
ভিন্নত্ব ও প্রকৃতির সাক্ষি ভাবনার নাম অব্যক্ত-
প্রকৃতিপুরুষবিবেক ।

ধ্যানযোগিগণের সমাধিও দ্বিবিধ ; সংপ্রজ্ঞাত
ও অসংপ্রজ্ঞাত নামে খ্যাত । পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক
প্রকৃতির কার্য্য বিশ্বের ধ্যানের সহিত মহা-
পুরুষের ধ্যানপূর্বক সমাধি সংপ্রজ্ঞাতসমাধি নামে
অভিহিত । কেবল মহাপুরুষের ধ্যানের সহিত
তৎস্বরূপে সমাধিকে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয় ।
উক্ত যোগিগণ প্রকৃতির প্রবর্তকরূপে মহাপুরুষকে
দর্শন করেন ।

জ্ঞানযোগিগণের সমাধি দ্বিবিধ, যথা জ্ঞাননিষ্ঠ
ও জ্ঞানসম্প্রজ্ঞাস । পরব্রহ্ম এই মায়াবান্ধী প্রকৃতির,

ইত্থং পরমেশ্বররূপে স্বচিত্তানিরোধো যোগনাম্ভাষীযতে ।
অপরাণি যোগশাস্ত্রতো জ্ঞাতব্যানি ॥১৪॥

নাস্তিকঃ—কৌটুশাস্ত্রে যোগপ্রভাবা যৈর্মুক্তানামপি
তারতম্যং ঘটতে ?

সূত্রকৃত—যোগপ্রভাবান্ প্রদর্শয়তি ।

অন্যান্তঃকরণপ্রবেশস্তত্কার্মদর্শনন্তত্-
প্রেরণন্তদ্-গোচরতাতদনুগ্রহণং বিষয়সর্জনাদিক্চ
যোগপ্রভাবাঃ ॥১৫॥

যোগশাস্ত্রান্যান্তঃকরণপ্রবেশাসামর্থ্যং, তত্র চ ধ্যানাদি
ব্যাপারাবেক্ষণং স্বেচ্ছয়া পরান্তঃকরণপ্রেরণং (যথা নিজা-
মিলাষস্তথৈব পরান্তঃকরণেঃমিলাষযোগ্যতয়োরুদয়নং)

আশ্রয়, অতএব মায়ারচিত এই বিশ্ব পরব্রহ্মস্বরূপ
হইতে ভিন্ন নয়, এইরূপ জ্ঞানপূর্বক বিশ্বসহিত
পরব্রহ্মস্বরূপের যে অনুভব, তাহাক জ্ঞাননিষ্ঠ
সমাধি বলে। বিশ্বের নামরূপের স্মরণ ত্যাগ
করিয়া কেবল পরব্রহ্মস্বরূপের যে অনুভব, তাহাকে
জ্ঞানসম্মান বলা যায়।

ভক্তিয়োগিগণের সমাধিও দ্বিবিধ, যথা প্রকট-
ভগবল্লীলানুভব ও অপ্রকটভগবল্লীলানুভব। ব্রহ্মাণ্ড
মধ্যে অবতরণরূপে যে ভগবল্লীলার অনুভব তাহাকে
প্রকটভগবল্লীলানুভব বলা হয়। পরব্রহ্মস্বরূপের
মধ্যে বৈকুণ্ঠধামে যে নিত্যসত্তারূপ ভগবল্লীলার
অনুভব, তাহাই অপ্রকটভগবল্লীলানুভব। এই
বিষয়গুলি পরে বিস্তৃত হইবে। এই প্রকার
পরমেশ্বর-স্বরূপে যে স্বকীয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ
তাহাই যোগনামে পরিচিত। যোগবিষয়ে অন্যান্য
জ্ঞাতব্য যোগশাস্ত্র হইতে জানিবেন ॥১৪॥

নাস্তিক—যে যোগপ্রভাবতারতম্যে যুক্ত-
জীবগণের মধ্যেও তারতম্য হয়, তাহার লক্ষণ
জানিবার প্রয়োজন।

সূত্রকার যোগপ্রভাবসমূহের প্রকাশ করিতেছেন।

স্বৈরং পরানুভূতিপরিচালনং (অনেনৈবমেব ধ্যায়তাং
দৃশ্যতাং, শ্রুয়তাং বেত্যাদিবাঙ্ঘ্র্যামাত্রাণ তস্যাপি তাহৃগ্-
ধ্যানদর্শনশ্রবণাদিকং, ফলতঃ তত্তদ্ব্যয়ানাচাকারেণ
নিজস্য তদগোচরৌভবনং), তত্র চ স্বেচ্ছয়া তদীয়-
প্রার্থনেন বা শক্তিং সশ্চার্য্যামৌষ্টসাধনং, তথাভূতভৌতিক-
বিষয়াদৌনাং সর্গাশ্চ সম্ভবেত্।

মহোদয়, শাস্ত্রাক্তানাং সুস্ববোধায়ৈব সূত্রে কতিপয়া
এত্ যোগপ্রভাবা দর্শিতাঃ। শাস্ত্রেণ ভূরিশৌঃপরে প্রভাবা
বর্ণিতাঃ। অতোহেতোঃ সূত্রে আদিশব্দপ্রয়োগঃ। তে চ
সিদ্ধয় উচ্যন্তে। ত এবম্—স্বদেহতনুসংকরণম্, লব্ধ-
সম্পাদনম্, বৃহত্তমত্বাপাদনম্। উপলক্ষণেন গুরু-
করণমপি। মনসা বিষয়মুদ্ভাব্যেন্দ্রিয়দ্বারেণ বা

যোগের শক্তিতে অন্যের অন্তঃকরণ মধ্যে
প্রবেশ, উক্ত অন্তঃকরণমধ্যে ধ্যানাদি ব্যাপার দর্শন,
আপনার ইচ্ছানুসারে অপরের অন্তঃকরণের প্রেরণ,
অর্থাৎ যেকোন নিজের ইচ্ছা সেইরূপ তদীয় অন্তঃ-
করণে ইচ্ছা ও যোগ্যতা প্রভৃতির প্রকাশ, নিজের
ইচ্ছানুসারে অপরের অনুভূতির পরিচালনা, অর্থাৎ
এই ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি
করুক, ইচ্ছামাত্রে সেই ব্যক্তিরও সেইরূপ ধ্যান,
দর্শন, শ্রবণাদির ঘটনা, ফল কথা সেই সেই ধ্যানাদি-
আকারে স্বয়ং তদগোচরীভবন, ঐ অন্যের অন্তঃ-
করণে নিজেচ্ছায় বা তদীয় প্রার্থনায় শক্তিসঞ্চার-
পূর্বক অভীষ্টকার্য্য সম্পাদন এবং ভূতভৌতিক-
বিষয়ের স্বজন প্রভৃতি ব্যাপারসমূহ যোগপ্রভাবে
হয়।

মহোদয়! কেবল গ্রন্থোক্ত বিষয় সকলের সুখ-
বোধের অভিপ্রায়ে সূত্রে অল্পসংখ্যক কয়েকটি যোগ-
প্রভাবের উল্লেখ হইল, কিন্তু এতব্যতীত শাস্ত্রে
বহুপ্রকার যোগপ্রভাবের বর্ণন আছে। ঐগুলি
সিদ্ধিনামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধিসকল এইরূপ ;
যথা—আপনার দেহকে অতিসূক্ষ্ম করিতে পারা

বিষয়ানাহার্য তত্বেষ্যকারত্বলাভঃ (স্বশক্ত্যা তত্-
সৃষ্টিঃ), অনেনৈব যথাকামং দৃশ্যশ্রুতভোগসম্পাদনে সামর্থ্যং
প্রাপ্যত্ব স্বশক্তিপ্রেরণেন তত্প্রদর্শনাদ্যর্থমমৌষ্টং সম্পা-
দয়িতুং বা পরশক্তিচোদনস্য সামর্থ্যং চ সম্পদ্যতে ।
বিষয়াসঙ্কল্যাগেন বৈরাগ্যং পরব্রহ্মকাত্মপ্রদর্শনানন্দে
নিমজ্জ্যেতরকামপরিহারোপি পরমসিদ্ধিনাম্না পরিচীযতে ।
দেহে চুত্-পিপাসা-জরা-মরণ-শোক-মোহাঘ্রমাভাঃ, সুদূর-
শব্দশ্রবণং, মহান্তরালরূপদর্শনং, স্বৈরেণাভৌতস্থানে
বপুঃপ্রবেশনং, যথেষ্টাভ্যাসপ্রহরণং, শব্দেহে প্রবিষ্ট্য তত্-
পরিচালনং, যত্নকুলাপি যদা কদাপি স্বতনুত্যাজনং,
দেবদেবনালোকনং, তত্ক্রৌড়াসাহচর্য্যং, যথাসঙ্কল্পং
সংসিদ্ধিঃ, আজ্ঞাগত্যোরপ্রতিঘাতঃ, লৈকালিকবিষয়জ্ঞানং,

দ্বন্দ্বত্যাগঃ, পরচিত্তাভিজ্ঞানম্, অনলাদৌনাং স্তম্ভনম্,
অপরাজেয়তা, এবম্প্রকারশাস্ত্রীয়সিদ্ধৌনাং কাশাশ্চ
দুস্তলখোঃস্মিন্ সূত্রে প্রদর্শিতঃ । ‘পরমেশে অনবচ্ছিন্ন-
চিত্তনিবেশাদেতাংসং সমুদু্ভবঃ’ ইতিপ্রত্যয়াত্ তস্মিন্বে-
সমাধি অনবচ্ছিন্নধ্যান-জ্ঞান-ভক্তিয়োগেন চিত্তনিবে-
শাদুক্তানুক্তসিদ্ধিসমূহানামবগামঃ নান্যথা । কাশ্চিত্ত-
তুল্লাঃ সিদ্ধয়ো জন্মৌষধিতপোমন্তবলেনাপি প্রভবন্তি ।

সকামকর্মযোগেন স্বর্গসাম্রাজ্যাভিলাষঃ, নিষ্কাম-
কর্মযোগেন, সাংখ্যযোগেন, ধ্যানযোগেন, জ্ঞানযোগেন,
ভক্তিয়োগেন বা চিত্তনৈর্মল্যাদধিকারলাভঃ সর্বेषু
সঙ্কল্যতে । সাংখ্যযোগেন বিতাপনিবৃতিরূপা সিদ্ধিশ্চ
লভ্যতে । তাপস্তাবদাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকা ইতি

অতীত ভারতীয় কলিবার যোগ্যতা বা অতিবৃহৎ
কলিবার সামর্থ্য । ইহাও উপলক্ষণমাত্র, অদেহকে
অতিভারবান্ করিতে শক্তি জন্মে । অন্তঃকরণ দ্বারা
বিষয় উদ্ভাবন করিয়া কিংবা শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা,
ঘ্রাণ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া সেই সেই বিষয়াকারতা
লাভ করা অর্থাৎ অশক্তিবলে সেই সেই বিষয়ের
স্থিতিতে সামর্থ্য লাভ, এই সিদ্ধি সাহায্যে কামনা-
নুসারে দৃষ্ট, শ্রুত ভোগসম্পাদনে শক্তি পাওয়া,
এবং পূর্বোক্তপ্রকারে অশক্তিপ্রেরণপূর্বক তৎ-
প্রদর্শনাদির বা কোন অভীষ্টকার্যসাধনের উদ্দেশে
পরশক্তিরও প্রেরণে সামর্থ্য লাভ প্রভৃতি হয় ।
বিষয়সমূহে আসক্তিত্যাগরূপ বৈরাগ্য এবং পর-
ত্রৈলোক্যাদর্শনানন্দে নিমজ্জনপূর্বক কামান্তরবর্জন,
ইহাও পরমসিদ্ধি । শরীরে ক্ষুৎপিপাসা, জরামৃত্যু,
শোকমোহাদির অভাব, বহু দূরস্থ শব্দের শ্রবণ বা
রূপের দর্শন, ইচ্ছামাত্র অভীষ্টস্থানে শরীর-প্রবেশন,
ঐন্দ্রিয়রূপ ধারণ, প্রাণহীন শব্দেহে প্রবেশ পূর্বক
তদেহ পরিচালনা, স্বেচ্ছায় অশরীর পরিহার,
দেবগণের ক্রীড়াদর্শন-পূর্বক তৎসহ ক্রীড়ন,
সংকল্পানুরূপা সংসিদ্ধি, আজ্ঞা ও গতির অপ্রতিঘাত,

ত্রিকালজ্ঞান, সুখদুঃখ, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের ত্যাগ,
অন্যের চিন্তগত ব্যাপার ও কার্যাদির অভিজ্ঞান,
অগ্নি, সূর্য্য, জল, বিষাদির শুভন, অপরাজেয়তা
প্রভৃতি ব্যাপার সকল শাস্ত্রীয়-সিদ্ধি । ইহাদের
মধ্যে কোন কোন সিদ্ধির উল্লেখ এই সূত্রে
হইয়াছে । পরমেশ্বরে অনবচ্ছিন্নভাবে চিত্ত নিবিষ্ট
হইলেই এই সকল সিদ্ধির লাভ হয়, এইরূপ
বিশ্বাস সহকারে তাঁহাতে সমাধিপূর্ণান্ত অনবচ্ছিন্ন-
ভাবে ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিয়োগ দ্বারা
চিত্তনিবেশের ফলে উক্ত ও অনুক্ত সিদ্ধিসমূহের
প্রাপ্তি ঘটে । উক্তপ্রকারে বিশ্বাস ও পরমেশ্বরে
অনবচ্ছিন্ন চিত্তনিবেশ ব্যতীত এই সিদ্ধিসমূহের
লাভ হয় না । কিন্তু কোন কোন ক্ষুদ্রসিদ্ধি জন্ম,
ওষধি, তপঃ ও মন্ত্র দ্বারা লাভ হয় । সকাম কর্ম-
যোগদ্বারা স্বর্গ ও সাম্রাজ্যাদির লাভরূপ সিদ্ধিলাভ
ঘটে । নিষ্কাম কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ, ধ্যানযোগ,
জ্ঞানযোগ ও ভক্তিয়োগে চিত্ত নির্মল হইলে
সর্ববিষয়ে অধিকার লাভরূপ সিদ্ধি করতলগত হয় ।
সাংখ্যযোগ দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও
আধিদৈবিক তাপত্রয়-নিবৃত্তিরূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় ।

ত্রিধা। শারীরো মানসश्च তাপ আধ্যাত্মিকঃ, দেব-
প্রণীতঃ ক্লেশ আধিদৈবিকঃ, ইতরপ্রাণিবিহিতস্তাপ
আধিভৌতিকঃ। তস্মাদ্ ধ্যান-জ্ঞান-ভক্তিয়োগৈঃ প্রোক্তাঃ
সিদ্ধয়ো লভ্যন্তে। পরং জ্ঞানযোগিনো ভক্তিপরা বা সিদ্ধীরন-
পেদ্যৈব কেবলং স্বোপাসনে ভজনানন্দে বা নিবিষ্টাঃ সিদ্ধি-
সিদ্ধয়োঃপি চেটিকাণ্যং পরিচর্য্যার্থং তাননুसरन्ति।

মহোদয়! পূর্বপ্রোক্তানি সাংখ্যযোগতত্ত্বানি, মুক্ত-
দশানুশাসনাঃ, যোগপ্রকারাঃ, যোগপ্রভাবাश्च অপ্রত্যক্ষাণীতি
শ্রীমদানন্দীকর্তব্যানি। স্বচিন্তব্যাপারত্বাচ্চানি
প্রত্যক্ষাণ্যেব। যদ্যপি মুক্তদশা সিদ্ধিश्च ভবতোঃস্যাপি
ন সিদ্ধা, তদেবাযোগ্যতয়া, সতি যোগ্যত্বৈবশ্যম্ভবেৎ।
জীবানাম্ বিশুদ্ধত্বং, নিত্যত্বश्च, পরমেশস্যাস্তিত্বং বিশ্ব-

স্বষ্টত্বश्च ভবতাজ্জীকৃতম্। প্রত্যক্ষবিশ্বমবলোক্য পারমেশ-
যোগপ্রভাবেষু সংশয়সম্ভাবনা ন স্যাদেব, যোগমূলে
বিশ্বসর্গে তস্য সাধনান্তরাभावात्। পরমেশযোগপ্রভাবা-
লোকনে স্বৌষেপু পরকৌষেবপি যোগপ্রভাবপ্রাকট্যে নিঃ-
সংশয়িতো ভবেৎ, যতো জীবেষু তাৎক্ষ্যক্ত্যাংশাभावविहः।
পরমেশচিত্তাদিবস্তদংশজীবচিত্তাদীনাম্ সন্নাহ ইত্যর্থঃ ॥১৭

নাস্তিকঃ—স্বযোগ্যতাবিরহানুসৃতদশাযোগপ্রভাবা-
দীনামপ্রাকট্যেঃপি তত্তনানন্দীকার্যম্। স্বচিন্তব্যাপার-
জ্ঞানেন তত্র বিশ্বাসো জায়তে। সংশয়ান্তরমতঃপরং
ব্যজয়িষ্যামি। পরং চিত্তমেব সর্বমূলং পশ্যামি।
অতস্তদ্ভেদানাম্ বিস্তারিতজ্ঞানমাবদ্যকম্।

সূত্রকর্তা—চিত্তস্য ভেদং সৃণ্বতি সূত্রগতি।

শারীর ও মানস তাপের নাম আধ্যাত্মিক, ইতর
প্রাণিকৃত ক্লেশের নাম আধিভৌতিক এবং দেবগণ
প্রণীত দুঃখের নাম আধিদৈবিক। অতএব ধ্যানযোগ,
জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ দ্বারা পূর্বোক্ত সিদ্ধিসমূহের
লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী সিদ্ধি-
সকলের অপেক্ষা না করিয়া স্বকীয় উপাসনা ও
ভজনের আনন্দে নিমগ্ন থাকেন, তথাপি সিদ্ধিগণ
চেটিকাৎ তাঁহাদের পরিচর্য্যার্থ অনুব্রতা হন।

হে মহোদয়, পূর্বের সাংখ্যযোগে যে তত্ত্বগুলির
উল্লেখ হইয়াছে, কিংবা যে মুক্তাবস্থার বর্ণন করা
হইয়াছে, যে যে যোগের উক্তি হইয়াছে অথবা
যে যোগপ্রভাবসমূহের কথন হইয়াছে, ঐ সকল
বিষয় অপ্রত্যক্ষ বলিয়া আপনি অস্বীকার করিতে
পারেন না। এই ব্যাপার সমূহ স্বচিন্তের ব্যাপার
বলিয়া প্রত্যক্ষ। যদ্যপি মুক্তাবস্থা বা সিদ্ধিসকলের
লাভ অত্যাধি আপনার হয় নাই, তাহা
কেবল আপনার অযোগ্যতা বশতঃ। যোগ্যতা
জন্মিলেই তাহা অবশ্য হইবে, তাহাতে
কোন সংশয় নাই। আপনি জীবের বিশুদ্ধতা
ও নিত্যতা এবং পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও বিশ্বশ্রুত্ব

স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষসিদ্ধি বিশ্ব সন্দর্শন
করিয়া পরমেশ্বরের যোগপ্রভাবে আপনার সংশয়
হইতে পারে না। যেহেতু পরমেশ্বরের বিশ্বশ্রুতিতে
যোগ ব্যতীত অন্য সাধন প্রদর্শন করিতে পারেন
না। পরমেশ্বরের যোগপ্রভাব দর্শন করিয়া স্বকীয়
ও পরকীয় যোগপ্রভাবাদির প্রাকট্যবিষয়ে অবশ্য
নিঃসংশয়িত হইতে পারেন, যেহেতু জীবসমূহে
তাৎক্ষ্যশক্ত্যাংশের অভাব নাই, অর্থাৎ পরমেশ্বরের
চিত্তাদিশক্তিৎ জীবেরও চিত্তাদিশক্তি অবশ্য
আছে ॥১৫॥

নাস্তিক—স্বকীয় যোগ্যতার অভাবে মুক্তাবস্থা
ও যোগপ্রভাবাদির প্রাকট্য না হইলেও তাহা
অস্বীকার করিতে পারা যায় না, স্বচিন্তগত ব্যাপার
জ্ঞানে তাহাতে বিশ্বাস জন্মিতেছে। অন্য যে যে
বিষয়ে সংশয় বা আপত্তি আছে, তাহা পরে ব্যক্ত
করিব। কিন্তু দেখিতেছি যে, সকল ব্যাপারের
মূল একমাত্র চিত্ত। অতএব চিত্তের ভেদ বিস্তারিত-
রূপে জানিবার কৌতূহল হইয়াছে।

সূত্রকার—চিত্তের ভেদ শ্রবণ করুন, এই বলিয়া
সূত্র করিতেছেন।

চিত্তমপ্রাকৃতম্ প্রাকৃতম্ ॥১৬॥

চিত্তং দ্বিবিধম্, অপ্রাকৃতং প্রাকৃতম্ । মহাশয় ! প্রাক্ প্রকৃতি-তৎকার্য্যে কথিতে । তদন্তরে অনবস্থায় যচ্চিত্তং তদতীতপরব্রহ্মান্তর্গতনিত্যতন্ময়াপরিচ্ছিন্নবৈকুণ্ঠে তদ্ধামবিহারিশ্রোভগবদ্বিপ্রদস্য, তত্পার্শ্বদানাং, তদ্ধাম-পদার্থানাং চ অনুভবশীলং তদপ্রাকৃতম্ । যতু তত্পর্শ্যচক্ষুঃ কেবলং প্রাকৃতেষু বিচরতি বিশ্রাম্যতি বা, তত্প্রাকৃতম্ । পরন্তো বিস্তারো বদ্যতে ॥১৬॥

নাস্তিকঃ—অপ্রাকৃতচিত্তবৈশিষ্ট্যং পুনঃ কিম্ ?

সূত্রকৃত্ অপ্রাকৃতচিত্তবৈলক্ষণ্যং বর্ণায়তি ।

আদ্যং পরস্পরসুখার্থমপরিচ্ছিন্নবিষয়নিষ্টম্ ॥১৭॥

বর্ণিতযোরাদ্যমপ্রাকৃতচিত্তং পরস্পরসুখার্থং প্রকটিতং তথাপরিচ্ছিন্নবিষয়নিষ্টম্ ভদেৎ । ন তু তদ্বিপরীতং

প্রাকৃতবত্ । মহোদয় ! ভগবান্ স্বচ্চিত্তে ঐচ্ছিত্ত্যশক্ত্যা নিত্যানিত্যসমাধিমনুশীলয়তি । তত্র নিত্যসমাধিরেবা-প্রাকৃতবিশ্বম্ । তদনন্তকোটিবৈকুণ্ঠাকাশেণ বিভক্তং তথা পরিচ্ছিন্নেদরাহিত্যাদবিভক্তম্ । তানি ধামানি, তদ্রূপপরিচয়পশুবিহগবৃদ্ধাদিবস্তুনি বৈকুণ্ঠপতিরিব পরিচ্ছিন্নবত্ প্রতীয়মানান্যপ্যপরিচ্ছিন্নানি, নানারূপ-বদৃষ্টান্যপি সদৈকরূপাণি, সততং সর্বত্র নিখিলবস্তুনাং সদ্ভাবাত্ । নাস্ত্যত্র কশ্চিত্ সন্দেহাবকাশঃ । যতঃ সত্ত্বামাত্রম্ । एवं নিত্যাপরিচ্ছিন্নাপরিণতান্যপি রূপাণি ভক্তরাগবৈচিত্র্যাত্তদাকারৈরনুভূতানি ভবন্তি । ইদ-শানুভবিতচিত্তমপরিচ্ছিন্নবিষয়নিষ্টম্ পরস্পরসুখার্থম্—ভক্তা নিত্যভগবৎসেবার্থমেব তত্তদাদির্ভাবং প্রার্থয়ন্তি, ন তু নৈজকরণত্বম্ । শ্রীভগবানপি স্বভক্ত্যাচ্ছাণুপূর্তং নিত্যসমাধিরূপস্য স্বরূপবৈচিত্র্যস্য

চিত্ত দুই প্রকার যথা—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত । মহোদয় ! পূর্বে প্রকৃতি ও তৎকার্য্য কথিত হইয়াছে । যে চিত্ত তদভ্যন্তরে অবস্থিতি না করিয়া তদতীত পরব্রহ্মস্বরূপান্তর্গত নিত্য তন্ময় অপরিচ্ছিন্ন বৈকুণ্ঠধামে, তথাবিধ তদ্ধামবিহারী শ্রী-ভগবদ্বিপ্রদেহে, তথাবিধ তৎপার্শ্বদানের এবং তথাবিধ তদ্ধামস্থ বস্তু সকলের অনুভব করিয়া থাকে, সেই চিত্তকে অপ্রাকৃত বলে । যে চিত্ত সেই অপ্রাকৃত-চিত্তগোচর বস্তুর স্পর্শ করিতে পারে না, কেবল পূর্বেবক্ত প্রকৃতি কার্য্যমাত্রেরই বিচরণ বা বিশ্রাম-লাভ করে, সেই চিত্তই প্রাকৃত । উভয় চিত্তের বিস্তার পর পর সূত্রে বর্ণিত হইবে ॥ ১৬ ॥

নাস্তিক—অপ্রাকৃত চিত্তের বিশেষ লক্ষণ আর কি ?

সূত্রকার অপ্রাকৃতচিত্তের বিশেষ লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন ।

পূর্বসূত্রে চিত্তের দ্বিবিধতা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমবিধ অপ্রাকৃত চিত্ত পরস্পরের স্তব্ধ

উদ্দেশে প্রকটিত ও অপরিচ্ছিন্ন বিষয়নিষ্ঠ হয়, কিন্তু প্রাকৃতবৎ স্তব্ধোদ্দেশে ব্যক্ত ও পরিচ্ছিন্ন বিষয়নিষ্ঠ নহে । হে মহোদয় ! পরমেশ্বর স্বকীয় চিত্তমধ্যে অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে নিত্যানিত্য সমাধির অনুশীলন করেন । তন্মধ্যগত নিত্যসমাধিকেই অপ্রাকৃত বিশ্ব বলা হয় । তাহা অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠাকাশে বিভক্ত ও অবিভক্ত, যেহেতু অপরিচ্ছিন্ন । উক্ত বৈকুণ্ঠধামসমূহ, বৈকুণ্ঠপরিচয়, বৈকুণ্ঠ-গত পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকল বস্তুই বৈকুণ্ঠপতিবৎ পরিচ্ছিন্নাকাশে প্রতীত হইলেও একরূপমাত্র, যেহেতু সর্বকালে সর্বদেশে সর্ববস্তুরই সম্ভাব হইয়া থাকে । এ বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না, যেহেতু কেবল সম্ভাবাত্র বা অস্তিত্ত্বান স্বরূপ । উক্তরূপ নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, অপরিণত হইলেও উক্ত বস্তুরসকল কেবল ভক্তগণের প্রীতি-বৈচিত্র্যদ্বারা তাদৃশ বিচিত্রাকাশে অনুভূত হয় । অতএব যে চিত্তদ্বারা এই সকল বস্তুর অনুভব হয়, সেই চিত্তকে অপরিচ্ছিন্ন বিষয়নিষ্ঠ বলা হয় । এবং

আবির্ভাবং বিদধাতি, ন তু স্বেन्द्रিয়বৃত্তি-
ধাसनया ॥১৩॥

নাস্তিকঃ—জ্ঞাতং ময়া প্রাকৃতচিত্তলক্ষণম্, প্রাকৃত-
চিত্তস্য বিশেষলক্ষণাশূণ্য মাং প্রশ্নে প্রলোভয়তি ।

সূত্রকৃত্ প্রাকৃতং চিত্তং বর্ণয়তি ।

পরং নিবৃত্তং প্রবৃত্তং চ ॥১৮॥

অথ প্রাকৃতচিত্তলক্ষণং বিব্রিয়তে । পরং দ্বিতীয়ং
প্রাকৃতং চিত্তং নিবৃত্ত-প্রবৃত্তভেদাৎ দ্বিপ্রকারম্ । মহোদয় !
পরমেশচিত্তস্থানিত্যসমাধিরেব প্রাকৃতবিশ্বম্ । ইদমেবা-
নন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডরূপেণ ভেদানাপ্রোতি । যে তু জীবাঃ
স্বকর্মবশাদ্ভ্রমন্তো ব্রহ্মাণ্ডেষু দুঃস্থান্যনুভূয় সৎগুরু-
প্রসাদাচ্ছিত্তো বৈরাগ্যাজ্ জ্ঞানযোগেন শক্তয়নুভূতিমৃতে

কেবলং পরমেশ্বররূপমনুভবন্তি, তेषাং চিত্তং নিবৃত্তম-
ভিধীয়তে । পন্থান্তরে, যে জীবা ব্রহ্মাণ্ডবিষয়েষ্বভি-
নিবেশবন্তঃ, তेषাং চিত্তং প্রবৃত্তম্ । এতयोर्विस्तारो
वक्ष्यते ॥১৮॥

নাস্তিকঃ—নিবৃত্তচিত্তবৈশিষ্ট্যং শ্রোতুমীহাবগম্যতে ।

সূত্রকৃত্ নিবৃত্তচিত্তস্য বিশেষলক্ষণং নির্বৈর্ণয়তি ।

নির্বিশেষনিষ্টম্ ॥১৯॥

আদ্যং পূর্বতোঃসুদৃষ্টম্ । তয়োরাখ্যং নিবৃত্তং চিত্তং
নির্বিশেষনিষ্টমিত্যর্থঃ । মহোদয় ! প্রকাশবিশেষাৎ
পরমেশো বহুধা জীবগোচরো জায়তে । ভক্তপ্রীতিবশঃ
পরমেশো নিত্যসমাধিপরস্তথা বিষয়াসক্তেষু কৃপাবশতঃ
নিত্যসমাধিবানপি স্বার্থায় ন কমপি স্বীকরোতি ।

উক্ত চিত্ত পরস্পরস্বার্থে প্রকটিত হয় । ইহার
তাৎপর্য্য এই যে—ভগবন্তত্ত্বগণ নিত্য ভগবৎ-সেবার
উদ্দেশ্যেই পূর্বোক্ত আবির্ভাবের প্রার্থনা করেন,
নিজস্বার্থে অর্থাৎ নিজেन्द्रিয়ের তৃপ্তিমানসে তাহা
করেন না । শ্রীভগবান্ও স্বকীয় ভক্তগণের প্রার্থনা
পূরণার্থে নিত্য সমাধিরূপ স্বরূপবৈচিত্র্যের আবির্ভাব
করেন, নিজকরণবর্গের তৃপ্তিমানসে করেন না ॥১৭॥

নাস্তিক—অপ্রাকৃত চিত্তের লক্ষণ অবগত
হইলাম । প্রাকৃতচিত্তের বিশেষ লক্ষণ শুনিবার ইচ্ছা
আমাকে জিজ্ঞাসায় লুক্ক করিতেছে ।

সূত্রকার প্রাকৃত চিত্তের লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন ।

প্রথমে অপ্রাকৃত চিত্তের লক্ষণ বর্ণনের পর
দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃত চিত্তের লক্ষণ কথিত হইতেছে ।
পর অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রাকৃত চিত্তের দুই ভেদ ;
যথা নিবৃত্ত ও প্রবৃত্ত । হে মহোদয় ! পূর্বোক্ত
পরমেশ্বর-চিত্তগত অনিত্য সমাধিকেই প্রাকৃতবিশ্ব
বলা হয় । এই প্রাকৃত বিশ্বই অনন্ত কোটি
ব্রহ্মাণ্ডরূপে ভেদ প্রাপ্ত হয় । যে সকল জীব স্বকর্মা-
নুসারে ব্রহ্মাণ্ডসমূহে পরিভ্রমণপূর্বক তজ্জনিত

দুঃখের অনুভব করিয়া সৎগুরুপ্রসাদে তাহা
হইতে বিরক্তিবশতঃ জ্ঞানযোগ দ্বারা শক্ত্যানুভব
ব্যতিরেকে কেবল পরমেশ্বরের স্বরূপের অনুভব
করে, সেই জীবগণের চিত্তকে নিবৃত্ত চিত্ত বলে ।
যে জীবগণ ব্রহ্মাণ্ডগত বিষয় সকলের অনুভব করেন,
সেই জীবগণের চিত্তই প্রবৃত্তচিত্ত । পর পর সূত্রে
এই চিত্তদ্বয়ের বিবরণ বিস্তারিত হইবে ॥১৮॥

নাস্তিক—নিবৃত্তচিত্তের বৈশিষ্ট্য অবগত
প্রয়োজন বোধ করিতেছি ।

সূত্রকার নিবৃত্তচিত্তের বিশেষ লক্ষণ নির্ণয়
করিতেছেন ।

আদ্য শব্দ পূর্বসূত্র হইতে অনুবৃত্ত হইতেছে ।
উভয় চিত্ত মধ্যে আদ্য অর্থাৎ নিবৃত্ত চিত্ত নির্বিশেষ-
নিষ্ট । হে মহোদয় ! প্রকাশ বিশেষে পরমেশ্বর
বহুবিকল্পে জীবগোচর হন । ভক্তগণের প্রীতিবশে
পরমেশ্বর পূর্বকথিত নিত্যসমাধিপর এবং
বিষয়াসক্ত জীবগণের প্রতি কৃপাহেতু অনিত্য-
সমাধিযুক্ত হইলেও স্বার্থহেতু কোন প্রকার সমাধি
স্বীকার করে না । অতএব জ্ঞান-যোগিগণ তাঁহাকে

অতো জ্ঞানযোগিনস্তং স্বরূপমাত্রনিষ্ঠং বদন্তি ।
 ভগবন্তিত্যসমাধিস্তেপাং ন গোচরো ভবতি । তে কেবলং
 তদনিত্যসমাধিঁ দৃষ্টা তস্য চ হেয়ত্বমনুভূষ ভগ
 কেবলস্বরূপনিষ্ঠত্বং মানয়ন্তি । ভক্তসঙ্ঘবলেন কশ্চিদ্
 জ্ঞানৌ নিত্যসমাধৌ প্রত্যখ্যবানপি ভক্তপ্রীতিহেতুতাজ্ঞানেন
 ততোঽপি পরমেশস্য বিরতিসামর্থ্যং বিবিচ্য তস্য
 কেবলস্বরূপনিষ্ঠতামেত্রাভিধায়াতি । কিন্তু নিত্যানিত্য-
 সমাখ্যনুভবাভিধায়াতি । তর্হি তজ্ঞানযোগিচিন্তং ন
 পরমেশশক্তিবিশেষনিষ্ঠং পরং কেবলস্বরূপনিষ্ঠম্ । অতো
 জ্ঞানযোগিচিন্তং নির্বিশেষনিষ্ঠং নিবৃত্তং কথ্যতে ॥ ১৭ ॥

নাস্তিক্যঃ—নিবৃত্তচিন্তালক্ষণমাকর্ণিতম্ । অথ
 প্রবৃত্তচিন্তবৈলক্ষণ্যবিপ্রাননে কৌতুহলং জাতম্ ।
 সূত্রকারঃ প্রবৃত্তচিন্তবৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি ।

বিশুদ্ধমশুদ্ধম্ ॥২০॥

পরশব্দঃ পূর্বসূত্রতোঽনুবৃত্তঃ । তয়োঃ পরং প্রবৃত্তচিন্তং
 দ্বিধা, বিশুদ্ধম্ অশুদ্ধম্ । মহোদয় ! ব্রহ্মাণ্ডবিষয়া-
 নুভবিত্বচিন্তং প্রবৃত্তমিতি বর্ণিতং প্রাক্ । তচ্ছিত্তবন্তো
 জীবা দ্বিভেদং-গতাঃ মুক্তা অমুক্তাশ্চ । যে মুক্তা বদ্ধান্
 প্রতি তত্বান্যুপদিশ্য তेषাং হিতায় ব্রহ্মসায়ুজ্যাদিকম-
 নিচ্ছন্নপি স্বচ্ছন্দং ব্রহ্মাণ্ডেযু বিচরন্তি, তেষাং চিন্তং
 বিশুদ্ধমাখ্যয়তে । সংসারগ্রস্তানাং চিন্তমেবাসুদ্রমিত্যু-
 ল্লিখ্যতে ॥২০॥

নাস্তিক্যঃ—বিশুদ্ধচিন্তালক্ষণং বিস্তার্যতাম্ ।

সূত্রকৃতং তত্ করোতি ।

স্বরূপমাত্র-নিষ্ঠ বলেন । বিশেষতঃ পরমেশ্বরের
 উক্ত নিত্য সমাধি জ্ঞানযোগিগণের গোচর হয় না ।
 সুতরাং তাঁহারা কেবল অনিত্য সমাধি দেখিয়া উহার
 অনিত্যতাহেতু হেয়ত্ব বিচার করিয়া পরমেশ্বরের
 কেবল স্বরূপনিষ্ঠত্বই অনুভব করেন । ভক্তযোগীর
 সঙ্ঘবলে কোন কোন জ্ঞানযোগী উক্ত নিত্য
 সমাধিতে বিশ্বস্ত হইলেও ভক্তপ্রীতিহেতুতাজ্ঞানে
 এবং পরমেশ্বরের তাহা হইতে বিরত হইবার
 সামর্থ্য অনুভব করিয়া পরমেশ্বরের কেবল স্বরূপ-
 নিষ্ঠতার অনুভব করেন এবং নিত্যানিত্য সমাধির
 অনুভূতি হইতে বিরত থাকেন । অতএব উক্ত
 জ্ঞান-যোগিগণের চিত্ত পরমেশ্বরের কোন শক্তি-
 বিশেষে নিষ্ঠ না হইয়া কেবল স্বরূপনিষ্ঠ হয় । এই
 হেতু উক্ত জ্ঞানযোগিগণের চিত্তকে নির্বিশেষনিষ্ঠ
 বা নিবৃত্তচিত্ত বলা হয় ॥১৭॥

নাস্তিক্য—নিবৃত্ত চিত্তের লক্ষণ শ্রবণ করিলাম ।
 অতঃপর প্রবৃত্তচিত্তের বৈশিষ্ট্য শ্রবণে কৌতুহল
 হইতেছে ।

সূত্রকার প্রবৃত্ত চিত্তের বিশেষ লক্ষণ বর্ণন
 করিতেছেন ।

পরশব্দ পূর্বসূত্র হইতে অনুবৃত্ত হইতেছে ।
 ঐ নিবৃত্তপ্রবৃত্ত মধ্যে যাহা পর অর্থাৎ প্রবৃত্ত,
 তাহাও বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে দুই প্রকার ।
 মহোদয় ! পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে, যে-জীবগণ
 ব্রহ্মাণ্ডগত বিষয়সমূহের অনুভব করে, সেই জীব-
 গণের চিত্তই প্রবৃত্ত নামে কথিত । উক্ত জীবগণ
 দুই প্রকার—মুক্ত ও অমুক্ত বা বদ্ধ । সে সকল
 মুক্ত জীব অমুক্ত বা বদ্ধ জীবগণের প্রতি তত্ত্বজ্ঞান
 বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্বক তাহাদের হিতবাহুয়
 ব্রহ্মসায়ুজ্যাদির লিপ্সা না করিয়াও স্বচ্ছন্দভাবে
 এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অবস্থান করেন, তাহাদের চিত্ত
 বিশুদ্ধ আখ্যা পায় । সংসারী বদ্ধজীবগণের চিত্তই
 অশুদ্ধরূপে উল্লিখিত হয় ॥২০॥

নাস্তিক্য—বিশুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ বিস্তারিতভাবে
 বর্ণন করুন ।

সূত্রকার তাহাই করিতেছেনঃ।

পরানুগ্রহমাত্ম ॥২১॥

আশ্বশব্দঃ পূর্বতোऽনুবৃত্তঃ। তয়োরাশ্বং বিশুদ্ধং
কেবলম্ পরানুগ্রহার্থং পর্যবস্যতি। স্ববিষয়ভোগ-
বাসনাবশান্ন কদাপি প্রবর্ত্তে। সর্বকালেষ্বেব পর-
মঙ্গলায় উদ্যুক্তে।

প্রতিব্রহ্মাণ্ডং চতুর্দশ ভুবনানি। তेषাং সর্বো-
পরিতনপ্রদেশে ব্রহ্মলোকঃ সত্যাপরনামা। ততঃ
ক্রমেণাধোঃ তপোজনমহর্লোকাঃ। তচ্চতুষ্টয়বাসিনাং
পরমমুক্তানাং চিত্তং প্রবৃত্তমপি বিশুদ্ধম্, স্বভোগবাসনা
বিরহান্। বাসনামুক্তাস্তে আত্মানং দেহেন্দ্রিয়া-
ন্তঃকরণবিলক্ষণং পরমাत्मনোऽপ্যমিন্তং বিজ্ঞায় ব্রহ্মাণ্ডং
ভুবনানি, তদুগতপদার্থাশ্চ পরমেদেহং ভাবয়ন্তস্তত্সমাধৌ
ব্রহ্মসায়ুজ্যাদিলাভযোগ্যা অপি তদনপেক্ষাঃ কেবলং
সংসারিণাং সংসৃতিচ্ছেশমোচনায় তান্ প্রতি সদুপদেশ-

প্রদানার্থং লোকচতুষ্কে নিবসন্তি। অতএব তল্লোক-
বাসিনাং চিত্তং প্রবৃত্তমপি বিশুদ্ধম্। পরানুগ্রহমাত্মার্থং,
ন তু স্বার্থম্ ॥২১॥

নাস্তিকঃ—আকর্ণিতং বিশুদ্ধচিত্তলক্ষণম্। অথ
অশুদ্ধচিত্তলক্ষণং শূন্রপে।

সূত্রকারঃ তদ্বর্ণয়তি।

সবল দুর্বলশ্চ ॥২২॥

পরশব্দঃ পূর্বতোऽনুবৃত্তঃ। তयोঃ পরস্যাশুদ্ধস্য
সবল-দুর্বলৌ দ্বৌ মেদৌ। ব্রহ্মাণ্ডান্তঃপাতিস্বর্গাদি-
লোকেষু বসতাং চিত্তং মৌতিকনিরপেক্ষত্বান্ সবলম্।
সৌরজগদ্বাসিনাং তু মৌতিকতনুসাপেক্ষত্বাদ্ দুর্বলম্ ॥২২॥

নাস্তিকঃ—সবলচিত্তলক্ষণং বিস্তরেণ শ্রোতুকামঃ
অস্মি।

সূত্রকৃত—সবলচিত্তং বিবৃণোতি।

আদ্যশব্দ পূর্বসূত্র হইতে অনুরক্ত। পূর্বোক্ত
বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিত্তদ্বয়ের মধ্যে আদ্য বা বিশুদ্ধ
চিত্ত কেবল অন্যের প্রতি অনুগ্রহার্থই পর্যাবসিত হয়,
দ্বীয় বিষয় ভোগ বাসনায় কদাপি প্রবর্ত্তিত হয় না।
সর্বকালেই তাহা অপরের হিতৈষণায় উদ্যুক্ত থাকে

প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন আছে। উহাদেব
সর্বোপরিভাগে ব্রহ্মলোক বা সত্য লোক, তন্নিম্নে
ক্রমান্বয়ে তপোলোক, জনলোক ও মহর্লোক। এই
লোকচতুষ্টয়ে যে সকল পরমমুক্ত পুরুষ বাস
করেন, তাহাদের চিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াও বিশুদ্ধ,
যেহেতু তাহাদের নিজার্থে বিষয় ভোগ কামনা
নাই। তাহারা ভোগবাসনা পরিহারপূর্বক,
দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ হইতে আপনাকে পৃথক্
এবং পরমাত্মা হইতে আপনাকে অপৃথক্ অনুভব
করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড, তদুগত চতুর্দশ ভুবন ও তৎস্থিত
পদার্থ সকলকে পরমেশ্বরের শরীররূপে প্রত্যক্ষ
করিয়া তাহাতে সমাধিদ্বারা ব্রহ্মসায়ুজ্যাদির
যোগ্যতা থাকিলেও তদপেক্ষা বিসর্জন দিয়া কেবল

সংসারামুক্ত বদ্ধ জীবকুলের সংসৃতিক্রেশমোচনার্থ
তাহাদের প্রতি সদুপদেশ প্রদানমানসে উক্ত
লোকচতুষ্টয়ে বাস করেন। অতএব উক্ত লোক-
চতুষ্টয়ের অধিবাসিগণের চিত্ত প্রকৃষ্ট হইলেও
বিশুদ্ধ, কারণ তাহা কেবল পরানুগ্রহার্থমাত্র
পর্যাবসিত, দ্বীয় ভোগবাসনালেশের অভাবযুক্ত ॥২১॥

নাস্তিক—বিশুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ শূন্যনাম।
এক্ষণে অশুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ বর্ণন করুন।

সূত্রকার অশুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন।

পরশব্দ পূর্বসূত্র হইতে অনুরক্ত হইতেছে।
পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধের মধ্যে বাহা পরবর্তী
অর্থাৎ অশুদ্ধচিত্ত তাহাও সবল ও দুর্বল ভেদে
দুই প্রকার। মহোদয়! ব্রহ্মাণ্ডমধ্যগত স্বর্গাদি-
লোকবাসিগণের চিত্ত দুর্বল, কারণ ঐ চিত্ত ভৌতিক
দেহের অপেক্ষায়ুক্ত ॥২২॥

নাস্তিক—সবল চিত্তের লক্ষণ বিস্তৃতরূপে
শূন্যবাসনাকরি।

সূত্রকার সবল চিত্তের লক্ষণ বর্ণিতেছেন।

অমৌতিকবিষয়নিষ্টম্ ॥২৩॥

আদ্যশব্দঃ পূর্বতোऽনুবৃত্তঃ। এতয়োরাণ্যং সবল-
চিত্তং ভূতাতীতবিষয়নিষ্টম্, অতো মৌতিকদেহমপি
নাপেक्ष্যতে। মহোদয় ! প্রাগুক্ত-সত্যাদিলোক-চতুষ্টয়स्याধো-
ऽধঃক্রমেণ স্বৰ্ভূ-বৰ্হূরতল-বিতল-সুতল-তলাতল-মহাতল-
রসাতল-পাতালাখ্যা দশ লোকা বিদ্যন্তে। তত্তদ্বাসিনাং
চিত্তমশুদ্ধমপি সবলম্; যতস্তৎ পञ्चভূতময়ং শরীরं
বিষয়ং চানপेक्ष्य কেवलमनोमयतन्वा मनोमयविषयान्
ग्रहीतुं योग्यतां लभते। পাতালতলস্থনির্যমোগ-
স্থানবাসিনামপি চিত্তং তাदृশম্। তত্স্থানং স্বলোক-
কারাগারত্বাৎ স্বলোকमध्ये तथा पातालतलस्थत्वात्
पाताललोकमध्ये गणनीयम्। तत्तल्लोकानां विवरण-
मतःपरं वक्ष्यते ॥२३॥

আদ্যশব্দ পূর্ব হইতে অনুবৃত্ত হইতেছে।
উক্ত সবল ও দুর্বলের মধ্যে যাহা আদ্য অর্থাৎ
সবল, তাহা পঞ্চভূত কর্তৃক গঠিত বিষয় হইতে
অতীত বিষয়নিষ্ঠ। অতএব পঞ্চভূতময় শরীরেরও
অপেক্ষা রাখে না। পূর্বেবাক্ত সত্যাদি লোক-
চতুষ্টয়ের নিম্নে ক্রমে যে স্বলোক, ভুবলোক,
ভূলোক, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল,
রসাতল ও পাতাল নামক দশলোক আছে, সেই
সকল লোকে যাহারা বাস করে, তাহাদের চিত্ত
সবাসন হেতু অশুদ্ধ হইলেও সবল, যেহেতু তাহা
পঞ্চভূতময় শরীরের অপেক্ষা না করিয়া কেবল
মনোময় দেহ দ্বারা মনোময় বিষয়সকল গ্রহণ
করিতে সমর্থ। পাতালতলে যে নরকভোগের
স্থান আছে, সেই স্থানবাসীদের চিত্তও উক্তবিধ।
উক্তলোক স্বলোককারাজ্যের কারাগারস্থানীয় হওয়ায়
স্বলোক এবং পাতালতলে অবস্থানহেতু পাতাল-
লোকেও অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের বিশেষ পরে
বর্ণিত হইবে।

নাস্তিকঃ—সবলচিত্তলक्षणं শ্রুতম্। অধুনা
দুর্বলচিত্তলक्षणং শ্রোতুমনা অস্মি।

সূত্রকারঃ—দুর্বলচিত্তলक्षणং বর্ণয়তি।

মৌতিকনিষ্টম্ ॥২৪॥

পরশব্দঃ পূর্বতোऽনুবৃত্তঃ। সবলদুর্বলচিত্তयोः
परं दुर्वलचित्तं पाञ्चभौतिकनिष्ठम্। মহোদয় !
মৌতিকদেহমবলম্ব্য ভূতময়বিষয়গ্রহणादस्मदादिप्रत्यक्षौ-
भूतसौरजगतौस्थजীবानां चित्तं दुर्वलम्। अतस्तेषां
चित्तं पञ्चभूतनिष्ठम् ॥२४॥

নাস্তিকঃ—अहो कथं नापरेषां चित्तं दुर्वलं
केवलं सौरजगद्वर्तिनां चित्तं विना ? स्वप्नमनोरथादौ
तावदस्माकं चित्तमपि भौतिकविषयं विहाय विचरति।
सदुपदेशे लब्धेऽपि देहेऽस्मिन्नवस्थाय अप्राकृत-निवृत्त-

নাস্তিক—সবলচিত্তের লক্ষণ শ্রুত হইল, এক্ষণে
দুর্বলচিত্তের লক্ষণ শ্রবণের অভিলাষ করি।

সূত্রকার দুর্বলচিত্তের লক্ষণ বলিতেছেন।

পরশব্দ পূর্ব হইতে অনুবৃত্ত। উক্ত সবল ও
দুর্বল চিত্তের মধ্যে পর অর্থাৎ দুর্বলচিত্ত, পাঞ্চ-
ভৌতিক বিষয়নিষ্ঠ। মহোদয় ! অস্মদাদির
প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সৌর-জগতে যে সকল জীব
পাঞ্চভৌতিক শরীর ধারণপূর্বক বিচরণ করিতেছে,
সেই সকল জীবের চিত্ত দুর্বল, যেহেতু উক্ত জীবগণ
পঞ্চভূতময় বিষয়সমূহের গ্রহণ করে। অতএব
ইহাদের চিত্ত পাঞ্চভৌতিকবিষয়নিষ্ঠ ॥২৪॥

নাস্তিক—অপর জীবগণের চিত্ত দুর্বল হইল
না, অথচ কেবল এই সৌরজগতে অবস্থিত জীবগণের
চিত্ত দুর্বল হইল কেন? স্বপ্ন ও মনোরথে
আমাদেরও চিত্তত পঞ্চভূতময় বিষয় ত্যাগ করিয়া
বিচরণ করে? সদুপদেশ লাভ করিলে এই
শরীরে থাকিয়াও অপ্রাকৃত, নিবৃত্ত, বিশুদ্ধ ও সবল
চিত্তের অবস্থানব্যাপারাদির যাথার্থ্য জানিতে পার

বিশুদ্ধ-সবলচিত্তানাং ব্যাধিগনবগন্তুং শক্যং স্যাৎ ।

অতোऽস্মাকং চিত্তং দুর্বলমিতি ন বক্তব্যম্ ।

সূত্রকারঃ—তচ্চিত্তদুর্বলতায়া বিশেষহেতুং দর্শয়তি ।

বিনা ভৌতিকদেহেন বিষয়ানুভবাभावात् ॥২৫॥

যেখাং চিত্তমপ্রাকৃতং, যেখাং নিবৃত্তং, যেখাং বিশুদ্ধং, যেখাং সবলং তেখাং তেখাং মুক্তামুক্তজীবানাং বিষয়ানুভূতিনির্বাহায় ভৌতিকদেহেন ন প্রয়োজনম্ । পরমস্মিন্ সৌরজগতি সংস্থিতানাং পাশ্চভৌতিকদেহাশ্রয়মৃতে ন কোঃপি বিষয়ানুভবঃ । অতস্তেখাং চিত্তং দুর্বলমেব ।

মহোদয় ! শ্রীবৈকুণ্ঠমধিবসতাং চিত্তমপ্রাকৃতং যতস্তন্ প্রাকৃতদশাং প্রাকৃতবিশ্বাভিতিকম্য বর্ততে । তদ্ ভৌতিকদেহং নাপেচ্চতে । অপিচ স্ববিষয়ানুভূতি-নির্বাহে ন কিমপি বিঘ্নম্ । প্রাকৃতবিশ্ববস্থিতবিষয়াশ্চ ন তদগোচরাঃ ।

নিবৃত্তচিত্তং প্রাকৃতমপি স্বয়ং বিলীয়তে, তেন কেবলং ব্রহ্মসায়ুজ্যমनुভূয়তে, স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টিবিশেষেণ পরব্রহ্ম-শক্তিময়বিশ্বমপি ন তদগোচরম্ । অতস্তচ্চিত্তস্যপি ন পাশ্চভৌতিকতনুস্বীকারেণ প্রয়োজনম্ । বিশুদ্ধ-চিত্তময়তা দৃশ্যশরীরেণৈব জনমঙ্গলং সাধ্যতে । অতো নিবৃত্তচিত্তমুক্তানাং পাশ্চভৌতিকদেহেনালম্ । সবল-চিত্তানাং পুণ্যবতাং চিত্তমশুদ্ধমপি তচ্ছরীরমশুদ্ধ-চিত্তময়মপি পাশ্চভৌতিকং দেহং নাপেচ্চতে ; ততো দুর্বলং তন্ নোচ্যেত ।

প্রাকৃতহেতোঃ সৌরজগদ্বর্ত্তিনামেখাং জীবানাং পাশ্চ-ভৌতিকদেহাশ্রয়মন্তরেণ নাস্তি বিষয়ানুভবঃ । ততস্তেখাং চিত্তং হি দুর্বলম্ । স্বপ্নমনোরথযোর্মুচ্ছাদিশেষে চ যদ্যপি ভৌতিকদেহবিষয়াননপেদ্যৈব মনোময়দেহেন তা দৃশ্য-বিষয়ানুপযুক্তে তথাপি ভৌতিকশরীরং ন ত্যক্তুং শক্যোতি । এতৎসাধ্যেনৈব মনোময়দেহং ধৃত্বা মনোময়-

যাইবে। অতএব আমাদের এই চিত্তকে দুর্বল বলা যায় না।

সূত্রকার উক্ত চিত্তের দুর্বলতার বিশেষ কারণ উল্লেখ করিতেছেন।

যাহাদের চিত্ত অপ্রাকৃত, যাহাদের চিত্ত নিবৃত্ত, যাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ এবং যাহাদের চিত্ত সবল, সেই সেই মুক্তামুক্ত জীবগণের নিজ নিজ বিষয়ানুভব-নির্বাহে পঞ্চভূতময় দেহের প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু এই সৌরজগতে সংস্থিত জীবগণের পঞ্চভূতময় দেহের ধারণ ব্যতিরেকে কোন প্রকার বিষয়ানুভব হইতে পারে না। অতএব এই সৌরজগৎসংস্থিত জীবগণের চিত্ত দুর্বল।

মহোদয় ! শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণের চিত্ত অপ্রাকৃত, যেহেতু তাহা প্রাকৃতাবস্থা ও প্রকৃতিময় বিশ্বকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব উহা ভৌতিকদেহ ধারণের অপেক্ষা করে না এবং তাহা ছাড়া স্ববিষয়ানুভবনির্বাহেও কোন প্রতিবন্ধক নাই।

প্রাকৃত বিশ্বস্থিত কোন বস্তুই উক্ত চিত্তের অগোচর নহে। নিবৃত্তচিত্ত প্রাকৃত হইলেও স্বয়ং বিলয়প্রাপ্ত হয় ও তদ্বারা কেবল ব্রহ্ম-সায়ুজ্যের অনুভূতি জন্মে, স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টিবিশেষে পর-ব্রহ্মশক্তিময় বিশ্বও অগোচর হয় না। অতএব উক্ত চিত্তেরও পাশ্চভৌতিক দেহধারণের প্রয়োজন নাই। বিশুদ্ধচিত্তময় দেহবিশিষ্ট তা দৃশ্য শরীর দ্বারাই লোকমঙ্গল সাধন হইয়া থাকে। অতএব উক্তচিত্তবিশিষ্ট মুক্তজীবের পাশ্চভৌতিক দেহের আবশ্যকতা নাই। সবলচিত্তবিশিষ্ট পুণ্যযুক্ত ব্যক্তির চিত্ত অশুদ্ধ হইলেও, তদীয় শরীর অশুদ্ধ চিত্তময় হইলেও তাহা পাশ্চভৌতিক দেহের অপেক্ষা করে না। অতএব তাহাকে দুর্বল বলিতে পারা যায় না।

পূর্বোক্ত কারণে এই সৌরজগতে অবস্থিত জীবগণের পঞ্চভূতময় দেহধারণ ব্যতিরেকে কোন প্রকার বিষয়ানুভব হইতে পারে না। অতএব

বিষয়াননুভবতি। অচিরাৎ পুনর্মৌতিকমনুভবতি, তর্হি তচ্চিত্তং দুর্বলম্। লব্ধে সদুপদেশে মৌতিকসম্পর্কিতমপি অপ্রাকৃত-নিবৃত্ত-বিশুদ্ধ-সবলচিত্তব্যাপারতত্ত্বজ্ঞানং সংজ্ঞা-য়েতেতি সত্যম্, তথাপি মৌতিককলেবরস্য বিসর্জনং ন সম্ভবতি। অতঃ সৌরজগজ্জীবচিত্তং দুর্বলমুচ্যতে ॥২৫॥

নাস্তিক :—এতে পশ্চ চিত্তভেদাঃ কেবলং জীবানা-
মুত পরমেশাস্যপি ?

সূত্রকৃত্ জীবচিত্তভেদং প্রদর্শ্য পেশচিত্তস্য সদৈক-
রূপত্বং সূত্রয়তি।

অপ্রাকৃতং সদা পরমেশ্বরস্য ॥ ২৬ ॥

পরমেশচিত্তং সততমেবাপ্রাকৃতম্। যত্ সদা কেবল-
পরহিতায় ব্যক্তং পরিচ্ছেদাতীতশ্চ তদপ্রাকৃতম্। পরমেশ-

চিত্তং কদাপি ন স্বসৃষ্টোদ্দেশকম্। ভক্তবাত্ সত্যাৎ
ভক্তজীবার্থং বৈকুণ্ঠাদিলোকান্ আবির্ভাবয়তি, বহিমুং স্ব-
জীবার্থশ্চ কৃপাবশাদ্ ব্রহ্মাণ্ডং প্রপশ্বয়তি। তচ্চদ্রাপৃত-
স্যাপি ন তস্য স্বরূপভ্রমঃ। অতস্তচ্চিত্তং নাপি
পরিচ্ছিন্নম্। তর্হি পরমেশচিত্তং সততমেবাপ্রাকৃতম্ ॥২৬॥

নাস্তিক :—নিবৃত্তচিত্তগোচরং যদুগুণাতীতপরব্রহ্ম-
সায়ুজ্যং, বিশুদ্ধচিত্তবিষয়ো যত্ সত্যাদিলোকৈশ্বর্য্যং,
সবলচিত্তগম্যা, যা স্বর্গাদিসুখানিঃ, তথা দুর্বল-
চিত্তলভ্যঃ যঃ সৌরজগদনুভবঃ, এতত্ সর্বমপি তাবত্
পরমেশচিত্তগোচরম্ ? যত্ তে কেবলং পরমেশচিত্তব্যাপারা
এব, ন কিঞ্চিদন্যত্। তত্ কথং পরমেশচিত্তমপি তথৈব
পশ্চভেদান্ ন লভেত ?

সূত্রকৃত্— তল কারণং দর্শয়তি।

ইহাদের চিত্তই দুর্বল। স্বপ্ন ও মনোরথ কালে
ও মুচ্ছাবিশেষে যদিও ভৌতিক দেহের ও ভৌতিক
বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়াই চিত্ত কেবল মনোময়
দেহ দ্বারা মনোময় বিষয়ের অনুভব করে, তথাপি
তাহা এই ভৌতিক দেহকে ত্যাগ করিতে পারে
না। এই দেহের সাহায্যেই মনোময় দেহধারণ
ও মনোময় বিষয় ভোগ করে। অল্পকাল পরেই
আবার ভৌতিক দেহের অনুভব করে; অতএব
উক্ত চিত্ত দুর্বল। সদুপদেশ লাভে এই ভৌতিক
দেহ সম্পর্কিত থাকিয়াও অপ্রাকৃত, নিবৃত্ত, বিশুদ্ধ
ও সবল চিত্তের অবস্থান ও ব্যাপারাদির সাধার্থ
জানা যায়, সত্য, কিন্তু তখনও এই ভৌতিক
দেহকে ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব এই
সৌরজাগতিক চিত্ত দুর্বল অভিহিত হয় ॥২৫॥

নাস্তিক—কেবল জীবের চিত্তের কি এই
পঞ্চবিধ ভেদ হয় অথবা পরমেশ্বর চিত্তেরও হয় ?

সূত্রকার—জীবচিত্তের পূর্বোক্ত ভেদ দেখাইয়া
পরমেশ্বর চিত্তের একরূপতা প্রদর্শন করিতেছেন।

পরমেশ্বরের চিত্ত সর্বদা অপ্রাকৃত। যে চিত্ত

সর্বদা কেবল অপরের সুখার্থেই ব্যক্ত ও অপরিচ্ছিন্ন
তাহাই অপ্রাকৃত। পরমেশ্বরচিত্ত কখনও স্বস্ববোধে
ব্যাপৃত নহে। ভক্তজীবোদ্দেশে ভক্তবাৎসল্যগুণে
তিনি বৈকুণ্ঠলোকাদির আবির্ভাব এবং বহিমুখ
জীবোদ্দেশে কৃপাগুণে ব্রহ্মাণ্ডপ্রভৃতির সৃষ্টি
করেন। উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা কালেও
তাহার স্বরূপের বিস্মৃতি নাই, অতএব তাহার
চিত্ত পরিচ্ছিন্নও হয় না। এইহেতু পরমেশ্বরচিত্ত
সর্বদাই অপ্রাকৃত ॥২৬॥

নাস্তিক—নিবৃত্তচিত্তের গোচরীভূত যে
ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মসায়ুজ্য, বিশুদ্ধচিত্তের বিষয়
যে সত্যলোকাদির ঐশ্বর্য্য, সবল চিত্তের গম্য যে
স্বর্গাদিলাভ এবং দুর্বলচিত্তের প্রাপ্য যে এই
সৌরজগতের অনুভব, সেই সকলইত পরমেশ্বরের
চিত্তের গোচর ? যেহেতু উহার কেবল পরমেশ্বরের
চিত্তব্যাপার ব্যতীত আর কিছু নহে। অতএব
পরমেশ্বরের চিত্ত ঐরূপ পঞ্চভেদ লাভ করিবে
না কেন ?

সূত্রকার উক্ত বিষয়ে কারণ দর্শাইতেছেন।

তত্গোচরং ॥ ২৩ ॥

পরমেশচিন্তনং তথা পঞ্চভেদাম্, কেবলং তত্চিন্তন-
গোচরম্ । মহোদয় ! একমেবাপ্রাকৃতং পারমেশচিন্তনং ব্রহ্ম-
সায়ুজ্যাদ্বায়েণ নিবৃত্তগোচরং, সত্যলোকাদিক্রূপেণ
বিশুদ্ধচিন্তনদৃষ্টং, স্বর্গাদিক্রূপেণ সর্বলচিন্তনং, তথা সৌর-
জগত্যাদি দুর্বলচিন্তনলব্ধং চ ভবেৎ । অপ্রাকৃতচিন্তনলব্ধে
সর্বথা বিঘ্নাभावঃ । তত্র চাপরচিন্তনলব্ধস্য প্রবৃত্তি-
নাং নাস্তি । অতঃ পরমেশচিন্তনং কেবলমপ্রাকৃতম্ পঞ্চবিধ-
চিন্তনগোচরম্, ন তু স্বয়ং পঞ্চভেদাম্ ॥ ২৩ ॥

নাস্তিক্যঃ—জীবচিন্তনস্য পঞ্চভেদা দর্শিতাঃ, ন কিং
কশ্চিদ্ভেদোহঙ্কারবুদ্ধিমনসাম্ ? পুনঃ পূর্বসূত্রেণ পরমেশস্য
নানাশক্তিযশ্চ সূচিতাঃ, শক্তিযস্তাস্তদপ্রাকৃতচিন্তনান্তঃ-
পাতিন্যো বহির্ভূতা বা জ্ঞাপয়িতুমর্হতি ।

সূত্রকারঃ—প্রাগুক্তচিন্তনস্থা সর্বশক্তিসত্তেতি
প্রদর্শয়তি ।

বহুধা তত্চিন্তনকথনং ॥ ২৪ ॥

প্রোক্তচিন্তনশক্তয়ো নানা । অন্যত্র শক্তিযস্তদ-
ন্তর্ভূতাঃ । মহোদয় ! যথা পরমেশচিন্তনং কেবলমপ্রাকৃতম্,
জীবচিন্তনমপি স্বরূপেণ তাৎকালিক বিঘ্নাসঙ্কলনশ্চাত্ত প্রাকৃতং
ভবতি । বিঘ্নেষু শক্তিযস্তদন্তর্ভূতত্বাৎ । তদেব
ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্বলং জায়েত, বিবেকবৈরাগ্যযোগবলেনাপি
বিশুদ্ধং স্যান্ । আত্মান্তিকবিষয়নিরপেক্ষতয়া তদেব
নিবৃত্তং সম্পদ্যেত, অথ ভগবৎপ্রীতিযোজনে প্রাকৃতাস্থাং
লভেত । অতো বস্তুতঃ স্বরূপস্থজীবানাং চিন্তনম-
প্রাকৃতম্ ॥

যদ্যদ্ব্যবহৃত্তবলে জীবচিন্তনস্য পঞ্চধাত্বং তেন তেনৈব-
হঙ্কারাদীনাং তদুৎপত্তানাং পঞ্চভেদাঃ । এতদেব চিন্তনমন্তঃ-
করণেন্দ্রিয়-দেহানাৎমত্বেন গৃহীত্বাহঙ্কারাস্থাং গৃহীত্বাৎ ।
তদেব চিন্তনমহঙ্কারেণ বিষয়গ্রহণসমরূপাদ্বিত্বেন নাম
প্রাপ্নোতি, বিষয়গ্রহণে সঙ্কল্যাদিনা চ মন উচ্যতে ।

পরমেশচিন্তন উক্ত পঞ্চ ভেদ প্রাপ্ত হয় না,
কেবল সেই সেই চিন্তনের গোচর হয় । মহোদয়,
পরমেশ্বরের কেবল অপ্রাকৃত চিন্তনই ব্রহ্মসায়ুজ্যাকারে
নিবৃত্তচিন্তনের, সত্যলোকাদিক্রূপে বিশুদ্ধ চিন্তনের,
স্বর্গাদিক্রূপে সর্বল চিন্তনের এবং সৌরজগৎরূপে
দুর্বলচিন্তনের গোচর হয় । অপ্রাকৃত চিন্তনের লক্ষণে
বাধার সম্পূর্ণ অভাব । উক্ত চিন্তনে অন্যান্য চিন্তন
লক্ষণের প্রবৃত্তি নাই । অতএব পরমেশ্বরচিন্তন
কেবল অপ্রাকৃত, উহা পূর্বোক্ত পঞ্চভেদান্তর্গত
নহে, কেবল পঞ্চবিধ চিন্তনের গোচর ॥ ২৩ ॥

নাস্তিক্যঃ—জীবচিন্তনেরই কেবল পঞ্চবিধ ভেদ
প্রদর্শিত হইল, কিন্তু অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনের
কোনরূপ ভেদ নাই কি ? আবার, পরমেশ্বরের
বহুপ্রকার শক্তি পূর্বসূত্রসমূহে সূচিত হইয়াছে,
সেইসকল শক্তি এই অপ্রাকৃত চিন্তনের অন্তর্ভূত
বা বহির্ভূত, তাহা জানিবার প্রয়োজন ।

সূত্রকার পূর্বোক্ত চিন্তনমধ্যে সর্বশক্তির সত্তা
প্রদর্শন করিতেছেন ।

পূর্বোক্ত চিন্তন—মধ্যে শক্তিগণ বহুপ্রকার ।
অপরূপ শক্তিসমূহ এই চিন্তনেরই অন্তর্ভূত ।

মহোদয় ! পরমেশ্বরের চিন্তন যেমন একমাত্র
অপ্রাকৃত, জীবচিন্তনও স্বরূপে সেইরূপ অপ্রাকৃত,
কিন্তু বিষয়াসক্তিবিবন্ধন তাহা প্রাকৃত হইয়া
পড়ে । আবার অত্যধিক বিষয়াসক্তি তাহাকে
দুর্বল করে । ধর্ম্মানুষ্ঠান বলে তাহা সর্বল হয়
এবং বিবেক বৈরাগ্য ও যোগের বলে তাহা বিশুদ্ধ
হয় । অত্যন্ত বিষয়নিরপেক্ষতা দ্বারা সেই বিশুদ্ধ
চিন্তন নিবৃত্ত হয় এবং পরে ভগবৎ প্রীতিযুক্ত হইয়া
এই নিবৃত্তচিন্তনই অপ্রাকৃত নামে আখ্যাত হয় ।
অতএব প্রাকৃতপক্ষে স্বরূপস্থ জীবের চিন্তনও অপ্রাকৃত ।

জীবের চিন্তন যে যে কারণে পঞ্চবিধ, সেই সেই
হেতুবশতঃ জীবগত অহঙ্কারাদিও পঞ্চবিধ ভেদ

বিষয়বিসৃতাভেব তচ্চিত্তং মূলপ্রকৃতৌ পরিণম্যতে অতঃ কেবলং চিত্তম্ অহঙ্কার ইতি, বুদ্ধিরিতি, মন ইতি বা অভিধেয়ানি ধারয়তি, মূলপ্রকৃতাভি পরিণম্যতে । তথৈব পরমেশস্য একমেবাপ্রাকৃতং চিত্তম্ অপ্রাকৃতাহঙ্কার ইতি, অপ্রাকৃতবুদ্ধিরিতি, অপ্রাকৃতমন ইতি চাখ্যাং গৃহ্ণাতি, সর্ববিস্মরণেণ চ মূলপ্রকৃতিনাম্না প্রসিদ্ধি লভতে ।

অনন্তকোটয়ঃ পারমেশশক্ত্যোঃপি তদপ্রাকৃতনৈত-
ব্যাপারবিশেষাঃ । তेषু দ্বাদশানাং প্রাধান্যম্ । যথা
চিচ্ছক্তিঃ, জীবশক্তিঃ, মায়াশক্তিঃ, লীলাশক্তিঃ,
ধর্মশক্তিঃ, কালশক্তিঃ, আধারশক্তিঃ, পরিণমনশক্তিঃ,
শব্দশক্তিঃ, অন্তর্যামিত্বশক্তিঃ, শক্ত্যাবেশনশক্তিঃ,
স্বসত্তানুভবশক্তিঃ । নিত্যধ্যানরূপঃ সমাধিঃ
চিচ্ছক্তিরূচ্যতে । স এবানন্তকোটিবৈকুণ্ঠলোকনাম্না

খ্যাতঃ । অনন্তকোটীজীবাস্তত্স্বরূপসাদৃশ্যতদধৌ-
নত্বাত্তদ্ব্যপ্যত্বাৎ কালান্তরে পরমেশ্বররূপে প্রবেশাত্
তন্নিত্যানিত্যধ্যানগতত্বাৎ তত্চিচ্ছক্তিপ্রবেশাচ্চ জীব-
শক্ত্যোঃসমিধীয়ন্তে । পরমেশানিত্যধ্যানরূপঃ সমাধিরেব
মায়াশক্তিঃ, সৈবানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি । মক্তবাস্তস্যাত্
মক্তপ্রৌতিবশাদ্বা তন্নিত্যধ্যানান্তর্গতাবির্ভাববিশেষং
তথানিত্যধ্যানস্থনিত্যধ্যানং লীলাশক্তিমাहुঃ । জীবস্থ-
ধর্মবৈবিধ্যমেব ধর্মশক্তিঃ, পরমেশস্য কালগতানিত্যধ্যানং
সর্জনাদি কালশক্তিরূচ্যতে । ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দানাং তদুৎপ-
লোকানাঞ্চ ধারণশক্তিঃপ্রাধারশক্তিঃ । মূলপ্রকৃতেরাদৌ
চতুর্বিংশতি-তত্বাকারৈঃ, তত্শ্চ ব্রহ্মাণ্ডাকারৈঃ, ব্রহ্মাণ্ডানাং-
চাদৌ তত্বাকারৈঃ, অথ মূলপ্রকৃতৌ অবস্থান্তরকৃতৌ
যা শক্তিঃ সৈব পরিণমনশক্তিঃ । সংসৃতিপ্রস্তানাং বিষয়িণাং
হিতায়াবতৌর্ণ ব্রহ্মাণ্ডেষু বেদাদিশাস্ত্রং শব্দশক্তিনাম্না

ধারণ করে। এই চিত্তই অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়ও
দেহে অহংজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কার নামে খ্যাত হয়,
ঐ চিত্তই অহঙ্কারপূর্বক বিষয় গ্রহণ বা স্মরণ
দ্বারা বুদ্ধি নাম প্রাপ্ত হয়, এবং বিষয়গ্রহণে
সঙ্কল্পাদিহেতু মন আখ্যা লাভ করে । বিষয়সমূহের
বিস্মরণে ঐ চিত্তই মূলপ্রকৃতিতে পরিণত হয় ।
অতএব একমাত্র চিত্তই অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন নাম
ধারণ করে এবং মূলপ্রকৃতিরূপেও পরিণত হয় ।
ঐ প্রকার পরমেশ্বরের একমাত্র অপ্রাকৃত চিত্তই
অপ্রাকৃত অহঙ্কার, অপ্রাকৃতবুদ্ধি ও অপ্রাকৃতমন
নাম পায় এবং সমস্ত বিস্মরণ করাইয়া মূলপ্রকৃতি
নামেও প্রসিদ্ধ হয় ।

পরমেশ্বরের অনন্ত-কোটি শক্তিও উক্ত চিত্তগত
ব্যাপারবিশেষ । তন্মধ্যে দ্বাদশ শক্তির প্রাধান্য ।
যথা, চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তি, লীলাশক্তি,
ধর্মশক্তি, কালশক্তি, আধারশক্তি, পরিণমনশক্তি,
শব্দশক্তি, অন্তর্যামিত্বশক্তি, শক্ত্যাবেশনশক্তি ও
স্বসত্তানুভবশক্তি । নিত্যধ্যানরূপ সমাধিকেই

চিচ্ছক্তি বলা হয় । তাহাই অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠ
নামে খ্যাত । স্বরূপের সাদৃশ্য, পরমেশাধীনতা,
তদাপ্যাহ, কালে তাঁহাতে প্রবেশ, কালক্রমে তদীয়
নিত্যধ্যানগতত্ব, কালে তদীয় অনিত্যধ্যানগতত্ব,
কালে তত্তৎ-শক্তিতে প্রবেশ, অনন্ত কোটি জীবসমূহে
জীবশক্তি নামে প্রসিদ্ধ । পরমেশ্বরের অনিত্য-
ধ্যানরূপা সমাধিকেই মায়াশক্তি বলা হয় । তাহাই
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড । ভক্তবাৎসল্যাগুণে, ভক্ত-
প্রীতিবশে উক্ত নিত্যধ্যানগত আবির্ভাব-বিশেষকে
ও অনিত্যধ্যানান্তর্গত নিত্যধ্যানকে লীলাশক্তি
বলে । জীবগত ধর্মের তারতম্যই ধর্মশক্তি ।
কালগত পরমেশ্বরের অনিত্যধ্যান স্রষ্টাদি কাল-
শক্তি । ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দ ও তদগত লোকসমূহের ধারণ
শক্তি আধারশক্তি । মূলপ্রকৃতিকে আদৌ চতুর্বিংশতি
তত্ত্বে ও তদনন্তর ব্রহ্মাণ্ডাকারে এবং ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে
আদৌ তত্ত্বে ও তদনন্তর মূলপ্রকৃতিতে অবস্থান্তরিত
করিবার শক্তিকে পরিণমনশক্তি বলে । বিষয়াসক্ত
সংসারিকগণের মঙ্গলার্থ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বেদাদিশাস্ত্রের

পরিচিতম্। পরমেশ্বরস্য জৈজাঃ জীবসম্বন্ধীয়াশ্চ শক্তয়ো যয়া প্রের্যন্তে সা অন্তর্যামিত্বশক্তিঃ। বিদ্ব-
কার্য্যায় জীববিশেষে স্বশক্ত্যাশস্চারণমেব শক্ত্যা-
বেশনশক্তিঃ। নিখিলশক্তিকস্বরূপানুভূতিশ্চ স্বসত্ত্বা-
নুভবশক্তিঃ। এবং জগদীশস্যানন্তকোটিশক্তয়ো নিত্যং
বিরাজন্তে। তাশ্চ পারমেশাপ্রাকৃতচিন্তাস্য পরামর্শ এব।
তর্হি শক্তয়শ্চ পরমেশ্বররূপান্ন পৃথক্। এবং জীবচিন্তাস্য
তথা পরমেশচিন্তাস্য চ বহুবিস্তৃত্যং জায়তে ॥২৮॥

ইত্যাস্তিক্যদর্শনস্য দ্বিতীয়পাদঃ।

আবির্ভাবকে শব্দশক্তি বলা হয়। পরমেশ্বরের স্বকীয় শক্তি-বর্গ ও জীবগণের সমগ্র শক্তিবৃন্দের প্রেরণকে অন্তর্যামিত্বশক্তি বলে। বিশ্বের কার্য্যনির্বাহের নিমিত্ত জীববিশেষে নিজশক্ত্যাংশের সঞ্চারণকে শক্ত্যাবেশনশক্তি বলে। নিখিল শক্তিসমমিত স্বরূপানুভব স্বসত্ত্বানুভবশক্তি নামে কথিত হয়। এইরূপে পরমেশ্বরের অনন্তকোট শক্তি নিত্য সুবিন্যাস করিতেছে। উক্ত শক্তিবৃন্দ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত চিন্তের পরামর্শ বা ইচ্ছারূপ ব্যাপার-বিশেষ। সুতরাং শক্তিসমূহ পরমেশ্বররূপ হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে জীবচিন্তের ও পরমেশচিন্তের শক্তিসমূহ বহুবিধ হয় ॥২৮॥

ইতি আস্তিক্যদর্শনের দ্বিতীয়পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ :—

- ১। শ্রীশ্রীবিদ্যুৎপ্রকাশঃ (প্রভু শ্রীশ্যামানন্দদেবের সংক্ষিপ্ত লীলা)
মূল্য—১৫/০ আনা।
- ২। শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল (প্রভু শ্রীরসিকানন্দদেবের জীবনেতিহাস)
মূল্য—২৮ টাকা।
- ৩। শ্রীশ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দকাব্যম্ (শ্রীগীতগোবিন্দতুল্য গীতিকাব্য)
মূল্য—১১০ আনা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর ও শ্রীপাটস্থ গোস্বামিগণের
আলেখ্য পাওয়া যায়।
